নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মূলরাজ	বারাহাপতি—মূলতানের অধীশ্বর।
সুচেত সিংহ	বুটারাজ - লাঙ্গাই-পতি। (মূলরাজের মিত্র)
দেবরায়	মৃত তনোটেশ্বর তনুরায়ের পুত্র।
দেবিদাস (ছদ্মবেশে ঈশ্বরী রাও)	দেবরায়ের খুল্ল-পিতামহ।
সুজন সিংহ	ঐ পুত্র।
গবৃধন দাস	দেবরায়ের ধাত্রী-পুত্র।
জগমল	দেবিদাসের অনুচর।
সুরজমল	মূলরাজের মন্ত্রী।
অরিসিংহ	মূলরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র (সুরজমলের ভাগিনেয়)
গজসিংহ	রাঠোর রাজপুত্র।
রুইদাস	চর্ম্মকার-সর্দ্দার (দেবরায়ের প্রতিপালক)

বারাহা-রাজকুমার, লাঙ্গাই-রাজকুমার, ঘোষক,
নাগরিকগণ, বারাহা সর্দ্দারগণ, চামারগণ,
প্রহরীগণ, সামন্তগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বিমলা	মূলরাজ-মহিষী।
কমলা	দেবরায়ের মাতা।
কেতু	মূলরাজের কন্যা।
রেবা	বুটরাজ সুচেত সিংহের কন্যা।
সুরা	কেতুর সখী।

চর্ম্মকার-পত্নী, নাগরিকাগণ, চামারনীগণ ইত্যাদি।

আহেরিয়া।

PUBLIC LIBRARY 13886

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃক্ষতলে দেবরায় শয়ান—সময় ঊষা।

দেবিদাস ও কমলা।

দেবি। এই তোমার সন্তান ?

কমলা। আমার সন্তান ব'লে কি এ হতভাগ্যের পরিচয় দিতে হবে সন্ন্যাসী ?

দেবি। তাইত ! নীচ সঙ্গে প'ড়ে যুবকের অবস্থা ত বড়ই হীন হ'য়ে প'ড়েছে !

কমলা। পরিচয়—আর কিছু দেবার নেই। আমার সন্তান—আমার

সন্তান! হতভাগিনী আমি, আমার গর্ভে স্থান লওয়া ভিন্ন এ হতভাগ্যের অন্য কোনও পরিচয় দেবার অধিকার পর্য্যন্ত রইল না। বুঝ্‌তে পা'র্‌ছ কি সন্ন্যাসী, এ হীন পরিচয়ে আমার কি মর্ম্মবেদনা?

দেবি। তুমি সতী—তুমি সতী—তুমি সতী। রাজোয়ারায় এমন কোনও দুর্ব্বৃত্ত নেই যে, তোমার পবিত্রতায় রহস্য কটাক্ষপাত করে। সম্মুখে পিতার ইন্দ্রালয় তুল্য প্রাসাদ। তুমি তা অবহেলায় পরিত্যাগ ক'রে, শুধু এই পুত্রের কল্যাণ কামনায় এই হীন-জাতির মধ্যে অতি দীনভাবে অবস্থান ক'রছ। মা! আমি সন্ন্যাসী—ব্রতধারী—কিন্তু তোমার ব্রত স্মরণ ক'র্‌তেও আমার শরীর রোমাঞ্চ হ'য়ে ওঠে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার ব্রত নিষ্ফল হবে না। মাদক শক্তি এখন যদিও তোমার পুত্রের অন্তর্নিহিত তেজকে আবৃত ক'রে রেখেছে, কিন্তু তনুরায় বংশধরকে সে অধিক দিন আবৃত ক'রে রা'খ্‌তে পা'রবে না। একদিন না একদিন সে মহিমান্বিত ক্ষত্রতেজ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত কুজ্ঝটিকার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে প্রস্ফুটিত হবে। হতাশ হয়োনা। বহুকাল পরে তোমার পুত্রকে দেখ্‌তে এলুম। দেখে হতাশ হ'লুম। তবু তোমাকে ব'ল্‌ছি, তনুরায়-সহধর্ম্মিণী, তুমি হতাশ হ'য়োনা।

কমলা। যথা আজ্ঞা।

দেবি। পুত্রকে কোনও পরিচয়ের আভাস দিয়েছ?

কমলা। কখন দেব! এ বিশ বৎসরের মধ্যে দেবার অবকাশ পাইনি। কিন্তু ভেবেছি, আর বেশী দিন হতভাগ্যকে অন্ধকারে রা'খব না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় আমি জীর্ণ হ'য়েছি। মহাত্মা স্বামীর অনুগমনে বৃথা কালক্ষেপে আমাতে পাপস্পর্শ ক'র্‌ছে।

দেবি। আরও দুই দিন অপেক্ষা কর। যে অমাবস্যা ভট্টিজাতিকে এক

সময় অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে, সেই অমাবস্যা ফিরে এসেছে। বারাহা-জাতির আজ বিংশবর্ষীয় বিজয়োৎসব। আজ সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাই আহেরিয়া ক'র্‌তে মুলতানে সমবেত হ'তে আদিষ্ট। তাই তোমাকে দেখ্‌তে এলুম। মনের আবেগে দেখ্‌তে এলুম, কঠোর দারিদ্র্য সম্ভার মাথায় ক'রে নীচ চর্ম্মকার-পল্লী মধ্যে ব্রহ্মচারিণী মা আমার কি ক'র্‌ছেন। তোমার পুত্রকে না দেখি, তোমায় দেখ্‌লুম। দেখে চ'ল্‌লুম। বেশীক্ষণ থাক্‌তে আমার সাহস নেই। জান ত মা, আর একটী ভট্টি-বীজকে আর্য্যমাতার উদ্যানে রোপণ ক'রে রেখেছি।

কমলা। না আপনার থাক্‌বার আর প্রয়োজন নেই—থেকেও লাভ নেই। আপনি এ অভাগ্যের মমতা পরিত্যাগ ক'রে, তাকে পালন করুন। যদি বোঝেন, তার উপরে জাতির উদ্ধারের ভার দিন।

দেবি। ভার—তার উপরেই বা কেমন ক'রে দেব!

কমলা। কেন? বীর ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্রও কি এই হতভাগ্যের দশা প্রাপ্ত হ'য়েছে।

দেবি। প্রকাশ ভয়ে আমি তার হাতে অস্ত্র দিতে পারিনি। তাঁকে মায়ের মন্দিরে ব্রহ্মচারী সাজিয়ে রেখেছি।

কমলা। তবে আর কি প্রভু? একদিকে দেব, অন্যদিকে পশু। মাঝের বস্তু—মানুষের অভাবে ভট্টিজাতির আর কল্যাণ হ'ল না। আমার ব্রতধারণ নিষ্ফল হ'ল—স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ হ'ল না।—ওই আবার দামামা-ধ্বনি। ভাবে বোধ হ'চ্ছে—বারাহারা এই দিকেই আস্‌ছে।

(দামামাধ্বনি)

দেবি। ওই দামামাধ্বনি। আহেরিয়া উৎসবে যোগ দিতে সমস্ত বারাহার প্রতি রাজার আহ্বান। ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ কর। যে উদ্দেশ্যে তোমাকে এই চর্ম্মকার-পল্লীতে রক্ষা

ক'রে ছিলুম, বিশ বৎসর পরে বারাহাদের দৃষ্টিতে প'ড়ে সে উদ্দেশ্য পণ্ড ক'র না। তারা একদিন ভট্টিজাতির বীজ-কণার অনুসন্ধানে যশল্মীরের ঘরে ঘরে প্রবেশ ক'রেছিল। কেবল অস্পৃশ্য ব'লে চামার-দের পল্লীতে প্রবেশ করেনি। সহসা এ মূর্ত্তিকে এই আবর্জ্জনাময় দেশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখ্‌লে ক্ষুদ্রচেতা বারাহা অমনি সন্দেহ ক'রে ব'স্‌বে। চ'লে যাও – সন্তানকে তুলে নিয়ে এখনি আশ্রয়-কুটীরে প্রবেশ কর।

(নেপথ্যে দামামা। দেবিদাসের প্রস্থান)

কমলা। ও হতভাগা, উঠে আয়।

দেব। উঁ! চুপ কর—আমি এখন বেশ মজায় আছি।

কমলা। এখনি মজা বেরিয়ে যাবে -- উঠে আয়।

দেব (হাস্য) হিঃ—হিঃ কি বলে – বেরিয়ে যাবে, ইস্—সাধ্যি কি? গাদা—গাদা মজা—মজার মজার স্বপ্ন—একেবারে একরাশ অমলপানির তলায় ফেলে চেপে ধ'রেছি। বেরিয়ে যাবে। ইস্—সাধ্যি কি?

কমলা। উঠবিনি?

দেব। না—কেন—কি জন্য উঠবো? উঠে সুখ কি? খেলবার সঙ্গী নেই, কথা কইবার লোক নেই—কেবল চামার—চামার। উঠব না – যা। কেমন স্বপ্ন! কেমন সঙ্গী—কেমন কথা—আসছে—কত আসছে! উঠবনা—যা।

কমলা। এখানে থাকলে বিপদে পড়বি।

দেব। হিঃ হিঃ –কি বলে! বিপদ! বাঘ, ভালুক—সিঙ্গি! সিঙ্গির মামা ভম্বলদাসকে পর্য্যন্ত বনছাড়া ক'রে দিয়েছি—হিঃ হিঃ – বলে কি! বিপদ্—চ'লে যা।

(নেপথ্যে দামামা)

কমলা। তবে প'ড়ে থাক্। তোর অদৃষ্ট তোর হাতে।

দেব। তাই বল্—আমার অদৃষ্ট আমার হাতে। বস্—সাফ কথা—তার সাফ জবাব।

কমলা। (স্বগতঃ) তাই ত! কি করি! একে এখন্ তুলে নিয়ে যেতে গেলে বারাহার লক্ষ্য হ'য়ে প'ড়বো। ইষ্ট ক'রতে গিয়ে কি অনিষ্ট ক'রে ব'সব! এরূপ অবস্থায় প'ড়ে থাকলে, বারাহাদের নজরে প'ড়বে না। প'ড়লেও কে, কি, কি জন্য এখানে প'ড়ে আছে—বুঝতে পারবে না। বালক পরিচয় ত দিতে পা'রবে না।—তবে চুপ ক'রে প'ড়ে থাক্—ওরা চ'লে না গেলে যেন উঠিস্‌নি।

(প্রস্থান)

দেব। স্বপ্ন—স্বপ্ন—সোণার স্বপ্ন। যাস্‌নি স্বপ্ন—যাস্‌নি।

(ঘোষক ও দামামাবাদকের প্রবেশ)

ঘোষক। বারাহা লাঙ্গাই যে যেখানে আছ শোন। রাজার আদেশ—এখনি সকলে হাতিয়ার নিয়ে লালকেল্লার মাঠে উপস্থিত হও; বালক বৃদ্ধ যুবা—বারাহা লাঙ্গাই—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

(দামামা ধ্বনি)

(অরি সিংহের প্রবেশ)

অরি। আর যেতে হবে না। এদিকে চামারপল্লী—বারাহা আর এদিকে নেই।

(ঘোষক ও বাদকের প্রস্থান)

(জনৈক নাগরিকের প্রবেশ)

নাগ। সর্দ্দার! কি জন্য এই আদেশ জানতে পারি কি?

অরি। তনোট ধ্বংসের আজ বিংশ বর্ষীয় উৎসব। সেই জন্য রাজা আজ সমস্ত বারাহা লাঙ্গাই নিয়ে আহেরিয়া ক'রতে ইচ্ছা ক'রেছেন। রাজা, রাজকুমার, বুটারাজ ও তাঁর পুত্র সকলে এ উৎসবে যোগদান ক'রবেন। শুধু বারাহা ও লাঙ্গাই—এক রাঠোর রাজকুমার ছাড়া অন্যের এ উৎসবে যোগ দিতে অধিকার নেই।

নাগ। তা হ'লে সরদার, আমি এখনি প্রস্তুত হ'তে চল্লুম।

অরি। এখনি—কালবিলম্ব কর'না। সমস্ত বারাহা লাঙ্গাই এতক্ষণে গড়ের মাঠে জড় হয়েছে। পাছে কেউ যোগ দিতে ইতস্তত: করে, তাই আমার উপর পরিদর্শনের ভার প'ড়েছে। যাও, প্রস্তুত হয়ে এখনি গড়ের মাঠে উপস্থিত হও। পথে যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়, তাকেও সত্বর সজ্জিত হয়ে মাঠে উপস্থিত হ'তে ব'লে দিও।

(নাগরিকের প্রস্থান)

দেব। তাই ত! এ কি বলে—কি বলে! তনোট ধ্বংস—তার বিংশ বর্ষীয় উৎসব! বা! বা! সমস্ত বারাহা লাঙ্গাই জড় হবে, আর আমি ব'সে থাকবো? সরদার! আমিও যাব।

অরি। তাই ত! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যুবক দীন হীনের মত গাছতলা আশ্রয় ক'রে প'ড়ে আছে!—কে তুমি?

দেব। আর সে কথায় দরকার কি? তনোট ধ্বংসের উৎসব—বারাহা লাঙ্গাই জড় হবে—আহেরিয়া—আহেরিয়া। সরদার! আমি যাব।

অরি। বারাহা না লাঙ্গাই?

দেব। অত জানি না। উৎসব—যেতে হবে! বারাহা না লাঙ্গাই? অত

কথায় তোমার দরকার কি? বারাহা হলেও যাব, লাঙ্গাই হলেও যাব। আর না হলেও যাব। উৎসব—উৎসব। তাতে হাত পা ছোঁড়ার ত প্রয়োজন? তা খুব পা'রব।

অরি। পরিচয় না দিলে সেখানে উপস্থিত হ'তে পা'রবে না।

দেব। কেন, আমার কি পরিচয় নেই?

অরি। বল।

দেব। কেন আমি মায়ের ছেলে।

অরি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বুঝেছি। ঘর কোথা?

দেব। ওই—

অরি। ওই চামার-পল্লী?

দেব। ঠীক বুঝেছ—ওই।

অরি। বুঝেছি। যেমন শুয়েছিলি, তেমনি শুয়ে থাক্। আর মাথা তুলিস্‌নি।

দেব। কেন, আমি যেতে পাব না?

অরি। বাপের বেটা হ'তে পারতিস্ ত যেতে পা'রতিস্। মায়ের ছেলের সেখানে দাঁড়াবার স্থান নেই। শুয়ে থাক্ উল্লুক—শুয়ে থাক্। না থাকিস্—মায়ের ছেলে মায়ের কাছে যা।

দেব। কি ব'ল্‌লি? আমি উল্লুক?

অরি। (তরবারিতে হস্তদান)

(রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। হাঁ হাঁ—রক্ষা কর হুজুর! দেখছ ছোকরা নেশাখোর। মাফ্ কর হুজুর, মাফ্ কর।

অরি। কে ও?

রুই। কি আর ব'লব - কি আর ব'লব? যাও হুজুর —যাও। মাফ্ ক'রতে করতে চলে যাও।

অরি। বুঝতে পেরেছি। শোন্ উল্লুক! অস্পৃশ্য ব'লে আজ তুই অমর্য্যাদা ক'রেও বেঁচে গেলি। তোর অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ করাতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। যা চামার, এই মায়ের পুত্রকে তার মায়ের আশ্রয়ে নিয়ে যা। হুঁসিয়ার! যেন নগরাভিমুখে দুর্ব্বৃত্ত এক পাও না বাড়াতে পারে।

রুই। না প্রভু, আপনি যান। আমি বেটাকে সে মুখো হ'তে দেব না।

অরি। যদি গিয়ে সে স্থান ও অপবিত্র করে, তা হ'লে তোদের সমস্ত চামারকে জবাবদিহি ক'রতে হবে।

রুই। নিশ্চিন্তি হও প্রভু, কিছুতেই যেতে দেব না।

(অরিসিংহের প্রস্থান)

দেব। যেতে দিবি নি কি?

রুই। না না, ঘরে চল্। এখনি সর্ব্বনাশ ক'রেছিলিরে ভাই! ও হচ্ছে রাজার বড় সরদার! ভাগ্যে আমি এসে প'ড়েছিলুম, নইলে এখনি গলাটা কচাৎ ক'রে কেটে ফেলেছিল।

দেব। নে, পথ ছাড়্।

রুই। পথ যখন আগলেছি, তখন কি আর ছাড়ি।

দেব। ছাড়বিনি? (চুলের মুটী ধরিল)

রুই। ওমা! মেরে ফেললে—মেরে ফেললে!

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। তাইত! একি! একি ক'রছিস্ হতভাগা?

রুই। কিছু করেনি—কিছু করেনি। নাও, ছেলেকে ধর। সিনাল

করিয়ে ঘরে নিয়ে যাও। আমাকে ছুঁয়েছে।

কমলা। ছুঁয়ে পবিত্র হয়েছে। ক'রলি কি নরাধম! যে আশ্রয়দাতা—বিশ বৎসর ধ'রে আমাদের মাতা-পুত্রের জীবন রক্ষা ক'রে আ'সছে, তাকে প্রহার ক'রলি!

রুই। কিছু করেনি—কিছু করেনি। মা! আজ আমার বড় আনন্দ! তোমার ছেলের বল দেখে আমি অবাক হয়েছি। আমি বুড়ো বটে, কিন্তু এখনও আমার গায়ে যে বল আছে, তা এ মুলতান সহরে কোন লাঙ্গাই বারাহার নেই। সেই আমাকে তোমার ছেলে কচুর মত নুইয়ে দিয়েছে।

কমলা। তুমি ইচ্ছা ক'রে নুয়েছ।

রুই। না—প্রাণপণে খাড়া থাকবার চেষ্টা করেছি। পথ আগলে দাঁড়িয়েছি।

কমলা। কেন?

রুই। নইলে এখনি তোর ছেলের প্রাণ যেতো। তোর ছেলে আম্বেরিয়ায় যাবার জন্যে ঝুঁকেছিল। কিন্তু গেলেই তারা ওকে কেটে ফেলতো। রাজার বড় সরদার এইমাত্র তোর ছেলেকে শাসিয়ে চ'লে গেছে।

দেব। মা, আমার পরিচয়?

কমলা। বুঝতে পেরেছি। বারাহা লাঙ্গাই ছাড়া অন্য কাউকেও তারা উৎসবে যোগ দিতে দেবে না।

রুই। যোগ দিতে দেবে! গেলেই কেটে ফেলবে।

দেব। বল্, আমার কি পরিচয়। তারা তনোট ধ্বংসের উৎসব ক'রবে। পরিচয় না দিতে পা'রলে আমাকে সেখানে যেতে দেবে না।

কমলা। পরিচয়—কি দেব! তোমার অবস্থা দেখে আমার চক্ষু জ'লে ভরে আসছে।

দেব। মায়াকান্না রাখ,—পরিচয় দে।

কমলা। হতভাগ্য! পরিচয় শোনবার যোগ্য হ'লে কি তোমাকে পরিচয় না শুনিয়ে রাখতুম।

দেব। কেন—অযোগ্য কিসে? নেশা করি বলে? কিছু ক'রবার নেই ব'লে নেশা করি।

কমলা। পরিচয়!—মুলতানের পথের ধূলার মধ্যে তোর পরিচয় লুকান আছে। তনোট কেল্লার ভগ্ন স্তূপে তোর পরিচয় চাপা প'ড়েছে। পারিস্, অনুসন্ধান ক'রে নিয়ে আয়,—এনে আমাকে উপহার দে। না পারিস্,—তবুও আসিস্। আমি প্রজ্বলিত চিতানলে প্রবেশ ক'রে, অগ্নিশিখায় তোর পরিচয়কে ভাসিয়ে তুলে, তোকে দেখিয়ে দিয়ে চ'লে যাব।

[দেবরায়ের প্রস্থান।

দেব। বেশ।

রুই। কি ক'রলিরে বেটী?

কমলা। ঠিক ক'রেছি, তুই চ'লে আয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগরপ্রাকার-সন্নিহিত প্রথ।

নাগরিকাগণ

গীত।

আহেরিয়া আহেরিয়া, উৎসবে নাচে হিয়া
বনে রণে বীর যায়।
পথের ধূলা তুলে, আকাশে দিল ছেয়ে,
বাজী রাজী পায় পায়।

আন হেম ঝারা, আন পূত বারি,
ফুল দুর্ব্বার রাশি।
শক্তি মিলেছে ভক্তির সাথে
মুক্তির পাশাপাশি।
দেবলোক হ'তে আশীষ ঝরিবে
ধরার হিয়ায় অমিয়া ভরিবে
মিশে যাবে অমরায়।
বীরাঙ্গনা মোরা বীর শুধু তারা—
আমাদের সাধনায়—আমাদের সাধনায়॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

(কেতু ও রেবার প্রবেশ)

কেতু। দেখ দেখি রেবা, স্তূপের ওপর থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি না।

রেবা। তুমিই একবার উঠে দেখ না সই!

কেতু। একটু পরে—আগে সব লোকগুলো ফটক পার হ'য়ে চ'লে যাক্।

রেবা। ওরা ত সব চ'ল্‌লো – আর কি এ মুখে ফির্‌বে?

কেতু। এখনও রাজা যান নি।

রেবা। মহারাজ যে সকলের আগে চ'লে গেছেন!

কেতু। না। তিনি লাল-কেল্লায় সাঁজোয়া প'র্‌তে গেছেন।

রেবা। সাঁজোয়া প'র্‌তে অত দূরে কেন গেলেন? প্রাসাদে ত তাঁর অনেক ভাল ভাল সাঁজোয়া র'য়েছে।

কেতু। তার কারণ আছে।

রেবা। কি কারণ সই?

কেতু। আরে মর্, আগে যা ক'র্‌তে ব'ল্‌লুম, তাই কর্।

(রেবা স্তূপের উপর উঠিল ও চারিধারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)

কি দেখ্‌ছিস্‌?

(রেবা তথাপি দেখিতে লাগিল -- উত্তর দিল না।)

কি দেখ্‌ছিস্‌?

রেবা। সহরের পাশে এত বড় কেল্লা আছে, আগে ত দেখিনি।

কেতু। কেল্লা ছিল— এখন আর নেই।

রেবা। রয়েছে দিব্যি দেখ্‌তে পাচ্ছি—নেই ব'লছ কি!

কেতু। ঠিক জানি, তাই বল্‌ছি। ওর কথা পরে ব'ল্‌ব তখন। এখন যা দেখ্‌তে ব'ল্‌লুম্‌, দেখ্‌। (নেপথ্যে কোলাহল) দেখ্‌ দেখ্‌ বুঝি খেলা আরম্ভ হ'ল।

রেবা। না, আরম্ভ হয় নি।

কেতু। ঠিক দেখতে পাচ্ছিস্‌?

রেবা। ঠিক। সকলে যে যার হাতিয়ার নিয়ে রাজার অপেক্ষা ক'র্‌ছে। তোমার তাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কেতু। রোস্‌ ভাই, আগে আমার হোক্‌।

রেবা। হ'য়েছে, আবার হবে কি। শুধু হাতে সুতো বাঁধা বাকী। তোমার না হ'লে, পায়ে হেঁটে, কাউকেও না ব'লে, রাণীকে পর্য্যন্ত লুকিয়ে এতদূরে আসতে পা'রতে?

কেতু। সে জন্য আসিনি।

রেবা। কেমন ক'রে বুঝবো।

কেতু। একটু পরেই বুঝতে পারবি। আজ আহেরিয়া উৎসব। মৃগয়ায় বীরত্ব দেখাবার জন্য আজ সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাই সমবেত হয়েছে। সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাই তোর ও আমার পিতৃকুল।—তার মধ্যে কেবল মাত্র একজন রাঠোর। আমি দেখতে এসেছি, এই সমস্ত বীর রাজ

পুত্রের ভিতরে এক রাঠোর নিজ বীরত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে কিনা। যদি পারে, তবেই তাকে আমার ব'লতে পারি, নইলে নয়।

রেবা। বল কি!

কেতু। এই যে ব'ললুম।

রেবা। তোমার বাপ্ যে রাঠোর রাজের কাছে নারিকেল পাঠিয়ে তোমাকে দান ক'রবার জন্য তার পুত্রকে আবাহন ক'রে এনেছেন!

কেতু। আমাকে দান যোগ্য মনে ক'রে রাঠোর কুমারকে দেবার জন্য তাকে আবাহন ক'রে আনতে পারেন, কিন্তু আমি রাজপুতনী। আমার হৃদয় ব'লেত একটা দান যোগ্য বস্তু আছে! সেটা রাঠোরের নয়, চোহানের নয়,—যে আমার মনোমত বীর—তার। আমি রাঠোর পত্নী হওয়ার চেয়ে বীরপত্নী হওয়াই অধিক গৌরব মনে করি।

রেবা। তা'হলে কি দেখ্‌তে এলে? এখানে রাঠোর কুমারের বীরত্বের নিদর্শন কি দেখ্‌বে? আহেরিয়া উৎসবের যা কিছু সব শীকারের সময়—জঙ্গলে। এখানে তারা কেবল সেজে গুজে দাঁড়িয়েছে। এখানে কারও বীরত্ব দেখবার কি আছে?

কেতু। আছে। গড়ের মাঠেই বীরত্বের প্রথম পরীক্ষা। রাজা, রাজকুমার—সকলেই আজ এক সঙ্গে ঘোড়া ছুটুবে। তাদের মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে গড়খাই পার হ'তে পারবে, সেই হবে দলপতি। এই উৎসব ব্যাপারে সকলকেই তার হুকুম নিয়ে চল্‌তে হ'বে। সে বনে যাকে যা শীকার ক'রতে ব'লবে, তাকে তাই শীকার ক'রতে হবে। তার নিজের ইচ্ছামত শীকার করা চ'লবে না।

রেবা। বুঝেছি বনে নানা জন্তু আছে। সকলেই যে সিংহ শীকার ক'রতে ছুটুবে,—

কেতু। সেটী হবে না। দলপতি হয়ত কাউকে শশক শীকার ক'র্‌তে হুকুম দেবে। তাকে সেই শশক শীকার ক'রেই সন্তুষ্ট হ'তে হবে।

রেবা। অথচ তার সুমুখে হয়ত একটা প্রকাণ্ড বরা' এসে প'ড়ল,—অন্যের জন্য তাকে সেই বরা'র পথ ছেড়ে দিতে হবে ?

কেতু। তখনই।

রেবা। সে অপমান বোধ ক'রবে না ?

কেতু। ক'রবে না এমন কথা কেমন ক'রে বলব।

রেবা। রাজপুতের ছেলে এ অপমান চুপ ক'রে সয়ে যাবে ?

কেতু। না পারে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

রেবা। তাহ'লে একে আহেরিয়া উৎসব ব'লছ কেন—এ এক রকম টীকা-ডোর উৎসব বল। রাঠোর যুদ্ধে তোমাকে জয় ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন।

কেতু। এক রকম তাই বইকি। ঘটনাক্রমে আমার বিবাহের পূর্ব্বদিনেই এই আহেরিয়ার উৎসব পড়েছে। এই জন্যই পিতা বর্ম্ম প'রতে গেছেন।

রেবা। মহারাজাও ঘোড় দৌড়ে থাকবেন ?

কেতু। থাকবেন ব'লে থাকবেন। তাঁরই এতে উৎসাহ বেশী।

রেবা। তাহ'লে যে খেলাটা ভাল ক'রে দেখতে হ'ল।

কেতু। এখন বুঝতে পারলি, কেন এত আগ্রহের সঙ্গে আমি এ খেলা দেখতে এসেছি।

রেবা। তা হ'লে আর নীচে দাঁড়িয়ে কেন, উপরে উঠে এস। দামামা বেজে উঠলো। রাজা সাঁজোয়া প'রে বোধ হয় মাঠে যাচ্ছেন।

কেতু। (স্তূপের উপর উঠিয়া) লাল কেল্লায় দামামা—রাজা এখনও বার হন নি। তবে বিলম্ব নেই।

রেবা। সহরের সমস্ত লোকই মাঠে জড় হয়েছে। একমাত্র রাজাই বাকী।

কেতু। এ জায়গা থেকে ত দেখবার সুবিধা হবে না! অসংখ্য লোকের মাথা আমাদের দেখবার পথ রোধ ক'রছে। চল্, ঐ ভাঙ্গা কেল্লার উপরে উঠে দেখি।

রেবা। কেন আমি ত বেশ দেখতে পাচ্ছি।

কেতু। গড়খাই ত ভাল দেখা যাচ্ছে না।

রেবা। তুমি কি শেষ পর্য্যন্ত দেখতে চাও না কি।

কেতু। তবে কি দেখতে এলুম? ঘোড়ায়চড়া রাজপুত কি কখন চক্ষে দেখিনি।

রেবা। তা হ'লে আর দেরি ক'র না—এখনই চল। রাজা এলেই খেলা আরম্ভ হবে।

কেতু। একটু দাঁড়া।

রেবা। বরকে একবার দেখতে না কি?

(দেবরায়ের প্রবেশ ও রেবার প্রতি ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপ)

রেবা। তাইত সই! তোমার বরটীকে যে আর দেখতে পাচ্ছিনা! উঃ!

কেতু। কি হ'ল?

রেবা। কে আমাকে ঢিল মারলে? আরে মর, কে তুই?

দেব। ওখান থেকে নেমে আয়।

কেতু। কে ও?

রেবা। বুঝতে পা'রছিনা, তুমি এই দিক দিয়ে নেমে যাও।

কেতু। কেন? কার ভয়ে?

রেবা। বীর পুরুষের মধ্যে একজনও সহরে নেই—সব মাঠে। লোকটাকে বুঝতে পা'রছি না।

কেতু। কিছু ভয় নেই—তুমি পরিচয় জিজ্ঞাসা কর।

দেব। নেমে আয়।

রেবা। কেন ?

দেব। আমি ঢিপির ওপর উঠবো।

রেবা। তোর হুকুমে নামতে হবে ?

দেব। হুকুমে না হয়, ঠেলায়। নেবে না এলে, এক ঠেলা দিয়ে তোকে ওপর থেকে ফেলে দেব।

(কেতুকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দর্শনে তাহার পানে চাহিল)

রেবা। দেখছ কি, নেমে যাও—একেবারে মাঠের দিকে চলে যাও—পথ লোকশূন্য। দেখছ না, তোমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

দেব। না, না—তুমি নেমোনা। দেখছ,—দেখছ ? দেখ !

রেবা। কথা শুনছ না কেন ? তোমাকে যেন দৃষ্টিতে গ্রাস ক'রছে।

কেতু। দাঁড়া দাঁড়া—ব্যস্ত হ'সনি। ওর অভিপ্রায়টা কি, একবার বুঝে নে।

রেবা। এমন আনন্দোৎসবের দিনে একটা বিভ্রাট বাধিয়ে ব'সবে !

কেতু। বিভ্রাট কিসে বাধবে ?

রেবা। সুযোগ বুঝে যদি তোমার অপমান করে ?

কেতু। তুই কি রকম রাজপুতনী ? আমাকে এখানে অপমান ক'রতে পারে, এমন বাপের বেটা কেউ আছে ?

রেবা। রাঠোররাজের ভাবী পুত্রবধূর দিকে হাঁ করে একটা তুচ্ছ পুরুষ লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। অপমানের আর বাকীটা কি ?

কেতু। পাগল ! দেখে বুঝতে পা'রছিস্ না ?

রেবা। আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি—তুমি বোঝ।

দৈব। এলি ?

রেবা। কে তুই ?

কেতু। দেখে বোধ হ'চ্ছে—একটা নেশাখোর।

দেব। নেমে আয়—আমি ঢিপির ওপর উঠবো।

রেবা। এখানে উঠে কি ক'র্‌বি ?

দেব। ওই মাঠে কি হ'চ্ছে তাই দেখব।

কেতু। তোমার হাতে কি ?

দেব। নেশা।

রেবা। তাইত—এ কি বিপদ! কি নেশা ?

দেব। আফিম।

কেতু। নেশা কি এই খানে বসেই চ'লবে ?

দেব। কে তুমি ?

কেতু। যা ব'ল্‌ছ ব'লে যাও না। কে কি এখন জানবার দরকার কি ?

দেব। এখানে চ'লবে কিনা, আগে মাঠে কি হ'চ্ছে—না দেখে ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না।

কেতু। যাও অন্য কোন যায়গায় গিয়ে দেখগে যাও।

দেব। না, তোমার পাশে ব'সে দেখব।

কেতু। কি ব'ল্‌লি পশু!

দেব। পশু নই—মানুষ। পুরুষ মানুষে এ কথা ব'ল্‌লে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌তুম।

কেতু। স্ত্রীলোক ব'লে বুঝি মাপ ক'র্‌লে ?

দেব। তোমাকে ফেলে দিতে পা'র্‌ব না। তুমি বেশ দেখ্‌তে—বেশ দেখ্‌তে!

রেবা। ঠিক হ'য়েছে। অহঙ্কৃতা রাজপুতনী! তোমার দর্প চূর্ণ ক'র্‌বার যোগ্য

লোক এসেছে। বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও যখন আমার কথা রাখ্‌লে না, তখন তোমার ঠিক শাস্তি হ'য়েছে।

কেতু। তাইত রেবা, অন্যায়ইত ক'র্‌লুম বটে! এখন কর্ত্তব্য!

রেবা। এই দিক দিয়ে নেমে একটু দ্রুত চ'লে যাই চল। রাজপথে প'ড়লে আর ভয় নেই।

কেতু। রাজপথেও ত আর কেউ নেই। ও-ত নেশাখোর—হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য।

দেব। কি? উঠবো?

রেবা। শুনছ?

কেতু। তাইত! কি ক'র্‌ব, বুঝে উঠতে পা'র্‌ছি না যে!

(নেপথ্যে—দামামা-ধ্বনি)

দেব। আমি আর দেরি ক'র্‌তে পারিনা, উঠি।

কেতু। বেশ, আমরাই চ'লে যাচ্ছি।

দেব। না, না, না—তুমিও থাকবে—আমিও থাকবো।

রেবা। বুঝছ কি, এ দুরাত্মাকে প্রতারিত করা ভিন্ন উদ্ধারের অন্য উপায় নেই।

কেতু। কেমন ক'রে প্রতারিত ক'র্‌ব?

রেবা। সে আমি ক'র্‌ছি। তুমি কেবল বাক্যে বাধা দিও না।

কেতু। রাজকুমারীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌। যেমন করে পারিস্‌ রক্ষা কর। নিজের সহরে নিজের প্রজার মধ্যে আমার মর্য্যাদা নাশের আশঙ্কা স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে কখন উদয় হয়নি। তাই আমি নিঃসঙ্কোচে তোকে মাত্র সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছি। এখন দেখছি, এসে বড়ই গর্হিত কাজ ক'রেছি। যেমন ক'রে পারিস্, আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর।

রেবা। তুমি কি রাজপুত?

দেব। বোধ হয়। চামারের বাড়ী থাকি, চামারের বাড়ী খাই। কিন্তু তারা আমার খাবার জিনিষ ছুঁতে পারে না।

রেবা। তা'হ'লে তুমি রাজপুত। তোমার কে আছে?

দেব। একমাত্র মা আছে।

রেবা। তোমার বিবাহ হয়েছে?

দেব। না।

রেবা। বিবাহ ক'রতে ইচ্ছা আছে।

দেব। (কেতুর পানে চাহিয়া) না।

রেবা। না নয়, আমি বুঝতে পারছি, আছে। তবে দরিদ্র ব'লে বিবাহ ক'রতে তোমার সাহস নেই।

দেব। তুমি ঠিক্ বুঝেছ।

রেবা। আর এটাও বুঝেছি, আমার এই সখীকে তুমি দেখবামাত্র ভাল-বেসে ফেলেছ।

দেব। ওঃ! তোমার ভারী বুদ্ধি! তোমার ওপর যে রাগ হয়েছিল, তা এক কথাতেই একেবারে নিবে গেল।

রেবা। আমার ওপর রাগ হয়েছিল কেন?

দেব। 'তুই' বলেছিলে বলে।

রেবা। তুমি যে রাজপুত, তা বুঝতে পারিনি—মাফ কর।

দেব। মাফ!

রেবা। তার পর শোন। তুমি যাকে দেখেই ভালবেসে ফেলেছ, তার এক জনের সঙ্গে আগেই বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে।

দেব। বটে!

রেবা। তিনি মারোয়ারের রাজপুত্র।

দেব। রাজপুত্র!

রেবা। রাজপুত্র—রাঠোর!—যদি সখীকে পেতে চাও, তা'হ'লে যে সেই রাজপুত্রকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত ক'রতে হয়, কি বল?

দেব। তোমার সখী কি রাজকন্যা?

রেবা। যোগ্যতা না দেখিয়ে পরিচয় জানতে চাও, তুমি কি রকম রাজপুত?

দেব। আমি রাজপুত্রের কাছে উপস্থিত হ'তে পা'রবো কেন?

রেবা। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

দেব। কবে দেবে?

রেবা। আজ—এখনি। নাও, এইবারে উপরে এস। আমি তোমাকে সেই রাজপুত্রকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

(দেবরায়ের স্তূপারোহণের চেষ্টা)।

কেতু। বা! রেবা--বা!

রেবা। কিহে রাজপুত, উঠতে দেরি ক'রছ কেন? লড়াইয়ের কথা শুনেই অঙ্গ অবশ হয়ে গেল নাকি?

দেব। র'স, হাতে আমার অমূল্য ধন। এতদিন এর সাহায্যেই সুখদুঃখ নেশায় ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম, এটাকে আগে ঠিক ক'রে নি—(উঠিয়া) কই মারোয়ারের রাজপুত্র?

রেবা। ওই, শাদা ঘোড়ার আশোয়ার।

দেব। তবেইত গোল হ'ল, আমার ত ঘোড়া নেই!

রেবা। বেশ, ঘোড়া আনিয়ে দিচ্ছি।

দেব। তাহ'লে আর দেরি ক'রনা।

রেবা। এখনি চ'ললুম, আর দেরি কি?

দেব। তুমি একবার দাঁড়াও।

কেতু। কেন?

দেব। আমি তোমাকে আর একটু দেখি। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথা—আবার দেখ্‌তে পাব কিনা তার ঠিক কি? (দেখিতে লাগিল) ঘোড়া—ঘোড়া!

কেতু। তা'হ'লে এখন আসতে পারি?

দেব। ঘোড়া ঘোড়া—জলদি একটা ঘোড়া—

রেবা। এই যে এখনি আন্‌তে চ'লেছি। নেমে এস—নেমে এস—

(উভয়ের অবতরণ)

কেমন প্রতারিত ক'র্‌লুম রাজকুমারী?

কেতু। খাঁটী রাজপুতকে প্রতারণা! ঘোড়া এনে দে।

রেবা। আনতে হয় সে তুমি আন—আমি আমার কাজ ক'রেছি। তোমাকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছি। এখন আমি দুর্ব্বৃত্তের শাস্তির ব্যবস্থা ক'র্‌তে চ'ল্‌লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া গরধনের প্রবেশ)

গর্। ভাই! তোমার কাছে একটু আফিম্ আছে? (হাইতোলা)

দেব। খুব আছে।

গর। আমাকে একটু দিতে পার? (হাই তোলা)

দেব। খুব পারি।

গর্। পার—পার? শীগ্‌গির দাও ভাই, জল্‌দি দাও—আমি মরি। (হাই তোলা)

দেব। উঠে এস বন্ধু, উঠে এস। ইঃ তোমার বড় খোঁয়ারি!

গর্। (উঠিয়া) কই ভাই—কই?

দেব। এই নাও।

গর। আ! বাঁচালে। এক দিন এক রাত পেটে আফিম্ পড়েনি। সারা সহর ঘুরে এক ফোঁটা আফিম্ পাই নি। সহরের দোকানপাট বন্ধ। কিনে রাখলে, ভাই কিনে রাখলে।

দেব। ফেরাতে হবেনা—সব নাও।

গর্। সব্?

দেব। সব নাও। আমি ও নেশার প্রয়োজন চিরকালের মত শেষ ক'রেছি। আজ এক নূতন নেশার সন্ধান পেয়েছি; এখন তারই অন্বেষণে চ'লেছি।

গর্। বল কি! তাহ'লে যে জন্মের মত কিনে রাখলে! এখানে ব'সে কেন ভাই!

দেব। একটি ঘোড়ার জন্য ব'সে আছি।

গর্। ঘোড়া? আমি দেব।

দেব। বল কি?

গর্। উৎকৃষ্ট খোরাসানী—তুলনা নেই—তুলনা নেই। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

দেব। তুমিও আমার প্রাণ বাঁচালে। বন্ধু—বন্ধু—ঘোড়া দাও।

গর্। এস বন্ধু—এস। ঘোড়া দেব, খোরাসানী—তুলনা নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

দেবিদাস ও সুজন।

সুজন। ব'লেন কি! ভট্টিরাজ-পুত্র চর্ম্মকার পল্লীতে!

দেবি। পল্লী কেন—চামারের ঘরে। তার মাকে আর তাকে আমি চামারের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলুম।

সুজন। তনুরায়-মহিষীও চর্ম্মকার গৃহে!

দেবি। নিশ্চয়। অথচ সে পল্লীর অদূরে তাঁর পিতা বুটারাজ সুচেত সিংহের বিশাল প্রাসাদ।

সুজন। এ যে বিচিত্র কথা গুরু?

দেবি। যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার বিচিত্র। বারাহা-লাঙ্গাই ভট্টিজাতির চির শত্রু। ভট্টিনায়ক তনুরায় স্বনাম-প্রসিদ্ধ বীর। তিনি বাহুবলে সমস্ত পঞ্চনদ অধিকার ক'রেছিলেন। সেই জন্য তাঁকে বহু ক্ষত্রিয়বংশ উচ্ছেদ ক'র্‌তে হয়েছিল। বহুজাতি স্বাধীনতা হারিয়ে তাঁর মর্ম্মান্তিক শত্রু হয়েছিল। মুলরাজ তাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। মুলরাজ প্রকাশ্য শত্রুতায় কোনও রকমে তনুরায়কে পরাস্ত ক'র্‌তে না পেরে, কৌশলে তাকে বিনাশ ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প হয়। বুটারাজ মুলরাজের সামন্ত ও সখা। তার কমলাবতী নামে পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। ছিল বলছি কেন—মা আমার এখনও বেঁচে আছেন। উদ্বেগ, অবসাদ, ভীম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও মায়ের মুখের লাবণ্য আজও পর্য্যন্ত হীন-জনালয়ে কমলার রূপবিভূতি বিকীর্ণ ক'র্‌ছে। যাক, তার পর যা ব'ল্‌ছিলুম, তা শোন। সমস্ত বারাহা লাঙ্গাই তনুরায়কে প্রতারণায় বিনাশ

ক'র্‌বার সঙ্কল্প ক'র্‌লে। স্থির হ'ল—কমলাবতীর পাণিগ্রহণ ক'র্‌তে তন্নুরায়কে বুটারাজ্যে নিমন্ত্রণ করা হ'ক। তন্নুরায় এ নিমন্ত্রণ রাখতে যেমন বুটারাজ্যে আসবে, অমনি পথের মাঝে তাকে গোপনে আক্রমণ ক'রে মেরে ফেলা হবে। তন্নুরায়কে নারিকেল পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রা হল। তন্নুরায় এলো। কিন্তু আসবার পথে কোনও বারাহা তাকে আক্রমণ ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌লে না।

সুজন। কেন ক'র্‌লে না গুরু? রাজা কি সসৈন্যে বিবাহ নিমন্ত্রণ রক্ষা-ক'র্‌তে এসেছিলেন?

দেবি। না। একশত মাত্র সহচর। কিন্তু তাদের অধিনায়ক ছিলেন রাজার পিতৃব্য। তার নামেই সমস্ত বারাহাজাতি কেঁপে উঠতো। সুতরাং বিবাহ-সভায় রাজার গতিরোধ হ'লনা। অগত্যা বুটারাজকে তন্নুরায়ের হস্তে কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌তে হ'ল।

সুজন। তাঁর নাম কি ঈশ্বরীরাও?

দেবি। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

সুজন। গড়ের মাঠে সহসা কোথা থেকে এক অশ্বারোহীর আবির্ভাব হয়েছে, তার কথা নিয়ে ঈশ্বরীরাওয়ের কথা উঠেছে। লোকে তার অশ্বচালন কৌশল দেখে ব'ল্‌ছে, ঈশ্বরীরাও আবার ফিরে এসেছে।

দেবি। বল কি? তুমি তাকে দেখেছ?

সুজন। না গুরু। লোকে ব'ল্‌ছে, আমি শুনে এলুম।

দেবি। আমাকে যে দেখ্‌তে হ'ল!

সুজন। তারপর কি হল?

দেবি। তার পর বিষম দুঃখের কাহিনী—আর তোমাকে কি শোনাব সুজন?

সুজন। বুটারাজ জামাতাকে হত্যা ক'র্‌লে?

দেবি। ঠিক বুটারাজ, একথা ব'ল্‌তে পারিনি। তবে বারাহা লাঙ্গাই উভয় জাতিই এ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। বিবাহান্তে তনুরায় কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে শ্বশুর-গৃহে অবস্থান করেন। তারপর এই অমাবস্যায় আহেরিয়ার উৎসব। তনুরায় রাণী কমলাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বারাহার নিমন্ত্রণে মৃগয়া ক'র্‌তে গিয়েছিলেন। এমন সময় বনমধ্যে মূলরাজ প্রায় সহস্র সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। শরীর রক্ষীর মধ্যে একমাত্র পিতৃব্য ঈশ্বরীরাও। তনুরায় মৃত্যু আসন্ন বুঝে পিতৃব্যের উপর রাণীর রক্ষার ভার অর্পণ করেন; এবং নিজে বারাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়। বারাহারা রাণীকেও বন্দিনী ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল। কিন্তু পারে নি।

সুজন। বুঝতে পেরেছি। ঈশ্বরীরাওয়ের তুল্য অশ্বারোহী তখন এদেশে কেউ ছিল না।

দেবি। বহু বারাহা, এমন কি স্বয়ং মূলরাজ ঈশ্বরীরাওয়ের অনুসরণ ক'রেছিল। কিন্তু ধ'র্‌তে পারেনি। কেন অনুসরণ ক'রেছিল,—বুঝেছ?

সুজন। রাণীর গর্ভে সন্তানের আশঙ্কায়।

দেবি। তাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। রাণীর গর্ভে যদি সন্তান থাকে,তাকে বাঁচাবার অন্য উপায় না পেয়ে, ঈশ্বরীরাও তাঁকে চর্ম্মকার-গৃহে লুকিয়ে রাখেন। সেই খানেই দশমাস পরে ভট্টিরাজ বংশধর ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সে আজ বিশ বৎসর। বিশবৎসর ব্রতধারিণী রাণী সন্তানকে নিয়ে সেই হীন গৃহে অবস্থান ক'রেছেন। আজ বিশবৎসর ধ'রে তাঁর পিতার ঐশ্বর্য্য করযোড়ে তাঁকে নিত্য আবাহন ক'র্‌ছে। রাণী সে আবাহনে ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাঁর পিতা মাতা আত্মীয় কেহই আজও পর্য্যন্ত তাঁর অস্তিত্ব জান্‌তে পারেনি।

সুজন। এটাও বুঝ্‌তে পেরেছি। রাজার অভাবে তনোটতুর্গ সহজেই শত্রু হস্তে পতিত হ'য়েছিল।

দেবি। শুধু রাজা নয়—ঈশ্বরীরাওয়েরও অভাবে। হতভাগ্য রাও রাণীর রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে আর তনোটতুর্গে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌লেনা। রাজাকে হত্যা ক'রেই তারা তনোট আক্রমণ ক'রেছিল। তুই তুইজন নায়কের অভাবে শক্তিহীন হ'লেও তারা সহজে তুর্গ শত্রুহস্তে অর্পণ করে নি। তনোটজয় ক'র্‌তে বারাহাদের এক বৎসর সময় লেগেছিল। যখন জয় হ'ল, তখন তিনটি বীজ ভিন্ন ভট্টিজাতির আর কেহই অবশিষ্ট ছিলনা।

সুজন। তা হ'লে বারাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে ভট্টিজাতির তিনটি বীজ এখনও অবশিষ্ট আছে?

দেবি। প্রথম বীজটির যা অবস্থা দেখ্‌লুম, তাতে ত আমি নিরাশ। সে বীজ অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় প'ড়ে অবয়বে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে। লঘু সঙ্গে তার চরিত্র হীন হ'য়েছে। দেখে অনুমান হ'ল, তা হ'তে আর কোনও কাজ হয় না।

সুজন। বোধ হয় হতভাগ্য তার জন্মরহস্য জানেনা। জানলে সে কখনও এত হীন হ'তে পা'র্‌তনা।

দেবি। তা জানেনা। যতদিন না পুত্র উপযুক্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পুত্রের কাছে বংশ পরিচয় দিতে রাণীকে আমি নিষেধ ক'রেছিলুম; হতভাগ্য পুত্র উপযুক্ত হয়নি ব'লে তিনি আজও পর্য্যন্ত তার কাছে জন্ম-রহস্য প্রকাশ করেননি।

সুজন। তবে হতাশ হ'চ্ছেন কেন প্রভু?

দেবি। হব না?

সুজন। না! পিতৃরাজ্যে আত্মগোপন—সে ত কম সহিষ্ণুতার কথা নয়।

এমন দেবীর গর্ভে প্রেতের আবির্ভাব হ'তে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সিংহশিশু শৃগালের সঙ্গে আজন্ম ঘুরে শৃগালের স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে। এখনও সে প্রতিবিম্বে নিজের মুখ দেখ্‌তে পায়নি। দর্পণ তার জননীর হাতে। সেই মুকুর দেখাবার জন্য জননী শুভমুহূর্ত্তের অবসর খুঁজছেন। তার জন্য আপনি নিশ্চিন্ত হন। এখন আর দুটির সংবাদ বলুন।

দেবি। তার একটির সংবাদ জানি। একটু পরেই তোমাকে শোনাচ্ছি। অপরটির সংবাদ আন্‌তে জগমলকে পাঠিয়েছি। সেটি দূরদেশে তার মায়ের সঙ্গে অবস্থান ক'র্‌ছে।

সুজন। সেটি কে?

দেবি। তার মা ঈশ্বরীরাওয়ের গৃহে ধাত্রীর কার্য্য ক'র্‌ত।

সুজন। অর্থাৎ ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্র যদি জীবিত থা'ক্‌ত, তা হ'লে তিনি তার ধাত্রীমাতা।

দেবি। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি।

সুজন। আর একটি?

দেবি। আর একটি—

সুজন। বলুন। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চুপ ক'র্‌লেন কেন গুরু?

দেবি। সেটির সঙ্গে তোমাকে পরিচিত ক'র্‌বার প্রয়োজন হয়েছে।

সুজন। তাহ'লে বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন? সেটির সঙ্গে পরিচয় ক'র্‌তে আমারও বড় আগ্রহ হয়েছে।

দেবি। সেটি তুমি।

সুজন। আমি!

দেবি। বিচলিত হয়োনা। এইমাত্র শুন্‌লে তুমি ভট্ট।

সুজন। কেন ব্রাহ্মণ, এতদিন তুমি আমাকে পরিচয়হীন রেখেছ?

দেবি। তুমি বুদ্ধিমান্! তুমিই বল।

সুজন। এখনই কি আমি উপযুক্ত হয়েছি? শুনলুম আমি ভট্টি, কিন্তু জ্ঞানতঃ কোনও দিন অস্ত্র হাতে করিনি।

দেবি। যে কারণে তন্তুরায়-পুত্রকে ঈশ্বরীরাও চর্ম্মকার-গৃহে রেখেছিলেন, সেই কারণে আমিও তোমাকে শস্ত্র-শিক্ষা দিইনি।

সুজন। বুঝতে পেরেছি। কোনও প্রকারে আমাকে ভট্টি জান্‌লে বারা-হারা তখনি আমাকে মেরে ফেল্‌ত।

দেবি। ভট্টিজাতিকে নির্ম্মূল ক'র্‌তে বারাহারা রাজস্থানের ঘরে ঘরে প্রবেশ ক'রেছিল। যাকে ভট্টি জেনেছিল, তাকেই তারা মেরে ফেলেছিল। শিশু ব'লে তারা দ্বিধা করেনি। চর্ম্মকার অস্পৃশ্য ব'লে তার গৃহে প্রবেশ করেনি। আর দেবীমন্দির ব্রাহ্মণের আগার ব'লে এখানে প্রবেশ ক'র্‌তে সাহস করেনি।

সুজন। কিন্তু তাদের প্রবেশ করাই আমার পক্ষে মঙ্গল ছিল।

দেবি। জীবনে আক্ষেপ হ'চ্ছে?

সুজন। ভট্টির সন্তান অস্ত্র ধ'র্‌তে জানিনা।

দেবি। শস্ত্র-শিক্ষা দিতে পারিনি, কিন্তু যথাশক্তি শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি। ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি। যে কোনও ইচ্ছা বীজ বপন ক'র্‌লে তাতে বৃক্ষ হতে বিলম্ব হবেনা! সুজন সিংহ, আক্ষেপ করা ভট্টির ধর্ম্ম নয়।

(জগমলের প্রবেশ)

সুজন। বেশ আমার পূর্ণ পরিচয়?

জগ। একি ঠাকুর মহারাজ, আবার ঈশ্বরীরাওকি ফিরে এলো?

দেবি। তুমি যে জন্যে গেলে, তার কি ক'র্‌লে?

জগ। আমার পৌঁছুবার পূর্ব্ব দিনেই সে তার মাকে আর একটি ঘোড়াকে নিয়ে অন্য কোথা চ'লে গেছে।

দেবি। সন্ধান পেলে না?

জগ। এই দিকেই আসবার সম্ভাবনা বুঝে সন্ধান ক'রতে ক'রতে এলুম। সন্ধান পেলুম না। আস্তে আস্তে দেখি বারাহারা তনোটধ্বংসের উৎসব ক'রছে। অসংখ্য লোক প্রান্তরে জড় হয়েছে। সেখানে শুনলুম, কে একজন কোথা থেকে এসে সমস্ত সওয়ারকে অশ্বারোহণে পরাস্ত ক'রেছে। লোকে বলাবলি ক'রছে, ঈশ্বরীরাও ম'রে ফিরে এসেছে।

সুজন। তার নাম জান কি জগমল?

জগ। গরধন দাস।

দেবি। সুজন সিংহ! জীবনে যখন আক্ষেপ এসেছে, তখন ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মও তোমাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পূর্ণপরিচয় জানবার তুমি এখন অধিকারী নও। পূর্ণপরিচয়ের যোগ্যতা অর্জ্জন কর। সময়ান্তরে সমস্তই তুমি অবগত হবে। আমি তোমাকে শৈশব হ'তে শিক্ষার ছল ক'রে আলোকময়ীর মন্দিরে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিলুম। আজ তুমি মুক্ত। যাও ভট্টিবীর, মাতৃচরণে দত্ত অঞ্জলি মস্তকে ধারণ ক'রে সংসারে প্রথম পাদক্ষেপ কর।

সুজন। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

জগ। একি হল প্রভু!

দেবি। অন্তরে সমস্ত ক্ষত্রিয় শক্তি নিরুদ্ধ রেখে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন ক'রে যে পাপ সঞ্চয় ক'রেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রলুম।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দিরের বারান্দা।

সুজন।

সুজন। একি আলোক, না মেঘাচ্ছন্ন তামসী রাত্রিতে বিটপিসঙ্কুল ঘোরারণ্যের বিকট জটিল অন্ধকার! গুরু! হাতে দীপ দিলে কিন্তু তাতে আমার চক্ষে অরণ্যের অন্ধকার শতগুণে বেড়ে গেল। অথচ এ দীপ পরিত্যাগ ক'রতে আর আমার হৃদয়ে বল নাই। মমতায় —দারুণ মমতায়—গন্তব্য স্থান দেখতে পাব, এই আশায় একে ধরে রা'খলুম। আশা—ভবানী! একদিন তুমি এই দীপ নিজে ধ'রবে। একদিন না একদিন আমার গন্তব্য স্থানকে আলোক-সাগরে ভাসিয়ে তুলবে।

(রেবার প্রবেশ)

রেবা। আপনিই কি আর্য্যামাতার পুরোহিত?

সুজন। না।

রেবা। পুরোহিত কোথায়?

সুজন। একটু আগে এখানে ছিলেন। কোথায় গেলেন তা জানি না।

রেবা। তবেই ত মুস্কিলের কথা হ'ল! জানেন না?

সুজন। এই যে ব'ললুম। (প্রস্থানোদ্যত)

রেবা। (চিন্তিতভাবে) যাবেন না।

সুজন। আমাকে এক প্রয়োজনে যেতে হ'চ্ছে।

রেবা। তা হ'ক একবার দাঁড়ান।

সুজন। আমার মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রবার অবসর নেই।

রেবা। একটা কথা ব'লব—যাবেন না, যাবেন না। (হস্তধারণ) একটা কথা,—আধ মুহূর্ত্ত।

সুজন। কি ব'লবে বল।

রেবা। জানা নেই শোনা নেই—আপনার হাত ধ'র্‌লুম।

সুজন। বেশ ক'রেছ এখন বক্তব্য বল।

রেবা। বেশ ক'রেছি—কখনই না। আমার আত্মীয়স্বজন জা'নতে পা'রলে আমাকে মাথা হেঁট ক'রতে হবে। বাবা জা'নলে, মুখ আর তুলতেই পা'রব না।

সুজন। কেউ জা'নবে না।

রেবা। এ সব জেনেও আমাকে আপনার হাত ধ'রতে হ'ল। এতে কি বিপদে প'ড়েছি বুঝুন।

সুজন। বিপদ ত আপনার কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বিপদ আমার।

রেবা। আপনি ত পুরুষ মানুষ।

সুজন। অবশ্য পুরুষ বই কি!

রেবা। পুরুষ বিপদের কথা স্ত্রী জাতির সম্মুখে উপস্থিত করে! বেশ আমি আপনার কাছে বিপদের কথা বলি, আপনি শুনুন। রাজা সমস্ত বারাঙ্গনার সঙ্গে নিয়ে আহেরিয়ার উৎসব ক'রতে চ'লে গেছেন। নগরের সমস্ত লোক উৎসব দেখতে নগর-প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। যাকে পুরুষ ব'ল্‌তে পারা যায়, এমন একটি লোকও সহরে নেই। আছে অতি বৃদ্ধ, আর অতি বালক। সহরের এই রকম অবস্থা বুঝে কোথা থেকে এক নেশাখোর দুর্ব্বৃত্ত রাজকুমারী কেতুর অপমান ক'রেছে। শুধু যে অপমান ক'রেছে, তা নয়। অপমান ক'রে নির্ভয়ে নগরের মধ্যেই সে ব'সে আছে। রাণী, কন্যার এই কথা শুনে

বিষম ক্রুদ্ধা হয়ে, আমাকে পুরোহিতের কাছে পাঠিয়েছেন। কেননা দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দিতে পারে, এমন পুরুষের মধ্যে একমাত্র পুরোহিতই নগরে অবশিষ্ট। পুরোহিতকে দেখতে পাচ্ছিনা। তিনি কোথায় গেছেন, আপনি জানেন না। পুরোহিতকে খুঁজতে এসে আপনাকে পেয়েছি। যদি পুরুষের অভিমান আপনাতে থাকে, তা হ'লে এখনি সেই দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দেবেন চলুন।

সুজন। সে কোথায় আছে, আমি কেমন ক'রে জা'নবো?

রেবা। সে ভাবনা আপনার কেন। আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুজন। তার পর—অস্ত্র?

রেবা। ও হরি! তোমার অস্ত্র নেই? তুমি কি?

সুজন। আমি ব্রহ্মচারী।

রেবা। ব্রহ্মচারী! সে আবার কি! ব্রহ্মচারীকে কি অস্ত্র ধ'রতে নেই?

সুজন। আজও পর্য্যন্ত ধরিনি।

রেবা। তবে তুমি পুরুষ ব'ল্‌লে যে! তুমি পুরুষ নও। স্ত্রীও নও। এই দেখ আমি স্ত্রীলোক, তবু আমি আত্মরক্ষার অস্ত্র সঙ্গে এনেছি। (অস্ত্র বহিষ্করণ)

সুজন। বেশ, ওই অস্ত্র আমাকে দাও। আমি নামের কলঙ্ক মোচন করি।

রেবা। এ অস্ত্র দেবো কেন? অন্ত কোথা থেকে অস্ত্র নাও।

সুজন। কোথা পাব?

রেবা। রাজপুতের দেবী, তাঁর মন্দিরে অস্ত্র নেই?

সুজন। দেবীর হাতে অস্ত্র আছে।

রেবা। তাই নাও।

সুজন। তা হ'লে তুমিই নিয়ে দাও।

রেবা। দোর যে বন্ধ।

সুজন। আমি খুলে দিচ্ছি (দ্বার মোচন)।

(রেবা দেবীর হস্ত হইতে অস্ত্র লইতে চলিল। চলিতে চলিতে দাঁড়াইল, দেবীকে কিয়ৎক্ষণ দেখিল। তার পর অস্ত্র গ্রহণ করিল। সুজনের হস্তে দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

সুজন। (হস্ত প্রসারিত করিয়া) দাও।

রেবা। তুমি আমার অস্ত্র নাও।

সুজন। না—ওই অস্ত্র। কেঁপোনা বালা, কেঁপোনা। ওই অস্ত্র। তুমি পুরুষ, আমি স্ত্রী। তাইবা কেন, আমি তারও অধম। ওই অস্ত্রে আমি কলঙ্ক মোচন ক'র্‌ব।

রেবা। (কম্পিত হস্তে অস্ত্র প্রদান করিয়া) আমি বুঝতে পারিনি।

সুজন। তুমি ঠিক বুঝেছ,—নাও এগিয়ে চল।

রেবা। ব্রহ্মচারী!

সুজন। না আমি অস্ত্রধারী রাজপুত। এগিয়ে চল। (রেবা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; সুজন তাহার হাত ধরিল।) কোথায় যেতে হবে, দেখিয়ে দেবে চল। শোন বালিকা, আমি শুধু পুরুষ নই, শুধু রাজপুত নই, আমি ভট্টি।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কে ভট্টি ব'ল্‌লে?

সুজন। কে মা আপনি?

কমলা। মা ব'লছ বল। এক হতভাগ্যের মাতৃ-সম্বোধনে আমার তৃপ্তি

নাই। বল—মা বল। আর একবার বল - আমি তোমার মাতৃ-সম্বোধনে জীবন ধন্য জ্ঞান করি। যদি পূর্ণ পরিচয় না পেয়ে থাক, আমার ব'ল্‌বার অধিকার নাই। তবে তুমি ভট্টি, এই তোমার যথেষ্ট পরিচয়। তুমি ভট্টি—আর আমি ভট্টিকুলপতির সহধর্ম্মিণী

সুজন। মা মা! সন্তানকে আশীর্ব্বাদ দাও। আমি যে অস্ত্র ধ'র্‌তে জানিনা।

কমলা। ভয় কি! যে আত্মরক্ষা ক'র্‌তে জানে, আত্মরক্ষার ইচ্ছাই তার বর্ম্ম—উদ্যত করের একটা অঙ্গুলিই তার অস্ত্র। দেখছি ভবানীর হাতের অস্ত্র তোমার হাতে উঠেছে। অস্ত্র তার নিজের কার্য্য করুক—অত্যাচারীর দমন হ'ক। যাও, অনার্য্যনন্দিনীকে পরিত্যাগ করে, এই অভাগিনী রাজমহিষীর উপর লাঙ্গাই-বারাহার ভীম অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও।

[সুজনের প্রস্থান।

রেবা। তুমি—তুমি—তুমি!

কমলা। বিস্মিতা হয়োনা রেবা! এই কঙ্কালাবশেষা রমণীই তোমার সহোদরা। স্বামীর উপর তোমার পিতার পাশবিক ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে ব্রতধারণ ক'রে বসে আছি। জীবনে প্রথম তোমাকে কাছে পেলুম—ধরা দিলুম। এস ভগিনী, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি। আলিঙ্গন এই প্রথম—বুঝি এই শেষ। বহ্নিমুখে ব্রত উদ্‌যাপনের আমার সময় এসেছে।

রেবা। দিদি! দিদি! আমি কি ক'র্‌ব?

কমলা। কি ক'রবে ব'লতে পারি না। কি করেছ তোমাকে বলি, শোন। ক্ষুদ্র মাধবী তুমি, সহকার অঙ্গে প্রথম ভর দিয়েছ। ভারতের পবিত্রতম কুলসম্পন্ন বীর তোমাকে করে করে বেষ্টন ক'রেছে। নারীর এ হ'তে

ভাগ্য আমি আর জানিনা। যদি অনার্য্যনন্দিনী হও, তাহ'লে তোমার কর-সংলগ্ন ওই পবিত্র করের রেণু ধুয়ে ফেলে ঘরে ফিরে যাও। যদি ক্ষত্রিয়নন্দিনা হও, তাহ'লে আমি জানি, তোমার ওই পিতৃশত্রু-স্পর্শ-জাত তড়িৎ চিরজীবনের জন্য তোমার হৃদয়ে আবদ্ধ হয়ে গেছে। ওর চরণাশ্রয় ভিন্ন তোমার অন্য গতি আর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

রেবা। আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনী।

কমলা। এস ভগিনী—আর একবার বক্ষে এস। জগদম্বে! আজ তোরই সম্মুখে এই আমি প্রথম পিতৃকুলের পবিত্র কুসুম তোর চরণের নির্ম্মাল্য স্বরূপ লাভ ক'রলুম্‌। তবে শুন ভগিনী, তুমি আজ রাজোয়ারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলী ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্রবধূ। তিনিই এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীর সেবক—ছদ্মবেশী দেবিদাস। যাও সতী, সুস্থচিত্তে নারীযোগ্য মর্য্যাদার বর্ত্তিকা হস্তে স্বামীর পরিচয় প্রদীপ্ত কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য। শিবির-সান্নিধ্য। সময়—দিবা—প্রথম প্রহর।

মূলরাজ ও সুরজমল।

মূল। দেওয়ান! বিশবৎসর পূর্ব্বে তোমাকে একবার বুদ্ধিহীন ব'লে সমস্ত সরদারের সম্মুখে তিরস্কার ক'রেছিলুম। তোমার কি তা মনে আছে?

সুরজ। প্রভুর তিরস্কার যে ভৃত্য অন্তরে পোষণ ক'রে রাখে, সে প্রভু-দ্রোহী। কই আমার ত কিছুই মনে নেই মহারাজ!

মূল। তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। এখন তুমি যদি তোমার প্রভুকে বুদ্ধিহীন ব'লে তিরস্কার কর, তা'হলে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হই।

সুরজ। আপনার কথার ভাবে আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হচ্ছে। ব্যাপার কি বলুন দেখি!

মূল। আমি যখন ভট্টিজাতিকে নির্ম্মূল ক'র্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন তুমি আমাকে সে কাজ ক'র্‌তে বারংবার নিষেধ ক'রেছিলে। বলে-

ছিলে—"মহারাজ! জাতিকে ত নির্ম্মূল ক'রতে পা'রবেনই না। লাভের মধ্যে জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আপনি রোষ-নয়নে পড়বেন।"

সূরজ। হাঁ মহারাজ, মনে প'ড়েছে বটে। তাতে কি হ'য়েছে?

মূল। তোমার কথাই সত্য হয়েছে। ভট্টি মরেনি।

সূরজ। বলেন কি! আপনি কোথা থেকে এ কথা জানলেন?

মূল। নিজের চক্ষে দেখেছি।

সূরজ। কোথায়?

মূল। এইখানে।

সূরজ। এইখানে—বনে? সেকি আমাদের আক্রমণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে এই বনে প্রবেশ করেছে?

মূল। আক্রমণ করেছে। আমি তার বেগ রোধ ক'র্‌তে পারছিনা।

সূরজ। আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আপনার কথা আমার হেঁয়ালী ব'লে মনে হচ্ছে।

মূল। আমি আজ কি আদেশ করেছি শুনেছ?

সূরজ। শুনেছি, আজ অশ্বারোহণে যে ব্যক্তি সকলকে পরাস্ত ক'র্‌বে, সেই এই উৎসবের রাজা হবে।

মূল। সেই ভট্টিই রাজা হয়েছে।

সূরজ। বলেন কি!

মূল। তার অদ্ভুত অশ্বচালনার কাছে,আমরা সকলেই মাথা হেঁট ক'রেছি। তুমি আমি সকলেই এ বনে তার অধীন।

সূরজ। তারপর? তাকে কি বিনষ্ট ক'রতে চান?

মূল। ক'রতে পা'রলে ত নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু ক'রবার কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

সূরজ। সে কি এতই শক্তিমান?

মূল। ওই সে আস্‌ছে। পরম নীতিজ্ঞ তুমি। সে কি,—কথা কইলে এখনি বুঝতে পা'র্‌বে।

সুরজ। ওই! ওত একটি দুগ্ধপোষ্য বালক!

মূল। শুধুই কি বালক দেখছ? আর কিছু কি দেখতে পা'চ্ছনা?

সুরজ। তাইত মহারাজ! একি! এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য ত কখন দেখিনি! এযে তন্থরায় নবীন যৌবন নিয়ে ফিরে আস্‌ছে।

মূল। ঠিক দেখেছ দেওয়ান! তোমার দৃষ্টির ও স্মৃতির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পা'রলুম না। এই বারে যুবকের সঙ্গে আলাপ কর।

(দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। কই রাজা! আমাকে একটা অস্ত্র দাও।

মূল। আনতে পাঠিয়েছি রাজা! তোমার যোগ্য অস্ত্র না হ'লে কেমন ক'রে তোমার হাতে দিই। তোমাকে ত যার তার ব্যবহার্য্য অস্ত্র দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

দেব। নিশ্চয়! আমি এক তোমার অস্ত্র নিতে পারি, আর পারি দেবতার। শীঘ্র অস্ত্র দাও রাজা? সকলে ইচ্ছামত শীকার ক'র্‌বে, আর আমি বনের রাজা হয়ে শুধু চোক চেয়ে ব'সে থা'কব?

মূল। বসে থা'কবে কেন রাজা। তোমার হাতে অস্ত্র নেই ব'লেই ত উৎসব আরম্ভ হ'চ্ছে না। বেশ, আমি কি শিকার ক'র্‌ব হুকুম কর।

দেব। তোমাকে আমি হুকুম ক'র্‌ব!

সুরজ। কেন ক'র্‌বে না রাজা? মহারাজ কি আদেশে কার্পণ্য ক'রেছেন মনে কর?

দেব। তা মনে ক'র্‌ব কেন!

মূল। যখন অশ্বারোহণে আমি তোমার কাছে পরাস্ত হয়েছি, তখন এ বনে আমিও তোমার অধীন।

দেব। না না তা কেন। তুমি যে রাজা!

স্বরজ। রাজাত বটেনই। কিন্তু ওঁর আদেশ ও রাজাদেশ। সেত আর মিথ্যা হ'তে পারে না।

দেব। না না। তুমি কিছু জাননা। রাজা আর হুকুমের উপরেও বাস করে। আমি কি কিছু জানিনা মনে করেছ?

স্বরজ। তুমিই জ্ঞান, আমিই মূর্খ।

মূল। তুমি কি শীকার ক'র্‌বে?

দেব। এক সিংহ ছাড়া, আর যে জন্তু ইচ্ছা শীকার ক'র্‌ব।

স্বরজ। সিংহ কি মহারাজের জন্য রেখে দেবে?

দেব। নিশ্চয়! একদিকে নররাজ, অন্য দিকে পশুরাজ।

মূল। বেশ রাজা, তাই ক'র্‌ব।

স্বরজ। তাহ'লে উৎসব বন্ধ থাকে কেন! তোমার অস্ত্র আস্‌ছে। তুমি ইতিমধ্যে যাকে যা ইচ্ছা শীকার ক'র্‌তে আদেশ কর।

দেব। করি রাজা?

মূল। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ কেন?

দেব। যদি না শোনে?

মূল। তোমার ইচ্ছামত শাস্তি দিয়ো। তুমি না পার, আমাকে ব'ল'। আমি তোমার ইচ্ছামত শাস্তি দেব। এ অরণ্যে আমি তোমার প্রধান সেনাপতি।

দেব। বেশ রাজা। নমস্কার।

[দেবরায়ের প্রস্থান।

মূল। কি দেওয়ান - দেখলে?

স্বরজ। মহারাজ! যেমন ক'রে পারেন, এ যুবককে আয়ত্ত করুন।

মূল। কি ক'রে করি দেওয়ান ? সে পথে কাঁটা দিয়েছি। কেতুকে সম-র্পণ ক'র্‌বার জন্ত একটা গাড়োলকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি।

সুরজ। তাতে কি! আপনিত আর মারোয়ারের অধীন ন'ন। আজকের পরাজয় উপলক্ষ ক'রে তাকে সসম্মানে বিদায় দিন। তাতে যদি মারোয়ার যুদ্ধ ক'র্‌তে আসে, আমরাও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে পশ্চাৎপদ নই।

মূল। তা'ত নই, কিন্তু এদিকে যে আর এক বিপদ।

সুরজ। আবার কি বিপদ ?

মূল। কোন বারাহা লাঙ্গাই তার অধীনতা স্বীকার ক'র্‌তে চাচ্ছেনা।

সুরজ। দরিদ্রবেশী দেখেছে ব'লে তারা আপনার আদেশ অমান্ত ক'র্‌তে চায় ? আপনার আদেশ অমান্ত ক'র্‌লে আপনার অস্তিত্বের মূল্য যাবে। এখনি ঘোষণা করুন যে অমান্য ক'র্‌বে, তার কঠোর শাস্তি হবে। রাজকুমার ?

মূল। তারাই এ ষড়যন্ত্রের নেতা। আমার পুত্র, তোমার ভাগিনেয়, বুটারাজকুমার সকলেই বিদ্রোহী হবার চেষ্টা ক'র্‌ছে।

সুরজ। তাদের মনুষ্যত্বহীন হ'তে প্রশ্রয় দেবেন না।

মূল। বেশ, আবার আদেশ প্রচার ক'র্‌ছি।

[মূলরাজের প্রস্থান।

(সরদার ও অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি। এই যে মামা এসেছেন! মামা! আপনি মহারাজকে নিষেধ করুন।

সুরজ। কি নিষেধ ক'র্‌ব ?

অরি। আপনি কি শোনেন নি ?

সুরজ। সব শুনেছি। মহারাজ যা আদেশ ক'রেছেন, তাই কর। আর রাজকুমারদেরও তাই ক'র্‌তে বল।

অরি। ওই ছোঁড়ার হুকুমে আমাদের চ'ল্‌তে হবে?

সুরজ। নিশ্চয়। ছোঁড়া ব'ল্‌ছ কেন? রাজা বল। আজ সে এ বনের রাজা। আমি—শুধু আমি কেন—মহারাজ পর্য্যন্ত তার আদেশ পালন ক'র্‌তে বাধ্য। হুকুম না মানো—বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে।

[সুরজমলের প্রস্থান।

অরি। এঃ। মামারও বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

সর্‌দার্‌। মুণ্ড দিতে হয়, সেও ভাল'—তবু আমরা সেই ছোঁড়ার হুকুম মা'নবনা।

অরি। কিছুতেই না—কিছুতেই না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কুমারদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম, কু। শুনছ—আবার হুকুম জারি হচ্চে!

২য়,কু। এস, তার পূর্ব্বে ছোঁড়াটাকে ভুলিয়ে গভীর বনে নিয়ে যাই। তার পর সেই খানেই নিকেশ।

১ম, কু। ঠিক বলেছ—উত্তম পরামর্শ, উত্তম পরামর্শ।

—— ——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনাংশ।

দেবরায়।

দেব। বলিহারি বন্ধু, বলিহারি তোমাকে, আর বলিহারি তোমার ঘোড়াকে। খোরাসান! তুমি আজ সমস্ত বারাহা রাজপুতদের হারিয়ে, রাঠোরকে হারিয়ে রাজাকে সাক্ষী রেখে আমাকে জয়পতাকা দিয়েছ। তোমার কল্যাণে আমি আজ এ বনের রাজা। বস্‌—বস্‌—

বারাহা লাঙ্গাই, রাঠোর সমস্ত রাজপুতকে আমি আজ হুকুম ক'র্‌বো। রাজাকে পর্য্যন্ত আমার হুকুম মেনে চ'ল্‌তে হবে। তাইত। কিসে আজ আমার অদৃষ্ট এত সুপ্রসন্ন হ'ল। কার দয়া আমাকে আজ বনের রাজা ক'রে দিলে। মা মা—মা তুমি। তুমি আজ প্রভাতে তিরস্কার ক'রে আমাকে ঘর থেকে বা'র ক'রে না দিলে, আমার এত সৌভাগ্য ত হ'ত না। একি সৌভাগ্য! আমি রাজার রাজা! যাক্, মনে ক'র্‌লে নেশা ছুটে যাবে। এখন নয়—এখন নয়। আগে একবার রাজত্বটা ক'রে নিই। তারপর -তারপর একটি জায়গায় ব'সে ভাবব। বন্ধু! তোমাকে ভাববো, তোমার ঘোড়া ভাববো -আর ভাববো তোমাকে—যে তোমাকে দেখার ফলে আমি বন্ধু পেয়েছি, ঘোড়ার রাজা পেয়েছি, রাজা হয়েচি। ওই রাঠোর আস্‌ছে। যে আমার চোখের সুখ ও তাকে বিয়ে ক'রে দেশে নিয়ে যেতে এসেছে! দেশে নিয়ে গেলে, আর তাকে দেখ্‌তে পাব না! শালা আমার চক্ষুশূল; শালাকে ফড়িং শীকার ক'র্‌তে হুকুম ক'র্‌ব।

(গজসিংহের প্রবেশ)

গজ। তাইত! কোথা থেকে একটা অপরিচিত উন্মত্ত এসে, আমার জয়শ্রীকে অপহরণ ক'রে নিলে! সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাইদের হারিয়ে একটা নেশাখোরের কাছে হেরে গেলুম! সে- নেশাখোরটা থাকতে ত আমি স্ফূর্ত্তি ক'রে মাথা তুলতে পা'র্‌ছিঃনা! গাছে ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। সেটা এই খানেই কোথাও না কোথাও আছে।

দেব। আমাকে খুঁজছে। হুকুম শোনবার জন্য খুঁজছে। একটু হাঁটুতে মাথা গুঁজে খরগোস লুকুনোর মত লুকুনো যাক। খুঁজুক—শালা খুঁজুক—আমি রাজা, ও প্রজা। প্রজা রাজাকে খুঁজুক। ও আমার বেয়াদব

প্রজা! রাজার চোখের সুখ কেড়ে নিতে এসেছে! (হাঁটুতে মাথা দিয়া উপবেশন)

গজ। ছোঁড়াকে যে কোন উপায়ে হ'ক এখান থেকে দূর ক'র্‌তেই হবে। সে যদি ওই ঘোড়াতে চেপে মৃগয়া সেরে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সহরে ফেরে তাহ'লে কেতুকে আর আমি মুখ দেখাতে পা'র্‌বো না। সহস্র সহস্র দর্শক তার জয়ে আগেই অতি উল্লাসে করতালি দিয়েছে। তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে তার ফেরবার অপেক্ষা ক'র্‌ছে। আবার একবার দেখলেই প্রচণ্ড জয়-ধ্বনিতে তার প্রত্যুদ্‌গমন ক র্‌বে। তাকে এখান থেকে সরাতেই হবে। কিছু পুরস্কার দিয়ে আগে বিদায়ের চেষ্টা ক'র্‌বো। তাতে না যায়, কেটে ফেলবো।

দেব। না, আর না। খুব খুঁজছে—খুব খুঁজছে। আর লুকিয়ে থাকা ভাল নয়। হুঁঃ! হুঁঃ! (গলার শব্দ করণ)

গজ। এই যে এই যে—এরে পাগল! তুই এখানে?

দেব। চোপ—আমি রাজা।

গজ। আচ্ছা আচ্ছা, তাই। এখন শোন্‌। তোর ঘোড়া চালানো দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। সেই জন্য আমি তোর আগে ঘোড়া ছুটাইনি। বুঝেছিস?

দেব। পেছন পেছন এলে বেশ দেখা যায়—না?

গজ। হাঁ। এই ঠিক বুঝেছিস্‌। আগে ছুটলে ত দেখতে পেতুম না।

দেব। গজসিংহ কিনা! ঘাড় ফেরাবার যো নেই। বেশ, গজরাজ! তাহ'লে তুমি শুঁড় দিয়ে ফড়িং শীকার কর।

গজ। হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা তা ক'র্‌ব এখন।

দেব। "করব এখন" নয়—কর। আমি আজ এ বনের রাজা। যাকে যা শীকার ক'র্‌তে ব'ল্‌ব, তাকেই তা ক'র্‌তে হবে।

গজ। পাগলামী করিস্‌নি—শোন্। আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু তোর বেয়াদবীতে রাজকুমাররা চটেছে। তারা তোকে খুঁজছে। দেখতে পেলে কেটে ফেল্‌তে পারে, বুঝলি? তাই বলি, আমি তোকে কিছু বক্‌সিস দিচ্ছি। নিয়ে, চুপি চুপি এই বনের ধার ধ'রে ধ'রে পালা।

দেব। যাতে রাজকুমাররা দেখতে না পায়?

গজ। হাঁ! কি জানি! যদিই তারা কেটে ফেলে!

দেব। তারা চটেছে।

গজ। বেজায়।

দেব। আর তুমি খুসী হ'য়েছ?

গজ। তা না হ'লে, খুঁজে তোকে বক্‌সিস্ দিতে আ'সূব কেন?

দেব। কি বকসিস্ দেবে?

গজ। এই নে—মূল্যবান অঙ্গুরী।

দেব। বাবা গজ! তোমার ও থামের মতন মোটা আঙ্গুলের আংটী নিয়ে কি আমি গলায় হেঁসুলি ক'রুব?

গজ। আরে উল্লুক, বিক্রী ক'রে যে টাকা পাবি তাতে আজন্ম তোর সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

দেব। আমি উল্লুক! তা হ'লে তুই গজ ন'স্—গাড়োল।

গজ। কি বল্‌লিরে অভাগ্য? (অস্ত্রে হস্তদান)

(রাজকুমারদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম কু। কি হয়েছে—কি হয়েছে ভাই?

গজ। দেখ ভর্‌মল, যদি ভগিনীটি আমাকে দিতে চাও, তাহ'লে এই উল্লুককে—

দেব। চোপ্।

গজ। দূর ক'রে দাও।

দেব। চোপ্, আজ আমি এ বনের রাজা। তোদের রাজা ব'লেছে।

গজ। যদি না দাও, তা'হলে আমি উল্লুককে এখনি কেটে ফেল্‌বো।

দেব। আমি উল্লুক নই—যে বলে সে উল্লুক।

গজ। তাইত তাইত! (অস্ত্রে হস্তদান)

১ম কু। থামো—থামো। এই পাগল! কাকে কি ব'ল্‌ছিস্? এখনি ম'র্‌বি যে।

দেব। ঠিক ব'লেছি। রাঠোর কলঙ্ক! ঘুষ দিয়ে তুমি কলঙ্ক মুছ্‌তে এসেছ? আংটী দিয়ে আমার আজকের রাজ্য কিনে নিতে এসেছ? তুমি উল্লুক—গাড়োল—গজসিংহ নাম তোর কেউ তোকে তামাসা ক'রে দিয়েছে।

২য় কু। তবে বলি শোন, রাজার আদেশ আমরা কেউ পালন ক'রবনা ব'লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি। আমরা রাজপুত্র হ'য়ে এ হীন অপরিচিতের কাছে কখনও মাথা হেঁট ক'রবো না। সেই জন্ম ওকে হত্যা ক'র্‌ব ব'লে দূর বনে এনে উপস্থিত ক'রেছি। কেউ যাতে ওর চীৎকার শুনতে না পায়, কেউ সাহায্য ক'র্‌তে না পারে, ম'লে কেউ জানতে না পারে।

১ম কু। তবে আর কেন—অতি গভীর বন কেউ না এসে প'ড়্‌তে হতভাগ্যকে এইখানে শেষ ক'রে দাও।

২য়, কু। তথাপি একবার হতভাগাকে বিদায় ক'রবার চেষ্টা করি। এই—তুই কিছু পুরস্কার নিয়ে বন ছেড়ে চ'লে যা।

দেব। তুমি কে হে?

গজ। ইনি বরাহা রাজপুত্র—আর ইনি লাঙ্গাই কুমার।

দেব। বটে! বাপের-হুকুম-অমান্য-করা গুণধর! তুমি ছুঁচো শীকার কর।

সকলে। মার—উল্লুককে মার। (দেবরায়কে আক্রমণ)

দেব। নিরস্ত্র—নিরস্ত্র—নিরস্ত্র—নীচ বারাহা! আগে হাতে অস্ত্র দে।

(নেপথ্যে সুরজমল)।—হত্যা ক'রনা—হত্যা ক'রনা।—নিরস্ত্রকে অস্ত্র মেরো না। রাজার ধর্ম্ম নষ্ট ক'র না।

সকলে। চোপ—চোপ—মার—মার—

দেব। নিরস্ত্র—আমি নিরস্ত্র। অস্ত্রধারী কে আছ? ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও।

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন। এই নাও—এই নাও। দেবতা অস্ত্র দিয়েছে এই নাও। (অস্ত্র প্রদান)।

দেব। দাও দাতা, দাও।

(যুদ্ধ করিতে করিতে দেবরায়, গজসিংহ ও রাজকুমারদ্বয়ের প্রস্থান)

সুজন। মা চতুর্ভুজে! দেখিস্ মা, তোর হাতের অস্ত্রের যেন মর্য্যাদা রক্ষা হয়।

(প্রস্থানোদ্যত)

(সুরজমলের প্রবেশ।)

সুরজ। ঠিক হয়েছে! ধর্ম্ম যদি জীবের একমাত্র আত্মীয় হয়, তাহ'লে রাজপুত্র, তুমিও আমার আত্মীয় নও, আর ওই নবাগত যুবকও আমার পর নয়। পালিয়ে যেও না ব্রহ্মচারী! মহতের কার্য্য ক'রে চোরের ন্যায় পলায়ন, তোমার কর্ত্তব্য নয়। তুমি নিরস্ত্রকে অস্ত্র দিয়েছ—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়েছ। জানিনা—তুমি কি? যদি

বারাহা হও, তাহ'লে এখনও তাদের অস্তিত্বের আশা আছে। কিন্তু বুঝতে পারছি, তুমি ভট্ট।

সুজন। আমি ভট্ট।

সুরজ। আর ওই যুবক?

সুজন। দেওয়ান! এর অধিক আর জিজ্ঞাসা ক'রবেন না।

সুরজ। আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। আমি উত্তর পেয়েছি ব্রহ্মচারী, সত্যাশ্রয়ী তুমি—তাই তুমি অদ্ভুত সময়ে উপস্থিত হয়েছ। তুমি মৃত্যুকে ভয় কর না। আমাকে ক'রছ কেন?

সুজন। কি ব'লব দেওয়ান। আমার রাজা আমাকে চেনেন না। আমিও আজ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত রাজাকে চিনতুম না।

সুরজ। যাও, এই অস্ত্র নাও। নিয়ে রাজার সঙ্গে পরিচয় ক'রে এস। যদি রাজা এ অন্যায় যুদ্ধে হত না হয়, তাকে এই অস্ত্র উপঢৌকন দিও। তাকে ব'ল, এ বারাহা-রাজের উপঢৌকন।

সুজন। নিয়ে যান দেওয়ান—আমি আজিকার পূর্ব্বে এ হাতে কখনও অস্ত্র ধরিনি। আপনার উদ্দেশ্য বুঝেছি। আমার হাতে অস্ত্রের কাজ যা হবার তা হয়ে গেছে। আর এতে রাজার কোনও উপকার হবার সম্ভাবনা নেই। উপঢৌকন দিতে হয়, আপনার রাজাকে নিজ হাতে দিতে বলুন। আমি অস্ত্রপরিচয়হীন ভট্ট। আমাকে তরোয়ার দেখিয়ে রহস্য ক'রবেন না।

[প্রস্থান।

সুরজ। বেশ।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন—অপরাংশ।

রক্তাক্ত কলেবরে দেবরায়।

ভূপতিত গজসিংহ, ১ম ও ২য় রাজকুমার।

দেব। থাক্—শুয়ে থাক্। রাজার আদেশ-অমান্যকারী রাজদ্রোহী নীচ! তোদের শাস্তি দিতে দেবতা আমার হাতে অস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই আজ তোরা দেবতার দ্বারে বলি। পশু শীকার ক'রতে বনে এসেছিলি, এখন তোরা পশুর খোরাক হ'তে প'ড়ে থাক্। যথার্থই এখন আমি বনের রাজা। বারাহা রাজা চলে গেছে—রাজার ছেলে ম'রে গেছে। রাজার হুকুমে বনের শাসন এখন আমার। থাক প'ড়ে থাক। আর কেউ এসে তোদের মাথা তোলাতে পা'রবে না। এস দাতা! তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ—মান দিয়েছ। এই নাও, তোমার অস্ত্র নাও।

) সুজনের প্রবেশ)

সুজন। পরাস্ত ক'রেছ বীর?

দেব। পরাস্ত! ওই দেখ—দেখ দেখি দাতা! ওরা কি পরাস্ত?

সুজন। এই কয় জনকেই তুমি হত্যা ক'র্‌লে?

দেব। এরা কি জন? নিরস্ত্র দেখে, নির্জ্জন দেশ—আকাশ ভাঙ্গা চীৎকারেও কেউ সাহায্য ক'র্‌তে পা'রবে না জেনে, যারা একজনকে হত্যা ক'র্‌তে আসে, তারা কি মানুষ? যে কোন সাহসী অস্ত্রধারী তাদের মেরে ফেল্‌তে পা'র্‌তো। দাতা! এই তোমার অস্ত্র নাও।

সুজন। তুমিই নাও। ও অস্ত্র আমি আর গ্রহণ ক'রব না।

দেব। না—না। প্রাণ দিয়েছ, মান দিয়েছ—আর দিয়োনা।

(অস্ত্র ভূমিতে রক্ষা)

সুজন। আমি কিছু দিইনি। ভট্টিজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই তোমাকে সব দিয়েছে। রাজা! রাজা! আমি তোমার একজন ভক্ত প্রজা। আমার উপঢৌকন নিক্ষেপ ক'রনা।

দেব। তবে দাও। ব্রহ্মচারী, তোমাকে প্রণাম। একজন ঘোড়া উপহার দিলে, আর একজন দিলে অসি। তাহ'লে আমি শুধু আজ-কের মতন রাজা নই?

সুজন। না। তুমি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা হ'য়েছ। কিন্তু তুমি তা জাননা। আমি ভাগ্যবান্। তোমাকে এই পরিচয় দিবার পুণ্য অবকাশ আমিই প্রথম পেয়েছি।

দেব। কি ব'লছ ব্রহ্মচারী, আমি যে কিছুই বুঝতে পা'রছি না! আমিত এই বনের রাজা?

সুজন। না—সমস্ত দেশের রাজা। যাও রাজা, আর দাঁড়িয়ো না। দূরে অরণ্যে মদোন্মত্ত বারাহার কোলাহল শোনা যাচ্ছে, এই কয় হত-ভাগ্যকে দেখতে পাইনি ব'লে, বোধ হয় তারা এদের অনুসন্ধান ক'রছে। এখনি বিজয়ী অশ্বে আরোহণ ক'রে মায়ের কাছে চ'লে যাও। গিয়ে আমার কথার সত্যতার মীমাংসা কর। চ'লে যাও—চ'লে যাও। কে যেন এ দিকে আ'সচে। আরম্ভের মুখেই কার্য্য পণ্ড ক'র না। রাজ্যের সীমান্তে পা দিয়েছ। এখনও অনেক দূর তোমাকে যেতে হবে। অগণ্য অত্যাচারিত প্রজা নীরবে তোমার শুভাগমন প্রতীক্ষা ক'রছে। প্রথম অগ্নি নিজের অজ্ঞাতসারে সামান্য

ফুৎকারে প্রজ্বলিত করেছ। শত্রু যেন সে অগ্নি অবলম্বনে তোমাকে ভস্মীভূত না করে। চ'লে যাও—চ'লে যাও—চ'লে যাও। বিজয়ী অশ্বে আরোহণ কর।

দেব। না ব্রহ্মচারী, ঘোড়া আমি আর নেব না। চামার-পুত্রদের সঙ্গে বনে বনে ছুটোছুটি ক'রে বনকে আমি অনেকদিন আয়ত্ত ক'রেছি। বনের রাজার সঙ্গে কতদিন যুদ্ধ ক'রেছি। এই দেখ, সিংহ কপালে নখ বসিয়ে অনেক আগে আমাকে বনের রাজত্ব দিয়েছে। নাও ব্রহ্মচারী, তুমি ঘোড়া নাও। যে দাতা আমাকে ঘোড়া দিয়েছে, সে আমার ফেরবার অপেক্ষায় তনোট কেল্লার পাঁচিলের তলায় ব'সে আছে। এই ঘোড়া তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। আমি চল্লুম।

সুজন। বেশ তোমার যেরূপ অভিরুচি। তার পর তোমাকে কোথায় খুঁজবো রাজা?

দেব। তুমি আমাকে খুঁজবে ব্রহ্মচারী?

সুজন। নিশ্চয়। তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। তুমিই আমার ব্রহ্মচর্য্যের কাম্যফল।

দেব। চামার বাড়ীতে ঢুকতে পা'রবে?

সুজন। সে আমার তীর্থ।

দেব। সেইখানে—সেইখানে—সেইখানে—ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারী, তোমাকে প্রণাম করি।

সুজন। আর রাজা, আমি তোমার প্রথম রাজ-অধিকারের প্রথম সম্মাননার নিদর্শন স্বরূপ আমার উষ্ণীষ তোমার সম্মুখে ভূমিতে রক্ষা করি। যাও রাজা, আর মুহূর্ত্ত দেরি ক'র না—চ'লে যাও।

[দেবরায়ের প্রস্থান।

সুজন। ভট্টি! নাম শুনে সর্ব্বদেহে তড়িৎ প্রবাহ ছুটে গিছলো। অথচ আবাল্য ব্রহ্মচর্য্যে আমি অভ্যস্ত। এ করপল্লব ফল-পুষ্পের সঙ্গেই চির পরিচিত। আজকের আগে আর কখনও অস্ত্র স্পর্শ করিনি। ভট্টি কি—বোঝবার জন্য প্রাণে বড়ই ব্যাকুলতা এসেছিল। আজ তোমাকে দেখে, রাজা, ভট্টির পরিচয় পেয়েছি। তোমাকে রক্ষা করা শুধু আমার ধর্ম্ম নয়। নিরস্ত্রের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, হে রাজা, তোমার জীবন রক্ষার জন্য আমি এ জীবন উৎসর্গ ক'র্‌লুম।

(প্রস্থান।

(অরিসিংহ ও সর্‌দারের প্রবেশ)

অরি। সব মাটী ক'রলে! একটা কোথাকার কে জুটে সমস্ত আহেরিয়ার আমোদ নষ্ট হ'য়ে গেল।

সর্‌। যার সামান্যমাত্রও মর্য্যাদা জ্ঞান আছে, সেও ওই হতভাগ্যের কাছে এক মুহূর্ত্তেরও অধীনতা স্বীকার ক'রবে না।

অরি। আমি ত পা'র্‌বই না। আর যে পারে সে পারুক। আমি সে হতভাগ্যকে চর্ম্মকার-পল্লীতে এক গাছের তলায় প'ড়ে থাকতে দেখেছিলুম।

সর্‌। বল কি! তুমি আগে তাকে দেখেছ?

অরি। দেখি সে নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে। আহেরিয়ার কথা শুনে, সে যোগ দিতে করজোড়ে আমার কাছে অনুমতি ভিক্ষা ক'রেছিল। সে কাছে দাঁড়াতেই আমার ঘৃণাবোধ হ'য়েছিল। নিশ্চয় সে কোন অভাগিনীর সন্তান। যার দেহে একবিন্দুও ক্ষত্রিয় রক্ত আছে, সে কি কখন সেই নীচের কাছে মাথা হেঁট ক'র্‌তে পারে!

সর্‌। মহারাজের একি অন্যায় আদেশ!

অরি। রাজকুমারেরা কেউ তার অধীনতা স্বীকার ক'র্‌তে ইচ্ছুক নয়। তাই তারা জনসঙ্গ ত্যাগ ক'রে ইচ্ছামত এই দিকে মৃগয়া ক'র্‌তে এসেছে।

(মূলরাজের প্রবেশ)

মূল। না অরিসিংহ! হতভাগ্যেরা দুরভিসন্ধি নিয়ে এই দিকে এসেছে। গোপনে হত্যা ক'র্‌বার জন্য তারা তিন জনে পরামর্শ ক'রে সরল নিরস্ত্র যুবককে এই গভীর অরণ্যে ভুলিয়ে এনেছে। হতভাগ্যেরা ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা বোঝেনা। প্রতিজ্ঞার অর্থ উপলব্ধি ক'রবার তাদের ক্ষমতা নাই। আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। অরিসিংহ! এই আহেরিয়ার উৎসবে এই অরণ্য মধ্যে আমিও তার অধীন। সে যদি আমাকে একটা হীন জন্তু শীকার ক'রতে আদেশ করে, আমি তাই ক'রতে বাধ্য। নিরস্ত্র সে, আমার কাছে অস্ত্র চেয়েছিল, আমি নিজের অস্ত্র তাকে দিতে চেয়েছিলুম। সে যুবক দীন, পরিচয়হীন, কিন্তু মর্য্যাদা-হীন নয়। সে আমার অস্ত্র গ্রহণ করেনি। অবনত মস্তকে আমার দানমুখে সে যে উত্তর দিয়েছিল তাতে সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছে। শোন অরিসিংহ, আমার পুত্র যদি নিরস্ত্র পেয়ে তাকে হত্যা ক'রে থাকে, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে সে বারাহারাজ্যের উত্তরাধিকার হারিয়েছে জেনে রাখ। যে এই ঘৃণিত কাপুরুষের কার্য্যে লিপ্ত থা'কবে, সেই আমার শত্রু।

অরি। মহারাজ! বারাহা-রাজকুমার এত হীন হবে, এ আপনি কখনও মনে ক'র্‌বেন না।

মূল। মনে করিনি, একথা তোমাকে ব'ল্‌তে পা'র্‌ছি না। তবে মনে ক'র্‌লেই বারাহা-রাজ্যের ভিত্তি নড়ে ওঠে, তাই মনে আ'সতে আ'সতে

এ ভয়াবহ চিন্তা দূর ক'রে দিচ্ছি। যাও, এই অস্ত্র নিয়ে তোমাদের আজকের রাজার সন্ধান কর। শোন, যে ব্যক্তি তার আদেশ অমান্য ক'র্‌বে, সে বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে। এই নাও, সসম্ভ্রমে এই অস্ত্র তার হাতে দিয়ো, আহেরিয়ার রাজা তাঁর ইচ্ছামত পশু সংহার করুন।

(সুচেতসিংহের প্রবেশ)

সুচেত। মহারাজ! আমার পুত্রকেও দেখতে পাচ্ছি না। রাঠোর কুমারকেও দেখতে পাচ্ছি না।

মূল। বুটারাজ! নিশ্চয় তারা বিদ্রোহী হয়েছে।

সুচেত। আমিও তাই মনে ক'র্‌ছি। তারা আপনার আদেশের মহত্ত্ব বুঝলে না।

মূল। তাদের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, সখা?

সুচেত। আপনার যা অভিরুচি। আমি এ পর্য্যন্ত ত আপনার কোনও কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করিনি।

মূল। যে হতভাগ্যদের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি তোমার প্রিয়তমা কন্যাকে বাসর-বৈধব্য দিয়েছি, তারা যদি এতই হীন বর্ব্বর হয় যে আমার আদেশকেও তুচ্ছ করে, তা হ'লে তাদের হাতে রাজ্য দেওয়া আর বারাহা-লাঙ্গাইকে মরুভূমিতে স্থান দেওয়া—এ দুয়ে কোন প্রভেদ নেই।

সুচেত। কোনও প্রভেদ নেই মহারাজ!

মূল। যাও অরিসিংহ! কুমারদের সন্ধান কর। আহেরিয়ার রাজার সন্ধান কর।

অরি। মহারাজ! একি—একি!

সর্। তাই ত! একি—একি মহারাজ!

সুচেত। কি—কি অরিসিংহ!

মূল। নিরীহকে দুরাত্মারা হত্যা ক'রেছে?

অরি। কোথায় দুরাত্মা—কোথায় দুরাত্মা? দুরাত্মা কার্য্য শেষ ক'রে পালিয়েছে।

সর্। সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে মহারাজ, সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।

অরি। বারাহা লাঙ্গাই নির্ব্বংশ রাঠোর নেই।

(মূলরাজ ও সুচেতসিংহের অগ্রগমন ও দর্শন)

মূল। সুচেতসিংহ!

সুচেত। রাজা!

মূল। সুচেতসিংহ। উৎসব বন্ধ ক'রে সমস্ত বারাহা লাঙ্গাইকে নগরে ফিরতে আদেশ কর। সাবধান! এখানে কেউ যেন আমাদের এ ভীষণ অবস্থার কথা জানতে না পারে। আর দুই এক জন বিশ্বস্ত লোক এনে, এই তিন হতভাগ্যকে এই বিজন মধ্যেই ভস্মীভূত কর।

অরি। আর প্রতীকার?

মূল। প্রতীকার ক'র্‌তে পার?

অরি। এখনি ক'র্‌বো। গোপনে এই সর্ব্বনাশ ক'রে দুরাত্মা ঘাতক অক্ষত দেহে চ'লে যাবে?

মূল। কে হত্যা ক'রেছে, তুমি কেমন ক'রে জা'নবে?

অরি। জা'নব কি, জেনেছি। এ সেই ছদ্মবেশী, মহারাজের প্রশ্রয় পেয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে।

মূল। তুমি মূর্খ। সে অস্ত্রশূন্য।

অরি। সে আপনার চক্ষে। আমরা তার চোখে মুখে অঙ্গসঞ্চালনে, ইঙ্গিতে অসংখ্য অস্ত্র দেখেছি।

মূল। উত্তেজিত হ'য়োনা অরিসিংহ!

অরি। আদেশ অমান্য করার অপরাধে আমাদের শাস্তি পেতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমরা সে দুরাত্মাকে শাস্তি না দিয়ে ছা'ড়ব না।

সর। চল—চল! আর কথায় সময় নষ্ট ক'র না। যত দেরি হবে, ততই দুরাত্মাকে ধরা কঠিন হ'য়ে প'ড়বে।

অরি। চল এখনি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

মূল। মহাত্মা সুচেত! নিজে নির্ব্বংশ হ'লুম, তোমাকেও নির্ব্বংশ ক'র্‌লুম। কেন ক'র্‌লুম, কিসে ক'র্‌লুম, এখানে সে কথা ব'ল্‌বার সময় নেই। তুমি ও মদোদ্ধত হতভাগ্যদের অনুসরণ কর। বংশ গেছে, যেন হতভাগ্যদের বুদ্ধির ভ্রমে জাতি ভস্মীভূত না হয়। বিলম্ব ক'রনা, যদি যথার্থই সে যুবক হত্যাকারী হয়, তাকে বন্দী ক'রে আমার কাছে নিয়ে এস। পুত্রশোকে ক্রোধে যেন তাকে হত্যা ক'র না।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভগ্ন দুর্গ-প্রাকার।

কেতু ও প্রাকারতলে নিদ্রিত গরধন দাস।

নাগরিকাগণের গীত।

শীকার—শীকার—ফিরে এস আগোয়ার।
হস্তে ধ'রেছি কুহুমথালা সজ্জিত ফুলহার॥

বিধে বল্লমে বরাহ-বক্ষ, অমোঘ শায়কে কুরঙ্গ লক্ষ্য,
ফিরে এস ধীরে সমরদক্ষ, চলেছে স্বরব নদীর পার ॥
দীর্ণ ক'রেছ কেশরি-মুণ্ড, ভূতলে পড়েছে করীর শুণ্ড,
শশক হ'য়েছে স্তূপাকার—
এস বীর ফিরে, আপনার ঘরে
বন্ধ করিয়া তরোয়ার ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।

কেতু। রেবা যা ব'ল্‌লে, তাই কি ঠিক হ'ল! নেশাই কি তার সর্ব্বস্ব? নইলে আমাকে ঘোড়া আ'নতে ব'লে সে অদৃশ্য হ'ল কেন? এতই সে কাপুরুষ যে, আমার ফেরবার অপেক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌লে না? এখন বুঝ্‌তে পা'রছি, সে সত্য সত্যই দুর্ব্বৃত্ত, আমাকে অসহায়া অবলা মনে ক'রে আমার অপমান ক'রেছে। তার পর কোনও রকমে হয়ত আমার পরিচয় পেয়েছে, পেয়েই মৃত্যু-ভয়ে নগর পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। যাক্—ঘোড়া আনা আমার বৃথা হ'ল। একটা অপরিচিত হীনের কাছে আমার লাঞ্ছনা পাওনা ছিল, সেইটুকুই আমার লাভ হ'ল। দুর্ব্বৃত্তের শাস্তি হ'লনা—এই যা দুঃখ।

গর্। ঘোড়া—ঘোড়া!

কেতু। এইযে এইযে! তুমি এখানে?

গর্। ঘোড়া এনেছ?

কেতু। এনেছি।

গর্। বেশ বন্ধু বেশ।

কেতু। না—না! আরে ম'ল এ আবার কে?

গর্। বন্ধু! তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। সত্য কথা ব'ল্‌তে হ'লে

এ ঘোড়া তোমারই হওয়া উচিত। তোমার এক ডালা আফিমের দাম, আমার অমূল্য খোরাসান।

কেতু। তা হ'লেত সে ঘোড়া পেয়েছে!

গর্। এ ঘোড়া তোমাকে দিতুম। কিন্তু বন্ধু ঘোড়া আমার দেবার যো নেই। আমি আমার রাজার নাম ক'রে এ ঘোড়া এনেছি। তার বাপের যে দিগ্বিজয়ী খোরাসান, এ তারই বাচ্ছা। এও অমূল্য — রাজোয়ারায় এ ঘোড়ার জোড়া নেই। তোমাকে দিতে পা'রতুম। কিন্তু রাজা—কোথায় রাজা?

কেতু। রাজা! রাজা কে? রাজাত এক আমার পিতা! ও-ত চোক বুঁজেই আছে। একটা কথা ক'য়ে দেখি না।

গর্। মাফ্ কর বন্ধু, আমি চোখ খুলতে পা'রছি না। দু'দিনের খোঁয়ারি। তোমার অমলপানি সেই খোঁয়ারি মিটিয়ে দিয়েছে। অস্থিমজ্জায় মৌতাত। চোখ খুলতে প্রাণ চাচ্ছে না। একটু অপেক্ষা। বন্ধু! একটু অপেক্ষা। ঘোড়া ছেড়ে একটু ব'স। তার পর তোমার জয়-বার্ত্তা শুনবো।

কেতু। 'রাজা' কি ব'ললে বন্ধু?

গর্। রাজা—রাজা। তাকে কি পাব বন্ধু! রাজা যেখানে প'ড়ে আছি, এই তনোট কেল্লার অধীশ্বর। মহাত্মা তনুরায়ের পুত্র বেঁচে আছে শুনে আহ্লাদে ঘোড়া সওগাত নিয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু কোথায় তাকে পাব – কোথায় তাকে পাব! শোন বন্ধু! মনের কথা শোন। তোমার ঋণ আমি এ জন্মে আর শুধতে পা'রব না। যদি রাজাকে পাই—তবেই ঘোড়া তার। না পাই তোমার। তোমার অমলপানি —আমার ঘোড়াকে—আমাকে কিনে নিয়েছে।

কেতু। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বন্ধু!

গর্। কিছু না—কিছু না। তবে একটু অপেক্ষা।

কেতু। বেশ, অপেক্ষা ক'র্‌ছি। তুমি একটু ঘুমোও।

গর্। একটু—একটু। দু'দিন দু'রাত চোকের পলক ফেলিনি। তার ওপর খোঁয়ারি। একটু—একটু। জয়ী হয়েছি—বুঝতে পা'র্‌ছি। মোটা রাঠোর হেরে গেছে—বারাহা হেরে গেছে। সকলে চটে গেছে—বুঝেছি। চটুক—সে শালারা চ'টে তোমার কি ক'র্‌বে। আমি আছি—আর আমার গদা আছে বন্ধু! আমি কলির ভীম,—হাতীর মাথা চূর্ণ ক'রে গদা শিক্ষা শেষ ক'রেছি। ভয় কি বন্ধু! পাঁচশো বারাহা—হাজার বারাহা—আর একা আমি। জুৎ ক'রে জায়গা নিয়েছি। হাজার বারাহার মাথার ঘীয়ে মুলতান সহর ভরিয়ে দেব।

কেতু। কি ভয়ানক, এ বলে কি!

গর্। সে ছুঁড়ীটা কি বড়ই নজরে লেগেছে বন্ধু?

কেতু। কিছু লেগেছে বইকি!

গর্। কিছু কি! কিছুতে হবেনা। বল,—বড় লেগেছে।

কেতু। লাগলেই বা ফল কি বন্ধু?

গর্। পাইয়ে দেব—পাইয়ে দেব। ভয় কি! তবে একটু অপেক্ষা—একটু। (নাসিকাধ্বনি)

কেতু। আর না। আর এখানে থাকা যুক্তি নয়। কিন্তু একি! ভট্টি আছে! মায়ের মুখে শুনেছি, পিতা ভট্টিকুল নির্ম্মূল ক'রেছেন। এই তনোট ভট্টিধ্বংসের সাক্ষী। সেই ভট্টি এখনও আছে! শুধু তাই নয়, তাদের রাজা! এও-ত বুঝতে পা'র্‌ছি ভট্টি। শক্তির যা পরিচয় দিলে তাতে সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো। তাই ত! কি করি! বারাহার ভীম শত্রু নগর-সান্নিধ্যে শুয়ে আছে। ওর যা অবস্থা, একজন বারাহা

বীরকে সংবাদ দিতে পা'র্‌লে সহজেই ওকে বন্দী করা যায়। কি [illegible]রি —কি করি! না না। প্রতারণায় ওর অন্তরের কথা জেনেছি। যার যা ভাগ্য, সে ভোগ করুক। আমি—হীন বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে পা'র্‌ব না।

(প্রস্থানোদ্যতা)

(লৌহদণ্ড হস্তে সুরার প্রবেশ)

সুরা। একি রেবার কাজ! আমি একবার দেখ্‌তে পেলে বেটা নেশা-খোরকে, রাজকুমারীকে তামাসা ক'র্‌বার মজাটা দেখিয়ে দিতুম। একি রাজকুমারী, আবার তুমি এখানে? তুমি কি আজ বারাহা-রাজের মর্য্যাদা ডুবিয়ে দিতে কোমর বেঁধেছ?

কেতু। কেন আ'সব না? একবার ভুল ক'রেছিলুম ব'লে কি বার বার তাই ক'রব! রাজধানীতে রাজকন্যার কেউ অসম্মান ক'রতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তাই আমি নিঃশঙ্কচিত্তে নিরস্ত্র এসেছিলুম এখন (অস্ত্র বাহির করিয়া) এই। মূলরাজ-নন্দিনী আমি—সিংহিনী।

সুরা। বেশ' এখন প্রাসাদে ফিরে চল। মহারাণী তোমাকে আবার না দেখে এতই অস্থির হ'য়েছেন যে, নিজেই তিনি তোমাকে খুঁজতে আ'সছিলেন। আমি তাঁকে থামিয়ে চ'লে এসেছি। নাও চল!

কেতু। তোর হাতে ও কি?

সুরা। (ভূমিতে দণ্ড ঠুকিয়া) আমারও এই। একবার সে দুরাত্মাকে দেখতে পাই, তাহ'লে রাজকুমারীকে তামাসা করার মজাটা একবার দেখিয়ে দিই। রাজকুমারীকে দেখলেই যে যত বেটা নাগরের মধুর ভাব জেগে ওঠে। নাও চল। বুটা-রাজকুমারী তোমার অমর্য্যাদার

শাস্তি দেবার লোক খুঁজতে গেছে। সেও সেই যে গেছে, এখনও পর্য্যন্ত ফেরেনি। তাকে দেখে আবার কার মধুর ভাব জাগলো কি না তার ঠিক কি!

কেতু। তা হ'লে তুই বা বাকি থাকিস্ কেন? তোর জন্যও একটা মধুর ভাবের মহাজন জুটিয়ে দিই।

সুরা। কই—কোথায়? সারা সহর আমি ইক্ষুদণ্ড হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম। এর রস খাওয়াবার একটাও লোক পেলুম না।

কেতু। দেখিস্—আমি লোক দেখিয়ে দিচ্ছি। খাওয়াতে পা বুঝি?

গর্। আহা! তোমার কি মিঠে গলা বন্ধু।

সুরা। ও আবার কে!

কেতু। ওই। দেখে আয়। দেখবো নাগরী, কত রসভাণ্ড তোর বুকে আছে!

গর্। যেন সারেঙ্গে সুরবাঁধা। সা রে গা মা পা ধা নি।

সুরা। আরে ম'ল। আবার একটা নেশাখোর। অমলপানি খেয়ে নেশায় বোঁদ হয়ে আছে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে, তাতে মাছি ঢুকছে।

গর। এ আবার কি সুর বন্ধু? মুদারা উদারা তারা—ক্যাঁ—কোঁ। এ বাজখাঁই কোথা থেকে এসে জুট্‌লে বাবা।

সুরা। এই উল্লুক! উঠে যা!

গর্। কি ব'ল্‌লি রে ছুঁড়ী। (উঠিয়া) উল্লুক!—

সুরা। খবর্‌দার! আর এক পা এগুবি ত এই দণ্ড দিয়ে তোর মাথার ঘী বা'র ক'রে দেব।

গর্। হাঃ হাঃ হাঃ। গর্‌ধনদাসের মাথা এই ফুলের-ঘায়ে ভেঙ্গে দিবি!

সুরা। তবে রে! নেশাখোর গাড়োল! (দণ্ড উত্তোলন)

গর্। (দণ্ড ধারণ ও বক্রীকরণ) নে মতিহীনে! এই নে। তোর

প্রেমালাপের পুরস্কার স্বরূপ এই মালা তোর গলায় পরিয়ে দিলুম। তোদের বারাহার ভিতরে যদি কেউ পুরুষ থাকে ত এই মালা তাকে খুলে দিতে বলিস্। যদি কেউ পারে, শুনে রাখ্ গরধনদাস তার কাছে এই মস্তক অবনত ক'রবে।

সুরা। তাই ত! একি ক'র্লুম! একি হ'ল! কে বারাহা আছ, আমাকে মুক্ত কর—মুক্ত কর।

[সুরার প্রস্থান।

গর্। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা? আমি পশু নই। এ বালিকার বেয়াদবীর তুমি সাক্ষী। আমি তোমার সন্তান। তুমি নির্ভয়ে দাঁড়াও। থা'ক্তে ইচ্ছা হয় থাক, যেতে ইচ্ছা কর—যাও।

কেতু। আমি চ'লে যাব।

গর্। যাও। তবে একটা কথা ব'লে যাও। যে যুবক আমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কচ্ছিল, সে কোথা গেল ব'ল্তে পার?

কেতু। সে কথা কয়নি। বীর! তোমাকে প্রতারিত ক'র্ব কেন! সে সমস্ত কথা আমি ক'য়েছি।

গর্। কেন মা এমন কাজ ক'র্লে?

কেতু। কৌতূহলবশে ক'রেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

গর্। আমার যে অনেক গোপন কথা শুনেছ।

কেতু। তা শুনেছি। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত হও আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রিনি—ক'র্বনা। ক'র্লে এতক্ষণে তুমি বন্দী হ'তে। কেন না, আমি দেখেছি, তোমার আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। যখন চোখ মেলতে, তখন দেখতে তুমি বারাহার কারাগারে।

গর্। তা হ'লে তুমি ত মানবী নও মা, তুমি দেবী। মা চ'লে যাও।

কে একজন অশ্বারোহী এই ভগ্ন দুর্গে প্রবেশ ক'রেছে। অশ্ব দেখে বুঝতে পা'র্‌ছি—আমার—কিন্তু অশ্বারোহীকে চিনতে পা'র্‌ছি না। একবার মাত্র তাকে দেখেছি।

কেতু। বীর! এতক্ষণ যখন করুণা ক'রে আমাকে কাছে রেখেছ, তখন আর কিছুক্ষণ আমাকে এখানে থাকতে দাও। আমি একটু অন্তরালে অবস্থান করি।

গর্। আমাদের কথোপকথন শুনবে?

কেতু। শুনবো।

গর্। কৌতূহল?

কেতু। না—প্রয়োজন।

গর্। তা হ'লে তুমিই?

কেতু। আমি।

গর্। ভাগ্যবতী! কে তুমি?

কেতু। আমি ভাগ্যবতী!

গর্। নিশ্চয়। আমি বারাহার মৃত্যুসম মর্ম্মান্তিক শত্রু। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার ভৃত্য ক'র্‌লে।

কেতু। ছি! ওকথা ব'ল না। তুমি অজ্ঞাতসারে আমাকে বন্ধু ব'লেছ। আমিও ছল ক'রে তোমাকে বন্ধু ব'লেছি। তোমাকে কোন কথা গোপন ক'র্‌ব না। আমি বারাহা-রাজকুমারী।

গর্। স'রে যাও মা, স'রে যাও। অপরিচিত—অপরিচিত। এলো—এলো।

[কেতুর প্রস্থান।

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন। তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

গর। আসোয়ার?

সুজন। তার কুশল।

গর্। তার ত কুশল নিশ্চিত। আমি তাকে দেখেছি, দেখে ভাল ক'রে বুঝেছি। নইলে তাকে পাঠিয়ে আমি ঝিমুবার জন্য এ শ্মশানভূমে পড়ে থা'কতুম না। সে যে জয়পতাকা বহন ক'রে আনবার জন্য আমার অমূল্য খোরাসানে চেপে ছুটে গেল, তা সে জয় পতাকার হ'ল কি?

সুজন। তা হ'লে তোমাকেও লাভ ক'র্‌লুম গর্দ্ধনদাস?

গর্। তা হ'লে তুমিই আমার রাজা?

সুজন। না, না ভুল ক'রনা ভাই, আমরা উভয়েই তাঁর প্রজা। আমি ভট্টি এর অধিক পরিচয় আমি জানি না।

গর্। তুমি ভট্টি—এই তোমার যথেষ্ট পরিচয়। ভাই—ভাই! এই চির-পিপাসিত বক্ষের কাছে, শুধু ভায়ের বুক এনো না। রাজার চরণ-স্পর্শ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এস, নইলে এর পিপাসা মিটবে না।

সুজন। এই যে ব'ল্‌লে আমি তাকে দেখেছি—ভাল ক'রে বুঝেছি।

গর্। হুঁ! এই অহঙ্কৃত চক্ষুকে উৎপাটন ক'র্‌লে তাঁর সেবা ক'র্‌তে পা'র্‌ব না—তাই আমি এ দুটোকে আর তুল্‌লুম না। নারায়ণ! নেশাখোর পাগলের মূর্ত্তি ধ'রে এ হতভাগ্য নেশাখোরকে ছলনা ক'রে গেলে! অমলপানি! আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ। তার পর? জয়-সংবাদ?

সুজন। কি শুনতে চাও?

গর্। মোটা রাঠোর?

(কেতুর প্রবেশ)

কেতু। পরাস্ত হয়েছে?

সুজন। একি বারাহা-রাজকুমারী আপনি এখানে কেন?

কেতু। আমি বিজয়ী রাঠোরের ফেরবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

সুজন। তাহ'লে ঘরে যাও। রাঠোর আর ফিরবেনা।

কেতু। রাঠোর পরাস্ত হয়েছে?

সুজন। রাজকুমারী! আমরা ভট্টি।

কেতু। তা' বুঝতে পেরেছি ব্রহ্মচারী। কিন্তু ভট্টিকে কি আকুল আগ্রহে সংবাদ-প্রার্থিনী এক রমণীকে সংবাদ দিতে নেই?

সুজন। ভট্টি, হয় মরে, না হয় মারে, মধ্যপথে দাঁড়িয়ে থাকে না। রাঠোর ম'রেছে।

গর্। আর এখানে এক অনুপল বিলম্ব ক'রনা। দাও ভাই, আমাকে রাজা দেখিয়ে দাও।

সুজন। না, আর বিলম্ব মূর্খতা। চ'লে এস।

কেতু। গরধন দাস, আমাকে সঙ্গে নাও।

গর্। ভৃত্যত্ব স্বীকার ক'রেছি। মিছে করিনি। এস রাণী এস।

সুজন। সেকি! কোথায়? ফিরে যাও রাজকুমারী, এখনি ঘরে ফিরে যাও।

কেতু। ফেরবার আর আমার উপায় নেই। সেই পাগল নেশাখোর— যারে তোমরা রাজা ব'লছ, সেই আমার স্বামী। এ আমার মনের সঙ্কল্প। দেবতাতেও শোনেনি। তোমরা শুনলে। আমি আজ প্রভাতে পণ ক'রেছিলুম।

সুজন। সত্য সঙ্কল্প?

কেতু। নিশ্চয়। আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনী।

সুজন। মা! আমি তোমাকে দেখে আমার ভাইকে সকল কথা ব'লতে পারিনি।

কেতু। আরও কেউ ম'রেছে নাকি?

সুজন। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যৌবনের উদ্দামভাবের প্ররোচনায় তুমি তোমার পিতার বিপুল মর্য্যাদা অতিক্রম ক'রনা। ঘরে যাও। ঘরে ব'সে দু'দিন ধীর ভাবে নিজের অবস্থার আলোচনা কর।

কেতু। অনেক দুর এসেছি। ফেরবার আর উপায় নেই। আর কেউ ম'রেছে?

সুজন। তোমার ভাই।

কেতু। ভাই!

সুজন। বারাহা, লাঙ্গাই, রাঠোর—এক দণ্ডে আমার রাজা, তিন রাজকুল নির্ম্মূল ক'রেছে।

গর্। বা! বা রাজা! বা! তনোট দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা! এতদিন পরে তোমার হত্যার প্রতিশোধ হ'ল।

সুজন। আর কেন গরধন?

কেতু। ভদ্র! একটু দাঁড়াও।

সুজন। আর মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও আমাদের অপেক্ষা করা অসম্ভব। এই সমস্ত শুনেও যদি তোমার আমাদের সঙ্গে আ'সতে প্রবৃত্তি হয়, তা'হ'লে এস রাণী, তোমাকে নিয়ে তোমার ভ্রাতৃহন্তার পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি। চল—বিলম্ব ক'র না।

গর্। ফিরতে যদি অভিরুচি হয়, তা হ'লে যাও কাঙ্গালিনী, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতা ঘরে ফিরতে না ফিরতে, অঞ্চল হাতে লয়ে প্রাসাদে তার আগমনের অপেক্ষা কর।

কেতু। আমি তোমাদেরই সঙ্গে যাব।

সুজন। কাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব?

কেতু। তোমাদের রাণীকে।

সুজন। রাণী! এই খানেই তোমার চরণ-স্পৃষ্ট-ভূমি-সিংহাসনে, তোমার মহামহিমময় শ্বশুরের ভগ্ন গৃহে আমাদের অশ্রুজলে তনোটেশ্বরীর প্রথম অভিষেক ক'র্‌লুম। (উভয়ের অবনত জানু হওন)

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

কমলা ও রেবা।

কমলা। ভগিনী, ভট্টির ইতিহাস শুনলে—জাতির গর্ব্ব বুঝলে। আজ তুমি সেই পবিত্র কুলের আশ্রয় পেয়েছ। স্বামী তোমার আশ্রয় গ্রহণের কথা জানে না। সে কথা জানাবার ভার আমার উপর রইল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব যে বংশের মূল, সেখানে ক্ষুদ্র শরীরগত পশুপ্রেমের স্থান নাই। আমি একবার মাত্র তোমার দেবতার সঙ্গে কথা ক'য়েছি। কথা ক'য়েই নিজের অধিকার গ্রহণ ক'রেছি। সেই অধিকার বলেই আমি তোমাকে ব'ল্‌ছি, স্বামীর হৃদয়ে আজ থেকে তোমার পূর্ণ অধিকার। আর অধিকক্ষণ থাক্‌ব না। বারাহা লাঙ্গাই—কেউ নগরে নেই ব'লে ঘর থেকে বেরিয়েছি। আমি চ'ল্‌লুম। দেবীগৃহে কেউ রইল না। যতক্ষণ না তোমার শ্বশুর ফিরে আসেন, ততক্ষণ এখানে অবস্থান কর। ভগিনী, তোমাকে ছা'ড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না, কিন্তু কি ক'র্‌ব, আমাকে যেতে হবে।

রেবা। আমিও যে বুঝতে পা'র্‌ছিনা দিদি! আমি তোমাকে কেমন ক'রে ছা'ড়ব! তুমি এত সুন্দর, এত মধুর!

কমলা। থা'ক্‌বার সমস্ত ইচ্ছা রোধ ক'রে চ'লে যাচ্ছি। তুমিও আমাকে জড়িয়ে ধ'র্‌বার সমস্ত ইচ্ছা রোধ ক'রে ছেড়ে দাও। প্রতিদণ্ডে, প্রতি-মুহূর্ত্তে, শয়নে, উত্থানে স্মরণ রাখবে তুমি ভট্টিকুলবধূ। বোধ হচ্ছে যেন তোমার শ্বশুর আ'সছেন।

রেবা। আর্য্যকে পরিচয় দেব?

কমলা। দেবার অভিরুচি হয় দিয়ো। কিন্তু যতদিন তিনি আত্মপ্রকাশ না করেন, ততদিন তাঁকে প্রকাশ ক'র না। তোমার স্বামীর কথার ভাবে বুঝেছি, তিনি সন্তানের কাছে আজও আত্মপ্রকাশ করেন নি।

রেবা। পিতৃগৃহে যেতে পা'র্‌ব?

কমলা। ইচ্ছারোধ ক'র্‌তে না পার, যেয়ো। কিন্তু আর কি তুমি সেখানে যাবার অবকাশ পাবে? প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বিপদজাল যেন চারিদিক থেকে আমাদের ঘেরতে আ'সছে। আমার হতভাগ্য সন্তান আমার তিরস্কারে সেই প্রভাতে ঘর থেকে বেরিয়েছে। যদি ঘরে ফিরে আমাকে দেখতে না পায়, তাহ'লে আবার সে ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে। আমি আজ তাকে পরিচয় দেবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার বিংশবর্ষব্যাপী ব্রতের উদ্‌যাপন। রেবা! স্বামীর চিতাভস্ম বুকে বেঁধে বিংশবর্ষ আমি শ্মশানপার্শ্বে বসে আছি।

রেবা। উঃ নিষ্ঠুর পিতা!

কমলা। না, না ভট্টিকুলবধূ! পিতাকে অশ্রদ্ধা ক'রনা। ভাগ্য—ভাগ্য! প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে তিনি আমার স্বামীর অকালমৃত্যুর কারণ হননি। জাতির স্বাধীনতা, বারাহারাজের সঙ্গে সখ্য এই দুই রক্ষায়

পিতা আমাদের সত্যবদ্ধ। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা ক'রনা। আমি প্রতি প্রভাতে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করি।

রেবা। অশ্রদ্ধা হ'য়েছিল। এই তোমার উপদেশে আবার তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লুম।

কমলা। এইবারে আসি ভগিনী।

রেবা। একবার দাঁড়াও—তোমাকে প্রণাম করি।

কমলা। তুমি আমারই মত আয়ুষ্মতী হও। বিস্মিতা হ'য়োনা রেবা! বিস্মিতা হ'য়োনা। আমি চিরায়ুষ্মতী! এই দেখ বামহস্তে সুবর্ণবলয়—আমার পতির অমরত্বের চিহ্ন। কেবল তাঁর আদেশ পালন ক'র্‌বার জন্য দক্ষিণহস্ত বন্ধনশূন্য ক'রে রেখেছি। আমার গুরু তোমার শ্বশুর আমাকে এ বলয় খুলতে দেননি। তিনি ব'লেছেন লোভী, ভীরু, কামী, প্রতারক—এরা দেবতার চক্ষে মৃত; এদের দ্বারা জগতের কোনও শুভ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। এদের যারা স্ত্রী তারা স্বামীর জীবনসত্ত্বেও বিধবা। আমার স্বামী অমর, আমি অমর-পত্নী।

রেবা। বুঝেছি রাণী! আবার আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমারই মত চিরায়ুষ্মতী হই।

কমলা। চিরায়ুষ্মতী হও।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

(দেবিদাস ও রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। দাদাঠাকুর! আর আমি যাবনা। তোমার এ দেবতার ঘর—আমি নীচ।

দেবি। কে ব'ল্‌লে?

রুই। তোমাদের শাস্তরই ব'লেছে দেবতা।

দেবি। শাস্ত্র মর্ম্মভেদী কথা কয় যে নিজের মর্ম্মে প্রবেশ ক'রতে পারে সেই শাস্ত্রের অর্থ জানে। অন্যে জানে না। বিশ বৎসর তুই ভট্টিজাতির হৃদয় নিজের বুকে লুকিয়ে রেখেছিস। রুইদাস! মর্ম্মের সন্ধান একমাত্র তুই পেয়েছিস। তোর মত পবিত্র বস্তু রাজোয়ারায় আমিত কই আর একটাও দেখ্‌তে পাই না।

রুই। তুমি যা বল দাদাঠাকুর, আমি এইখান থেকেই পেরণাম ক'রে রওনা হই। মা আমার ওখানেও আছে— এখানেও আছে।

দেবি। তা হ'লে মায়ের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম?

রুই। একশো বারই কি আর ওকথা কইতে হয় দাদাঠাকুর! চামড়া কাটা আমাদের ব্যবসা। জোঁকের গায়ে কি জোঁক ব'স্‌তে পারে! আসুক না দেখি রাজার কত সামন্তি আছে। আমরা হাজার ঘর চামার একঠাঁই। এলে শালাদের একেবারে মোষ ফাঁড়া ফেঁড়ে ফে'লবো।

দেবি। বেশ ভাই, বেশ। তুমি ভিন্ন অন্য কারো ওপর ভট্টিকুলেশ্বরার ভার দিতে সাহস ক'রলুম না।

[রুইদাসের প্রস্থান।

(রেবার প্রবেশ ও দেবিদাসকে প্রণাম করণ)

একি! বুটা-রাজকুমারী? তুমি এখানে কখন এলে?

রেবা। অনেকক্ষণ। বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার কাছেই এসেছিলুম।

দেবি। কি প্রয়োজন?

রেবা। প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে।

দেবি। তুমি কি আমার কথা শুনেছ?

রেবা। ওই চর্ম্মকারের সঙ্গে যে কথা ?

দেবি। হাঁ। শুনেছ ?

রেবা। শুনেছি।

দেবি। তা হ'লে ত আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পা'র্‌ব না, বুটা-রাজকুমারী! এ আমার হৃদয়ে চির-নিবদ্ধ গোপন কথা। মন্ত্রবৎ—আমার ইষ্ট ভিন্ন কেউ জানে না। তুমি শত্রু-দুহিতা।

রেবা। আমি আপনার পুত্রবধূ।

দেবি। পুত্রবধূ!

রেবা। পিতা! আমিও আপনার চরণাশ্রিতা ভট্টিকুল-ললনা। বুটার সঙ্গে সম্বন্ধ রা'খতে ব'লেন থাকে, না র'াখতে বলেন—নেই।

দেবি। তুমি যে আমাকে বড়ই বিস্মিত—বিপদগ্রস্ত ক'রলে! আমি ত তোমার বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পা'র্‌ছি না।

রেবা। কথা অবিশ্বাস ক'রছেন ?

দেবি। না। যে সতীর গর্ভে কমলাদেবীর জন্ম, তুমিও সেই পবিত্র গর্ভসম্ভূতা। কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু মা লক্ষ্মী, কখন কেমন ক'রে তুমি আমার পুত্রবধূ হ'লে ?

রেবা। রাজকন্যা কেতুকে কে একজন নেশাখোর অপমানিত ক'রেছিল। তাকে শিক্ষা দিতে পারে এমন একটিও পুরুষ আজ নগরে নেই। দুর্ব্বৃত্তের শাসনের জন্য রাণী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

দেবি। এসে আমার পরিবর্ত্তে আমার পুত্রকে দেখেছ ?

রেবা। তিনি সাহায্য ক'র্‌তে প্রস্তুত নয় দেখে, আমি সাগ্রহে তাঁর হাত ধ'রেছিলুম।

দেবি কিন্তু আমার পুত্র ত আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ জানে না।

রেবা। জানিয়েছেন রাণী।

দেবি। রাণী! সে বেটী কোথা থেকে চুরি ক'রে এসে ঘটকী হ'য়ে গেছে।

রেবা। তিনিই আমাকে হাত ধর্‌বার অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দেবি। আমার পুত্রবধূ হবার বিপদ কি বুঝেছ?

রেবা। রাণীতে প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

দেবি। তা হ'লে এস মা, আমার কুললক্ষ্মী। বারাহা লাঙ্গাইয়ের বিংশ বর্ষীয় উৎসবের দিনে ভট্টিজাতির জয়শ্রী-মূর্ত্তিতে মাতৃ-মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ কর। জগমল!

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। একি হ'ল, ঠাকুর মহারাজ! মায়ের হাতের অসি নিলে কে?

রেবা। আমি নিয়েছি।

জগ। কে তুমি।

দেবি। চিনতে পা'র্‌ছিস্ না মূর্খ? আমার পুত্রবধূ। হাঁ ক'রে দেখছিস্ কি? মাকে সঙ্গে নিয়ে যা। বিশ বৎসর পরে বুঝি দেবীর আবার বলি খাবার সাধ হ'য়েছে। মা আমার বিনা নিমন্ত্রণে পূজার আয়োজন ক'রতে এসেছে। মাকে সাহায্য কর। (নেপথ্যে কোলাহল) একি! সহসা বাইরে কিসের গোল উঠল!

[জগমলের প্রস্থান।

(বেগে দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। ঠাকুর মহারাজ! আজকের মতন—যদি আমাকে বাঁচাবার উপায় থাকে। বড় ক্লান্ত—হাতিয়ার ধ'র্‌বার—আর শক্তি নেই। আশ্রয়—আশ্রয়—আশ্রয়!

রেবা। পিতা! এই—এই। এরই শাসনে আপনার সাহায্য নিতে এ মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছিলুম।

দেবি। কে ও আমার রাজা! কোন চিন্তা নেই রাজা! মায়ের আশ্রয়। আমি তোমার প্রজা। তুমি মায়ের শ্রেষ্ঠ প্রজা। একি! এই যে মায়ের হাতের অসি।

রেবা। আমি দিয়েছি—অত্যাচারীর দমনে মায়ের হাত থেকে নিয়ে আপনার পুত্রের হাতে দিয়েছি।

দেব। তা জানি না। ব্রহ্মচারী দিয়েছে। আমি এই দিয়ে কেটেছি। এই নাও।

দেবি। কেটেছ!

দেব। বারাহা লাঙ্গাই—রাঠোর—তিনবংশ নির্ব্বংশ।

রেবা। তিন বংশ!

দেবি। ভট্টিকুল-বধূ! এই তোমার প্রথম পরীক্ষা। অন্য চিন্তার তোমার আর অবসর নেই। ভ্রাতৃঘাতী বিজয়ী কুলপতিকে হাতে ধ'রে দেবীর গৃহে নিয়ে এস।

রেবা। এস রাজা।

[রেবা ও দেবরায়ের প্রস্থান।

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। মহারাজ!

দেবি। ক'জন?

জগ। জনদশবারো—অশ্বারোহী।

দেবি। তাহ'লে চ'ল্‌বে—চ'ল্‌বে। (নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ) মা চতুর্ভুজা অস্ত্র দিয়েছে। পিপাসার্ত্ত হয়েছে, তাই দিয়েছে। চ'ল্‌বে – চ'ল্‌বে। এ বৃদ্ধহস্তে বারো জন এখনও খুব চ'ল্‌বে। তবে একটু বিলম্ব 'করবার চেষ্টা কর।

[প্রস্থান।

জগ। একটা বুদ্ধি—একটা বুদ্ধি—দে মা একটা বুদ্ধি। আমাদের রাজাকে বাঁচিয়ে দে। এখনও ভাল ক'রে তাকে দেখ্‌তে পাইনি, যাতে দেখ্‌তে পাই, তার উপায় ক'রে দে। একটা বুদ্ধি—একটা বুদ্ধি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মন্দিরের বহিঃস্থ প্রান্তর - সম্মুখে দ্বার।

সর্দারগণ।

১ম সর্। ঠিক দেখেছ?

২য় সর্। আমি ঠিক দেখেছি। বরাবর চোখের উপর রেখেছি। ছোঁড়া বরাবর এই মন্দির লক্ষ্যে ছুটেছে। মন্দিরের কাছে এসেই সে অদৃশ্য হ'য়েছে।

সকলে। তবে আর দুরাত্মা যায় কোথায়—প্রবেশ কর।

১ম সর্। একটু দাঁড়াও। ঐ একটা সাধু আসছে—ওকে একবার জিজ্ঞাসা কর।

(জগমল্লের প্রবেশ)

জগমল্লের গীত।

যে জন ভাব জানে না—তার কিসের লেনা দেনা।
অভাব হ'লে ভাবের ঘরে হ'য়ে পড়ে রাতকানা॥
ভাব না জেনে ভাবুক বলে,
মিশাতে চায় ঝোলে অম্বলে,
কাক মজেছে নিম্বফলে, গুঞ্জন কোকিল তার ভোলে না॥
ভেক জানে না পদ্মের মধু যেমন জলে ভাসে টোপার পানা।
চাঁদের মর্ম্ম চকোর জানে, বোঁচা পেঁচা তা জানে না॥

জগ। আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা।
তব ভব মূল ভেদ ভ্রমনাশা॥

(সভক্তিভাবে) আসুন—আসুন—আসুন। আপনারা কে?

১ম সর্। আমরা কে পরে ব'লুব।

জগ। পরে ব'লুলে হবে না। এখনি ব'লুতে হবে। আজ তনোট ধ্বংসের বিংশবর্ষীয় উৎসব। ঠাকুর মহারাজ তাই আজ মায়ের বিশেষ রকম ভোগের ব্যবস্থা ক'রেছেন। যদি দেখবার ইচ্ছা থাকে, তাহ'লে এখনি প্রবেশ ক'রুতে হবে। নইলে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

১ম সর্। দরজা বন্ধ হ'য়ে যাবে?

জগ। এখনি—হ'ল। আসতে চান ত এখনি আসুন।

১ম সর্। কি ক'রুবে হে?

২য় সর্। একবার জিজ্ঞাসাই করনা।

জগ। আসুন—আসুন—আসুন।

১ম সর। আচ্ছা সাধুজী একজন লোক একটু আগে এ মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছে?

জগ। মায়ের মন্দির—কত প্রবেশ ক'রছে দিন রাত—

১ম সর্। না—না—রক্তাক্ত-কলেবর যুবা।

জগ। রক্তাক্ত—শাদা কালো পাঁশুটে—কত আসছে। মায়ের ভোগ—আসুন—আসুন আসুন।

১ম সর্। ঠিক যদি দেখে থাকত বল।

জগ। আসুন—আসুন—আসুন।

(অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি। কিহে—তোমরা সন্ধান পেলে?

১ম সর্। পাঁচাই সর্দার ব'ল্ছে—এই মন্দিরে তাকে প্রবেশ ক'র্তে দেখেছি।

২য় সর্। নিশ্চয় দেখেছি। যদি না হয়, চোখ দু'টো উপড়ে ফেলবো।

অরি। তবে ভ্যাবাগঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে ক'র্ছ কি। প্রবেশ কর।

সকলে। প্রবেশ করহে।

১ম স। প্রবেশ ক'রে দেখাই যাক্ না। দেবীর মন্দির ত—আর ত কিছু নয়।

জগ। আসুন—আসুন—আসুন।

অরি। এ সাধু কি বলে?

১মসর্। ও কিছুই বলে না। কেবল বলছে আসুন—আসুন। বলে মায়ের আজ বিশেষ রকমের ভোগের ব্যবস্থা হচ্ছে। ঠাকুর মহারাজের আদেশে এখনি দরজা বন্ধ হবে। যদি ভোগ দেখতে চান তা'হ'লে এখনি মন্দিরে প্রবেশ করুন।

জগ। ঠাকুর মহারাজ!

দেবি। (নেপথ্যে) হ'যেছে।

জগ। আসতে ইচ্ছা করেন ত আসুন। নইলে এই দরজা বন্ধ ক'রে চল্লুম। প্রভু—প্রভু! এ অধীনের অপরাধ নেবেন না।

অরি। তোমরা সকলে এইখানে প্রহরীর কার্য্য কর। দুরাত্মাকে যদি বন্দী ক'র্তে না পারি, তা'হ'লে আমাদের মরণই মঙ্গল।

সকলে। ঠিক ঠিক—প্রবেশ কর।

২য় সর্। নিশ্চয়ই আছে, প্রবেশ কর।

[অরিসিংহ ও জগমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুমি প্রবেশ করবেনা সর্দার?

অরি। না।

জগ। তা'হ'লে দোর বন্ধ করি ?

অরি। না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্। যতক্ষণ না সর্‌দাররা ফেরে, ততক্ষণ তোকে ছেড়ে দেব না।

জগ। যদি সর্‌দাররা না ফেরে ?

অরি। (সচকিতে) ফিরবেনা কি ?

জগ। তা কেমন ক'রে ব'লব! (নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি) ঐ মায়ের ভোগারতির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল—শুন্‌চো না ?

অরি। না তোর শির জামিন।

জগ। জামিন কেন—(গলা বাড়াইয়া) এখনি কাটো। আমি ভববন্ধন থেকে মুক্তি পাই। (অরিসিংহকে জড়াইয়া) আমি ভবের বাঁধনে, কষণে, পেষণে নিরন্তর ক্লেশ পাচ্ছি।

অরি। (স্বগত) ওরে বাবা। এ যে ভীমের বল—ছাড় ছাড়!

জগ। এই রকম বন্ধন! ছেড়েও ছাড়ে না। বুঝেছেন প্রভু—বুঝেছেন ?

অরি। বুঝেছি বুঝেছি—ছাড়!

জগ। আমাকে কাটুন, মুক্তি দিন আমার এই বন্ধন—এই ভববন্ধন! (অরিসিংহের অস্ফুট আর্ত্তনাদ) এই কমর যন্ত্রণা—এই রকম গোঁ গোঁ!

অরি। (অস্ফুট স্বরে) ছাঁড়ো ছাঁড়ো! রাজা—বুটারাজ!

(সুচেত্ সিংহের প্রবেশ)

জগ। কি সর্ব্বনাশ! হেলে গেল, আবার কেউটে এলো! (অরিসিংহকে ছাড়িয়া) প্রভু! এই রকম আর্ত্তনাদ—অষ্টপ্রহরই আমার ভিতরে হচ্ছে!

সুচেত। কি খবর অরিসিংহ।

জগ। আসুন রাজা--আসুন! খবর আর অন্য কিছু নয়! প্রভু আমাকে মুক্তি দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দিতে দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন। তাই ওঁকে আমি একটু কাতর হ'য়ে জড়িয়ে ধ'রেছিলুম।

অরি। হাঁ বুটারাজ। অনেক দিনের পর সাধু দর্শন। তাই উভয়ে একটু প্রেমের বাঁও কসাকসি হচ্ছিল।

সুচেত। তার পর? তুমি যে পুত্রঘাতীকে অনুসরণ ক'রতে এলে?

অরি। তার কি আর শেষ আছে! যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন অনুসরণ ক'রব। তাকে ধ'র্‌বো—মা'র্‌বো—ছা'ড়্‌বো না। যদি ছাড়ি—আবার অনুসরণ ক'রব।

সুচেত। আপাততঃ?

অরি। আপাততঃ এই দেবালয়ে দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে আছি। পাঁচাই সর্‌দার দেখেছে যে, আততায়া এই খানে প্রবেশ ক'রেছে। তাই সরদারদের মন্দিরে তল্লাস ক'রতে পাঠিয়েছি। যদি ফাঁক মেরে আততায়ী বেরিয়ে যায়, তাই আমি তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

সুচেত। না অরিসিংহ। তুমি চক্ষু মুদে চলে যাও। কি জানি বিশ্বাস-ঘাতক চক্ষু পাছে অতি দৃষ্টিতে কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। গিয়ে রাজাকে বল, আমি নিজেই তার অনুসরণ ক'রেছি। তুমি ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হও। আততায়ী ধর্‌বার এরূপ ধৃষ্টতা আর ক'র না।

[অরিসিংহের প্রস্থান।

সুচেত। সন্ন্যাসী! অল্পমতি যুবককে প্রতারিত ক'র্‌লে। আমাকেত পা'র্‌বে না।

জগ। দেখে বোধ হচ্ছে, তাই। তারপর?

সুচেত। আমি সেই যুবককে দেখব।

জগ। কেন দেখবেন বলুন?

সুচেত। তুমি আমার কাছে সত্য গোপন ক'র্‌বে না ?

জগ। সাধুর যে তা ক'র্‌তে নেই রাজা।

সুচেত। সে কি ক'রেছে তা জান ?।

জগ। জানি। আপনাকে নির্ব্বংশ ক'রেছে, মুলরাজকে ক'রেছে, রাঠোর মেরেছে।

সুচেত। তাহ'লে সেই ?

জগ। নিশ্চয়। অন্যের এরূপ কার্য্য করা সাধ্য কি!

সুচেত। তাকে দেখব।

গজ। তারপর ?

সুচেত। তারপর কোনও প্রতিশ্রুতি ক'র্‌তে পারি না। পুত্রহন্তাকে দেখে যে ভাব জাগবে, সেইমত কার্য ক'র্‌ব। ইতস্ততঃ ক'রনা সন্ন্যাসী। অন্তরাল থেকে আমি তোমার শক্তি দেখেছি। এখন একবার তুমি এই জরাজীর্ণ শোকভার-নমিতাঙ্গ বৃদ্ধের শক্তি পরীক্ষা কর। (জগমলের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

জগ। এমন ভীম তুল্য শক্তিধরের সন্তানকে একজন বালকে অবলীলাক্রমে সংহার ক'রলে!

সুচেত। আমারই মহাপাপে সে দুর্ব্বল হ'য়েছে। নাও, পুত্রঘাতী কোথায় আছে, দেখাবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

থাকে, তা'হ'লে পালাবিনি। আয় দুরাত্মা! তোকে যমালয়ে পাঠিয়ে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নি। (উভয়ে অসি-যুদ্ধ ও সুচেতের পতন)

দেব। কি বৃদ্ধ! অবলা পেয়ে চুলের মুঠী ধ'রেছিলে না!

সুচেত। আমাকে এখনি হত্যা কর।

দেব। তা' ত কর'বই। ঠাকুর মহারাজ, এই তোমার ষোল পূর্ণ হ'ল।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। রক্ষা কর। হত্যা ক'র না।

দেব। মা! এ এই মায়ের চুল ধ'রে তাকে কাটতে এসেছিল।

কমলা। বৃদ্ধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। ওঠ। বুঝতে পেরেছেন রাজা! ইচ্ছা কর্‌লেই এ কন্যাকে বধ কর্‌তে আপনার সামর্থ্য নাই। এ কন্যা ভট্টি-কুলপতির খুল্লতাত-পত্নী। বলিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরী রাওয়ের পুত্রবধূ।

সুচেত। কে তুমি? কমলা? কমলা?

কমলা। এখনও আপনার আবেগময় প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আসেনি। দেবরায়! পূজ্যপাদ মাতামহ-জ্ঞানে এই মহাত্মাকে প্রণাম কর। আর পিতৃশত্রুজ্ঞানে এখনই এঁর সান্নিধ্য পরিত্যাগ কর। যান রাজা, সেই দুরাত্মা বারাহাপতিকে আমার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করুন।

(দেবিদাসের প্রবেশ)

দেবি। বুটারাজ! মহিমময়ী কন্যার করুণায় ষোড়শীর গলার মালা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। ওই দেখ,—

(পট পরিবর্ত্তন)

তোমার পঞ্চদশ সহচরের মুণ্ডে চতুর্ভুজা আজ নৃমুণ্ডমালিনী। যাও রাজা! কর্ম্মদোষে, ভাগ্যদোষে, তোমার গৌরব নষ্ট হয়নি। পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হও। যদি এখনও মনুষ্যত্ব থাকে, তা হ'লে দৌহিত্রকে আশীর্ব্বাদ ক'রে প্রস্থান কর।

সুচেত। স্বপ্ন নয় —সত্য। শক্তিতে পূর্ণ পরিচয়। আশীর্ব্বাদ—আশী-
র্ব্বাদ।

[সুচেতের প্রস্থান।

দেবি। জগমল!

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। আদেশ, গুরু মহারাজ!

দেবি। দেবী-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ কর। পঞ্চদশ বারাহামুণ্ড-নেত্র ষোড়শের
প্রতীক্ষায় ধ্যান-স্তিমিত হ'ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তনোটদুর্গের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভস্থ গৃহ।

দেবিদাস ও দেবরায়।

দেবি। নাও রাজা, প্রবেশ কর। এই সমস্ত তোমার পিতার, আমার উপর ন্যস্ত সম্পত্তি। যক্ষের ন্যায় দূরে ব'সে ব'সে একে আমি আগলেছিলুম। এই তোমার পিতার প্রতিষ্ঠিত তনোট। এই দুর্গ বারাহা যথাশক্তি ভগ্ন ক'রেছে। ভগ্ন ক'রে ভট্টিজাতিকে আশ্রয়হীন জ্ঞানে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে। স্থান এখন শ্বাপদসঙ্কুল। ভুলেও কোন বারাহা এ স্থানের মৃত্তিকায় পাদস্পর্শ করে না। মাঝে মাঝে এর ভগ্ন প্রাকার হ'তে কখনও কোন বৃদ্ধ প্রজার ভট্টি-গৌরবের অনুস্মরণে উচ্চারিত শোক-সঙ্গীত আমি সেই দূরস্থ দেবীমন্দির থেকে শুনতে পাই। আমি

সেই—সেই শুভ দিনে সেই সঙ্গীত-সুধা আরতির শঙ্খধ্বনিতে মিশিয়ে দেবীকে উপহার দান করি। তোমার পিতার এই অতুল কীর্ত্তির সমস্তই বারাহা ভগ্ন ক'রেছে। কিন্তু এর হৃদয় ভাঙ্গ্‌তে পারেনি। এ দুর্ভেদ্য গুপ্ত স্থান স্পর্শ ক'র্‌তে পারেনি। তুমি যদি ঠিক থাক, কখনও স্পর্শ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না।

দেব। কি ক'রে ঠিক থা'ক্‌ব বল।

দেবি। সর্ব্বদা মনে রা'খ্‌বে তুমি রাজা। আর তোমাকে বেষ্টন ক'রে যে যেখানে আছে, সেই তোমার প্রজা।

দেব। বারাহাকে কি মনে ক'র্‌ব ?

দেবি। তোমার বিদ্রোহী প্রজা।

দেব। চামার ভাইদের কি মনে ক'র্‌ব ?

দেবি। আর তোমার কেউ ভাই নেই। তুমি তোমার—তোমার তুমি। ভাই বল, বন্ধু বল, পিতা বল, মাতা বল—নিজেকেই নিজের সমস্ত সম্পর্কী মনে ক'র্‌বে। অপরে তোমার প্রজা--পুত্র—পাল্য।

দেব। তাদের ওপর আমার কি কোনও কৃতজ্ঞতা নেই ?

দেবি। কর্ত্তব্য আছে—কৃতজ্ঞতা নেই। কেননা, রাজা দেশের মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক রক্ষা—দেহ-রক্ষা। সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ মানব মস্তিষ্কহীন হ'লে তার যে দশা, রাজার অভাবে রাজ্যেরও সেই দশা। তারা তোমাকে রক্ষা ক'রে কেবল আত্মরক্ষা ক'রেছে। তুমি আত্মরক্ষা ক'রে তাদের রক্ষা ক'র।

দেব। ঠাকুর মহারাজ! তুমি আমার কে ?

দেবি। আগেই ত বলেছি রাজা, আমি তোমার প্রজা।

দেব। আমি মূর্খ ব'লে কথার ছলে আমাকে ভুলিয়োনা। বল তুমি আমার কে ?

দেবি। রাজা! সে প্রশ্ন ক'র না। কঙ্কালাবশিষ্ট-মূর্ত্তি –তোমার সঙ্গে কথা কইছে - এই যথেষ্ট। উত্তর দিতে গেলে আমি আত্মহারা হ'ব। তোমাকে কর্ত্তব্য ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না।

দেব। বেশ, আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না।

দেবি। এস্থানে যতক্ষণ প্রবেশ না ক'রেছিলুম, ততক্ষণ আমি ঠিক ছিলুম। এখানে প্রবেশ ক'রে আমি আত্মহারা। রাজা, এই গৃহের বহির্ভাগে—ঠিক বামে, তোমার পিতার প্রতিষ্ঠিত এক কূপ আছে। সেই কূপোদক আমার পুত্রবধূ নিয়ে আস্‌ছে।

দেব। কেন?

দেবি। আমি তোমাকে এইখানে অভিষিক্ত ক'র্‌ব।

দেব। সিংহাসন?

দেবি। এই তনোটের চিরপবিত্র মৃত্তিকা। এর তুল্য শ্রেষ্ঠ আসন আর নেই।

দেব। তাতে তোমার অভিষেকের প্রয়োজন কি? আমি নিজে নিজেইত সে কাজ সম্পন্ন ক'র্‌তে পারি।

দেবি। তোমার অভিপ্রায় বুঝেছি রাজা। কিন্তু বারাহার সিংহাসনে—

দেব। বারাহা কি নিজে সিংহাসন রচনা ক'রেছে?

দেবি। না রাজা, তোমার পিতার লুণ্ঠিত অপূর্ব্ব মণিময় সিংহাসন। কিন্তু সে সিংহাসনে তোমাকে বসিয়ে অভিষিক্ত ক'র্‌তে আমার যে আর সময় হবে না।

দেব। কেন?

দেবি। তোমাকে অভিষিক্ত ক'রেই আমি বারাহাপতির কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌ব।

দেব। প্রাণের ভয়ে?

দেবি। না রাজা, তোমাকে দেবীমন্দিরে আশ্রয় দিয়ে, আমি রাজদ্রোহী হ'য়েছি।

দেব। এই যে ব'ল্‌লে আমি রাজা।

দেবি। তুমি রাজা—আমি নই। আমি বিশবৎসর বারাহারাজের অন্ন-ভোক্তা প্রজা।

দেব। তখন এ কথা ব'ল্‌লে না কেন? তা হ'লে আমি তোমার আশ্রয় নিতুম না।

দেবি। তোমাকে দেখেই আমি আত্ম-বিস্মৃত হ'য়েছিলুম।

দেব। সেই জন্যই কি অতগুলো বারাহা সর্‌দারকে হত্যা ক'র্‌লে।

দেবি। না রাজা, তখন আর আমি আত্ম-বিস্মৃত নই। তখন আত্ম-বিস্মৃত হ'লে তাদের হত্যা ক'র্‌তে পা'র্‌তুম না।

দেব। তা হ'লে বারাহাদের হত্যা ক'রে তুমি রাজদ্রোহী নও?

দেবি। না রাজা! যে দণ্ডে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, সেই দণ্ডেই আমি রাজদ্রোহী। যখন আশ্রয় দিয়েছি, তখন তোমাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম।

দেব। এ ঘরে তুমি আর কখন প্রবেশ ক'রেছিলে?

দেবি। বহুবার প্রবেশ করেছি। আমারই পরামর্শে রাজা এ দুর্গ-গৃহ নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন।

দেব। তা হ'লে যাও সন্ন্যাসী, তুমি বারাহাকে আত্ম-সমর্পণ কর।

দেবি। অভিষেক?

দেব। আত্মহারার হাতের জল আমি মাথায় দেব না। বল্‌লে, তুমি এ ঘরে অনেক বার প্রবেশ ক'রেছ। কিন্তু আজ প্রবেশ ক'রেই তুমি আত্মহারা হ'লে। আমি জীবনে কখন এরূপ ঐশ্বর্য্যময় ঘর দেখিনি। নেশাখোর—নেশার কল্পনাতেও আমি ঘরের এ রকম অপূর্ব্ব আভরণ

অনুমান ক'র্‌তে পারিনি। কিন্তু দেখে আত্মহারা হওয়া দূরে থাক্‌, এখানে প্রবেশ-মাত্র চিরজীবনের জন্য আমার চোখ থেকে নেশা চ'লে গেছে। এ ঘরের প্রতি অংশ আরসীর মত আমাকে আমার মুখ দেখাচ্ছে। যাও সন্ন্যাসী, তুমি আমার যা ক'রেছ, তার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতেও তুমি আমাকে অধিকার দিলে না। তোমারই উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে তোমাকে আমি সন্তুষ্ট মনে বিদায় দিই।

দেবি। রাজা— আশীর্ব্বাদ।

দেব। প্রণাম সন্ন্যাসী।

[দেবিদাসের প্রস্থান।

দেব। এই ঘর—আর এই আমি। আর চারিদিকে অনন্ত আকাশতলে পিতার অপহৃত রাজ্য। অনন্ত আকাশের তুলনায় সে রাজ্য কতটুকু! চামারের ঘরের বেড়ার মধ্যে আমার মায়ের সেই ছোট কুঁড়ের চেয়ে সে কত বড়? আকাশ এ রাজ্য দেখে যেমন হাসে, ওই কুটীরটিকে দেখেও তেমনি হাসে। এই ঘরের চারিদিকে কত ধন! চারিদিকের দেয়ালে কত আভরণ! কিন্তু আমার এই তুচ্ছ বসনে বাবার শত্রুর রক্ত আভরণ। কোনটার মূল্য বেশি। তবে আমার চাবারই বা কি কি আছে—পাবারই বা কি আছে। তা হ'লে চল মূর্খ, নেশাখোর! পরমানন্দে এগিয়ে চল। :এক দিকে বারাহা—বারাহা—বারাহা—কেবল বারাহা। অন্য দিকে, আমি একা। তারা এইবারে আমাকে মেরে ফে'ল্‌বার জন্য এগিয়ে আস্‌ছে। আমিও তাদের মেরে ফে'ল্‌বার জন্য এগিয়ে যাই। (রেবার প্রবেশ) আমার মা?

রেবা। তোমার মা এখানে প্রবেশ ক'র্‌লেন না। ব'ল্‌লেন, যখন স্বামীর অনুগামিনী হয়েও সমৃদ্ধিশালী তনোটে প্রবেশ ক'র্‌তে পাইনি, তখন

পুত্রের অভিষেক-রহস্য দেখতে শ্মশানে প্রবেশ ক'র্‌ব কেন? তিনি তাঁর পর্ণকুটীরে ফিরে গেছেন।

দেব। ঠিক হয়েছে—মা যদি আ'সত, তা হ'লে তাকে আমি এই ঘরে পুরে কবাট বন্ধ ক'রে দিতুম। ঘরের এই ধন আগলাবার জন্য বক্ষ ক'রে রা'খতুম। দাও সতী, তুমি আমার মাথায় জল দাও।

রেবা। আমার শ্বশুর?

দেব। শোন, আমি রাজা। সাধু ব'লেছে। সাধুবাক্য মিথ্যা নয়। যদি ভট্টি হও, তা হ'লে আগে আমার হুকুম শোন। তার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা।

রেবা। আমি ভট্টি।

দেব। ভট্টি চিরস্বাধীন?

রেবা। চিরস্বাধীন।

দেব। দাও মা সতী, আমার মাথায় জল দাও। (রেবার জল দান) এই আমার প্রথম ও প্রধান অভিষেক। পৃথিবী আমার আসন—সতীর হাতের শান্তি-জলবিন্দু আমার মাথার ভূষণ—শত্রুর রক্তে লালিম বসন আমার গেরুয়া। মা, আমি পরাধীনের জল মাথায় দিইনি।

রেবা। আমার শ্বশুর পরাধীন?

দেব। শ্বশুর ব'ল না—স্বামীর পিতা বল। স্বামী যদি পরাধীন হয়, তা হ'লে তুমি তাঁরও সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না। তুমি সতী সত্য তোমার স্বামী—তুমি নিজেকে ভট্টি ব'লেছ। কথা মিথ্যা নয়।

রেবা। কথা মিথ্যা নয়।

দেব। তা হ'লে যাও মা, তোমার এ সন্তানের রাজ্য। এর সমস্ত স্থানে ইচ্ছামত বিচরণে তোমার পূর্ণ অধিকার।

রেবা। আমি ভট্টি বটি রাজা! তথাপি আমি অবলা।

দেব। মা কি আমার অবলা? আমি পৃথিবীর মধ্যে এক মাকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করি না।

রেবা। তোমার জয় হ'ক মহারাজ, তোমার জয় হ'ক। আমি আমার সন্তানের রাজ্যে একবার যথেচ্ছা ভ্রমণ করে আসি।

[রেবার প্রস্থান।

(দেবরায় কর্ত্তৃক গৃহদ্বার রুদ্ধ)

(রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। রাজা!

দেব। কি রে বুড়ো, সম্পর্ক ছা'ড়তে এসেছিস?

রুই। তা কেমন ক'রে ছা'ড়ব রাজা! আমি যে তোর চিরদাস!

দেব। এই যে ছা'ড়ছিস্ - রাজা ব'ল্‌ছিস্ যে।

রুই। তা হ'লে কি ব'ল্‌ব ভাই?

দেব। এই—ভাই বল্। দাস কি? তোরা ভাই, বন্ধু—তুই দাদা—মায়ের বাপ্। মায়ের যে বাপ, সে চামার?

রুই। তা হ'লে চ'লে আয় ভাই।

দেব। না। আগে শোন্। আমার এই ছোট আস্থানাকে এক রাতের মধ্যে কেল্লা ক'রে দিতে পারিস্?

রুই। এক রাত্তিরে?

দেব। আজ রাত্তিরে। চারদিকে গড়খাই।

রুই। কতটা ক'র্‌ব?

দেব। যতটা পা'র্‌বি। কিন্তু বুঝে—সকালে আমার কেল্লার যেন কিছুই বাকি না থাকে।

রুই। এই কথা! যা ভাই, তুই ঘুমুগে যা, ও সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

দেব। তোকে কি আর পুরস্কার দেব ভাই! এই নে—

(রুইদাসকে আলিঙ্গন।

রুই। আমাকে ছুঁলি ভাই!

দেব। রুইদাস! রাজা অপবিত্র হয় না। তুই আজ থেকে পবিত্র হলি। তোর সঙ্গে সঙ্গে তোর জাতি পবিত্র হ'ল। আমি ওই দুর্গ-প্রাচীরে ব'সে রইলুম, যখন ফিরে আসবো, তখন সিংহদ্বার দিয়ে যেন আমার নগরে প্রবেশ করি।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদের বহিঃকক্ষ।

মুলরাজ।

মুল। কি ক'র্‌তে কি হ'ল! উৎসব ক'র্‌তে 'গয়ে বিষাদের বোঝা মাথায় ক'রে ঘরে ফি'র্‌লুম। এই বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বংশ। মৃত্যুর পূর্ব্বে বংশের যে একটা ক্ষুদ্র প্রতিনিধিও রেখে যাব, তারও উপায় রইল না। শুধু আমি নই—আমার সঙ্গে বুটারাজও নির্ব্বংশ। তার অপরাধ? সত্যে আবদ্ধ হয়ে, সে আমার যথেচ্ছাচারিতার সহায় হ'য়েছিল। এক সঙ্গে তিন তিন জনের মৃত্যু। সঙ্গে অগণ্য বারাহাবীর—কেউ দেখতেও পেলে না। কে যে হত্যা ক'রেছে, জা'নবার উপায় নেই। একটা ক্ষত্রিয়-যোগ্য যুদ্ধে মৃত্যু হ'ত, তা হ'লেও না হয় ভট্টরচিত তার বীরত্ব গাথায় প্রচণ্ড পুত্রশোকের তীব্রতার উপশম ক'র্‌তুম! সুরজমল! একি গুপ্তভট্টির ষড়যন্ত্রে পুত্র হারালুম, না সে নিজের কর্ম্মদোষে দুর্ব্বল হ'য়ে আত্মহত্যা স্বরূপ, দুর্ব্বল করের হীন অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে?

(সুরজমলের প্রবেশ)

সুরজ। না মহারাজ, আপনার পুত্র কর্ম্মদোষেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে।

মূল। তুমি ঠিক জেনেছ ?

সুরজ। প্রত্যক্ষ দেখেছি। বৃদ্ধ – দ্রুতগমনে অশক্ত—রাজকুমারের জীবন রক্ষায় সাহায্য ক'র্‌তে সময়ে উপস্থিত হ'তে পা'র্‌লুম না।

মূল। তা হ'লে সেই যুবকই তিন জনকে হত্যা ক'রেছে ?

সুরজ। সেই যুবক ব'ল্‌ছেন কেন মহারাজ ? চিরজীবন বীরোচিত কার্য্যে আপনি সমস্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছিলেন। শুদ্ধ মাত্র পুরুষ-কারে এত বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেবল একদিনের কাপুরুষ-তায় আপনার সমস্ত মহত্ত্ব আবৃত হ'য়ে গেছে। তাই আজ বিশাল অট্টালিকা আপনার বিশ্রাম লাভের সময় চূর্ণ হ'য়ে গেল। সে যুবক নয় স্বয়ং তনুরায় - আত্মজের মূর্ত্তি ধরে এতদিন পরে তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছে। এসেছে কেন নিয়েছে। প্রথমেই বৃদ্ধ তরুর মূলশাখা ছিন্ন ক'রেছে। তরুস্কন্ধে আর অঙ্কুর স্ফুরণের সময় নাই।

মূল। অস্ত্র ? তুমি দিয়েছ ?

সুরজ। না। এই আপনার অস্ত্র ফিরিয়ে এনেছি।

মূল। তা হ'লে ত সে দুর্ব্বৃত্ত যুবক সরলতার ভান দেখিয়ে আমাকে প্রতারিত ক'রেছে।

সুরজ। ভান কিছু দেখায়নি।

মূল। অস্ত্র পেলে কোথা ?

সুরজ। ব'ল্‌ব মহারাজ ?

মূল। না ব'ল্‌বার কারণ ?

সুরজ। কারণ মহারাজের মূর্ত্তি।

মূল। আমাকে কি চঞ্চল দেখছ?

সুরজ। পুত্রশোকে চাঞ্চল্য আসেনা, এমন পিতার অস্তিত্ব ভাবতে আমার সাধ্য নাই। তনোটধ্বংসের সময় আমার পুত্র বিয়োগ হয়, এখনও সে শোক ভুলতে পারিনি। আমি দেখছি, আমার ভাগিনেয়ও অযোগ্য। সেও যদি সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকত, তা'হলে সে বালকের অস্ত্রমুখে তারও মৃত্যু হ'ত। কিন্তু সে উপস্থিত ছিলনা ব'লে, আমি মনে মনে সুখী হচ্ছি।

মূল। যে জাতির মূলোচ্ছেদ ক'রেছি মনে ক'রে, আজ আমি নিশ্চিন্ত হয়ে উৎসব ক'র্তে গিয়েছিলুম, তার অস্তিত্ব জেনে আমি স্থির হ'য়ে পুত্র-শোক জীর্ণ ক'র্ব? যে কার্য্য আরম্ভ ক'রেছিলুম, তাকে অসম্পূর্ণ রাখাই কি তোমার পরামর্শ?

সুরজ। যা অসম্ভব, তা সম্ভব ক'র্বার জন্য আপনাকে পরামর্শ দেব; অথচ মুখে ব'ল্ব আপনার হিতৈষী। তা কেমন ক'রে বলব মহারাজ?

মূল। যদি থাকে, দুই একটা বীজ অবশিষ্ট—এ আমি ধ্বংস ক'র্তে পা'র্ব না?

সুরজ। সেই দুই একটা বীজই আপনার অট্টালিকা-পার্শ্বস্থ উদ্যানে—আপনারই নিশ্চিন্ততার আবরণে অঙ্কুরিত হ'য়ে আজ বিংশবর্ষ-বয়স্ক তরুতে পরিণত হয়েছে।

মূল। যখন জান্তে পেরেছি, তখন তার মূলোচ্ছেদ ক'র্ব।

সুরজ। বিচক্ষণ মালী তাকে এমন ক'রে আপনার বাগানের গাছের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে যে, তার মূলোচ্ছেদ ক'র্তে গেলে, আপনার সাজানো বাগানের একটাও গাছ অবশিষ্ট থা'কবে না।

মূল। তবে কি আমাকে এই বয়সে মাথা হেঁট ক'রে, সেই বালকের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'র্তে বল?

সুরজ। আপনি দিগ্‌বিজয়ী। এ ঘৃণিত কাজ আমি আপনাকে ক'রতে ব'লব? আমিও কি আপনার দিগ্‌বিজয়ে সহচর ছিলুম না মহারাজ?

মূল। যদি আশ্বাস দিই?

সুরজ। তা হ'লে আপনার উদ্যানের অঙ্গহানি দেবতাতেও বুঝতে পা'রবে না। আশ্বাস দিন, এখনি বলছি।

মূল। না—থাক, শুনব না সুরজমল! আমি এই শেষ জীবনেও আর একবার বারাহার মর্য্যাদা রাখবার চেষ্টা ক'রব।

সুরজ। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করুন। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মতিমান মূলরাজের চেষ্টা বিফল হবে না। বারাহা জাতির মর্য্যাদা চির অক্ষুণ্ণ হ'ক। কিন্তু দোহাই মহারাজ! এ বৃদ্ধ বয়সে জাতি-ধ্বংসের আর চেষ্টা ক'রবেন না। এক চেষ্টা বিফল হয়েছে। লাভের মধ্যে শৈলবক্ষে বজ্র নিখাতের মত সে চেষ্টা আপনার গৌরবময় নামের অঙ্গে দুরপনেয় কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত ক'রে গেছে। ভট্টির স্মৃতি লোকের মন থেকে একরূপ মুছে গিয়েছিল। সে স্মৃতি জাগিয়ে আবার তাকে মুছ্‌তে গেলে বারাহাজাতির রাজোয়ারায় আর স্থান থাকবে না।

মূল। তোমার অমূল্য উপদেশ, একবার ছাড়া চিরদিনই গ্রহণ ক'রেছি। আজও ক'রলুম। কিন্তু দেওয়ান! আমারও তোমার প্রতি অনুরোধ, শেষ অনুরোধ, আমার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রনা। লক্ষ্য ক'রলেও বাধা দিয়োনা।

সুরজ। মহারাজ! আমি মৃতের চক্ষু নিয়ে আপনার পানে চেয়ে রইলুম।

মূল। যাও ভাই—সমস্ত বিজ্ঞ সামন্তদের সংবাদ দাও। গোপন-দরবারে সকলের সমক্ষে আমি বংশনাশের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ক'রব।

[সুরজমলের প্রস্থান।

(সুচেতের প্রবেশ)

সুচেত। মহারাজ !

মুল। 'মহারাজ' ব'লেই চুপ ক'র্‌লে কেন বুটারাজ ? শুন সখা, তোমার সখ্যের আমি যথেষ্ট অপব্যবহার করেছি, কিন্তু স্থির জেনো, আমি কখনও তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিনি। আমি ব'লছি, আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি শোকার্ত্ত নই। শোকার্ত্ত—সেই হতভাগ্যের সঙ্গে তোমারও পুত্রের মৃত্যুর জন্য। আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য কর্ম্মদেবতার কাছে পেয়েছি। তার ওপর অনুযোগ ক'র্‌বার কোনও উপায় রাখিনি। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বীর, আমার সঙ্গে সখ্যের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে তুমি যে সব অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার ক'রেছ, বিধাতার কাছে তোমার এরূপ প্রাপ্তি যে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য !

সুচেত। ন্যায়বান বিধাতা আমাকে ন্যায্য প্রাপ্যই দিয়েছেন।

মুল। কখন না। ইচ্ছা ছিল তোমার কন্যা রেবাকে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে বারাহা-লাঙ্গাইকে চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ক'র্‌ব। সেই উদ্দেশ্যে তাকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়ে আনিয়েছিলুম। কাল সন্ধ্যায়, একদিকে যেমন আমার কন্যা কেতু রাঠোর রাজপুত্র-বধূ হ'ত, অন্যদিকে তেমনি তোমার কন্যা ভবিষ্যৎ বারাহা-রাজ্যেশ্বরী হ'ত।

সুচেত। ন্যায়বান বিধাতা তা হ'তে দেননি।

মুল। বিজ্ঞ রাজা ! মস্তিষ্ক বিচলিত ক'রনা।

সুচেত। আমার মস্তিষ্ক ঠিক আছে। বিধাতার অযথা নিন্দা ক'র্‌ছ—মুলরাজ ! মস্তিষ্ক বিচলিত হয়েছে তোমার।

মুল। সখা বলি—কিন্তু জান তুমি, আমি রাজা ?

সুচেত। বেশ—আমাকে বন্দী কর।

মুল। তোমাকে বন্দী ক'রে বারাহারাজের কোনও লাভ অথবা গৌরব

নেই। শোন সখা! শেষ জীবনে সত্যবন্ধন ছিন্ন ক'রে সত্যের অপলাপ ক'রনা। যা বলি তা প্রণিধান কর। এখনও দুর্দ্দশার প্রতীকারের উপায় আছে। তোমার পূর্ব্বমহত্ব কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ ক'রে ব'লছি, তোমার কন্যা রেবাকে আমি এখনও বারাহা-রাজ্যেশ্বরী ক'রতে প্রস্তুত আছি।

সুচেত। বিকৃত-মস্তিষ্ক আমি না তুমি?

মূল। ব্যস্ত হ'য়োনা বৃদ্ধ, কথা শেষ ক'রতে দাও। বারাহা-লাঙ্গাইকে রক্ষা করা তোমার আমার—উভয়েরই পবিত্র কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমি ইচ্ছা করি, আমার ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র অরিসিংহকে তুমি কন্যা দান কর।

সুচেত। ন্যায়বান বিধাতা তা হবার উপায় রাখেন নি।

মূল। উপায় নিশ্চয় রেখেছেন। হতভাগ্য সন্তানের কাপুরুষের মত দেহ-ত্যাগে আমি বারাহা জাতিতে অশৌচ স্পর্শ ক'রতে দেবনা। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেতু ও রেবা উভয়েরই বিবাহ দেব।

সুচেত। আমাকে পুত্র-শোকার্ত্ত বলছিলেন। এখন দেখছি পুত্রশোকে আপনারই মস্তিষ্ক বিচলিত হয়েছে। তাই আজ পূতিগন্ধময় একটা জাতির অবশেষকে পুনরুজ্জীবিত ক'রবার জন্য আমার রেবাকে একটা অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ ক'রতে ব্যাকুল হয়েছেন। আপনার কন্যাকে যাকে ইচ্ছা দান ক'রতে পারেন। কিন্তু রেবা আপনার প্রজা নয়।

মূল। তার বাপ প্রজা।

সুচেত। তা'হলে এই খানেই তার মীমাংসা হ'ক।

মূল। এখনই কাল বিলম্ব কেন?

(সুরজের প্রবেশ)

সুরজ। দোহাই মহারাজ—একবার বাধা দেব। বাইরে—গুপ্তশত্রু গুপ্ত-

অস্ত্র চালনা ক'রে বারাহাজাতির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করছে। এসময় আত্ম-কলহ ক'রে তাদের সাহায্য করবেন না।

(উভয়ের মধ্যে অবস্থিতি)

মুল। সুরজমল! এখনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে?

সুরজ। এখনি আমাকে ইচ্ছামত শাস্তি দিন। আমি দ্বিরুক্তি ক'র্ব্ব না। তবে আমি জীবিত থাকতে আপনাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ করতে দেব না। এর চেয়ে বারাহা লাঙ্গাই—নির্ম্মূল হ'ক, তাতে আমার আক্ষেপ থাকবেনা।

সুচেত। মহারাজ! আপনারও বংশ গেছে—আমারও বংশ গেছে। যাক্ বারাহা, যাক্ লাঙ্গাই—নির্ম্মূল হ'ক। আপনার জন্য আমি আমার এক আনন্দময়ী কন্যাকে অকাল বৈধব্য দান ক'রে রাক্ষসের চেয়েও নীচ হয়েছি। আবার একটী আনন্দময়ী কন্যাকে অকাল বৈধব্য দান করতে আপনার অনুরোধ রাখতে প্রস্তুত আছি।

মুল। অকাল বৈধব্য কেন হবে?

সুচেত। একদিকে একটা কাপুরুষ, অন্যদিকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী!

মুল। আমাদের পুত্র দুটোকে হত্যা করেছে বলে?

সুচেত। আমাকেও হত্যা করেছে।

মুল। অসি কোষ বদ্ধ কর।

সুচেত। এ মৃতের হস্তধৃত অসি। আপনার হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র তার বীর সহচর সর্দ্দারগুলোকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ ক'রে পালিয়ে এসেছে।

মুল। বল কি?

সুচেত। আমি পারিনি। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মৃত্যু মাথায় বহন ক'রে ফিরে এসেছি। সখ্য বন্ধন এখনও ছিন্ন করতে পারিনি বলে,— এসেছি।

মূল। বেশ ক'রেছ, তোমার মহত্ত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, ওই কাপুরুষকেই কন্যাদান কর। আমার শেষ অনুরোধ—তোমার মহত্ত্ব পূর্ণ হ'ক।

সুচেত। কন্যা পরহস্তগত।

মূল। না, সে আমার অন্তঃপুরে আছে।

সুচেত। বেশ, সন্ধান করুন মহারাজ। থাকে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করুন। আপনার শেষ অনুরোধ আমি রক্ষা ক'র্‌তে প্রস্তুত রইলুম।

মূল। কিন্তু দেওয়ান! তোমাকে আমি কিছুদিনের জন্য বন্দী ক'র্‌ব।

সুরজ। সে কথা ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন কেন? আপনি প্রভু! আপনার অভিরুচি মত কার্য্য করুন।

মূল। হাঁ বন্দী ক'র্‌ব। দুর্ভর জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মনে মনে আমি সখার হাতের তরবারির সাহায্য-প্রার্থনা ক'রছিলুম, তুমি বাধা দিলে। তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'র্‌লে। সুতরাং তুমি দণ্ডনীয়।

(অরিসিংহের প্রবেশ)

অরিসিংহ, আমার পুত্রের মৃত্যুতে তুমিই এখন বারাহারাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। যদি রাজ্যাধিকার চাও, আর আমার পুত্রের জন্য আনীতা বুটারাজকন্যাকে যদি বিবাহ ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে তোমার এই বুদ্ধিহীন মাতুলকে এখনি বন্দী কর।

অরি। মামা! মহারাজের কথায় প্রতিবাদ ক'র্‌বেন না।

মূল। বন্দী কর—বৃথা বাক্যব্যয় ক'র না। প্রাসাদ মধ্যে দেওয়ানেরই নির্দ্দিষ্ট গৃহে নজরবন্দী ক'রে রাখ।

[মূলরাজের প্রস্থান।

অরি। মাতুল! কি ক'রেছেন জানি না। বুঝেছি বড়ই অন্যায় ক'রেছেন। নইলে করুণাময় মহারাজ সহজে রুষ্ট হননি। এখনি মহারাজকে ডেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।

সুরজ মহারাজ তোমার মুখের সাহায্য চাননি—হাতের সাহায্য চেয়েছেন।

অরি। কাজেই, মুখের সাহায্যে যখন কিছু না হবে, তখন হাতের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। আপনার যে বুদ্ধি গেছে, তা আমি বনেই আজ জা'ন্‌তে পেরেছি।

সুচেত। বন্দী কর। তোমার মাতুল বৃদ্ধ বয়সে মতিহারা, শত্রুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়েছে।

অরি। এই বিজ্ঞের কথা। নাও মামা, বন্দী হও। রাজাই যখন আমাকে হ'তে হবে, তখন মমতা রাখ্‌লে চ'লবে না।

সুরজ। তুমি রাজা হবে অরিসিংহ?

অরি। হয়েছি, আবার হ'ব কি? রাজার আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সুরজ। তাই মাতুলকে বেঁধে বুঝি রাজ-লীলার পত্তন ক'র্‌ছ?

অরি। এ সব রাজনীতি—রাজনীতি। এখানে বাবাও নেই, মামাও নেই। আছে শুধু রাজা আর প্রজা। আর মাঝখানে রাজ্য।

সুরজ। বেশ বন্দী কর।

অরি। বন্দী কি আমি ক'র্‌ব? আমি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সর্‌দার্—বন্দী আমার হুকুম ক'র্‌বে। এই—কোন হ্যায়? এঁকে বন্দী কর।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

অরি এই উল্লুক—বন্দী কর্, তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল। রাজার আদেশ।

প্রহরী। মহারাজ নিজে না ব'ল্‌লে পা'রব না প্রভু!

অরি। না পা'রলে কেটে ফে'লব।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। ক'রছ কি হতভাগ্য! পুত্রশোকে মহারাজের সাময়িক উত্তেজনায় তাকে কি ক্ষিপ্ত মনে ক'রেছ? এখনি মাতুলকে পরিত্যাগ কর। আর মুর্খতার জন্য পদধূলি গ্রহণ ক'রে ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (করযোড়ে) বারাহারাজের চিরহিতৈষী মহাভাগ! এই পুত্র-শোকাতুরার প্রতি করুণা ক'রে তার পুত্রশোকাতুর স্বামীকে ক্ষমা কর। এ সঙ্কট সময়ে তোমার সদ্‌বুদ্ধি ভিন্ন বারাহাজাতির অস্তিত্ব রাখবার আর উপায় নাই। একদিনের দুর্বুদ্ধি বশে এক অকার্য্যের ফলে আমাদের আজ এই দুরবস্থা। প্রতিদিনই আমি সতীর অভিশাপের তীব্র ফলভোগের প্রতীক্ষা ক'রছিলুম। আজ সেই ফল পূর্ণমাত্রায় ফ'লেছে। আমার শান্তিপূর্ণ ঘর এক মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠেছে। আপনার স্নেহের শান্তিজলে এখনও পর্য্যন্ত তার রক্ষার আশা আছে। তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে এখনি আমার অবশিষ্ট ভস্মাবশেষ হ'য়ে যাবে। আমার প্রতি করুণা ক'রে আপনার অপমান-জনিত ক্ষোভ পরিহার করুন;

সুরজ। না মহারাণী, আমি কোনও ক্ষোভ করিনি। আমি রাজাকে জানি, রাজার মনের বর্ত্তমান অবস্থাও জানি। বারাহাজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় মহারাজের অপেক্ষা আমার কম স্বার্থ নাই। নিশ্চিন্ত থাক মা, অভিমানে আমি সে স্বার্থে আঘাত ক'রব না।

বিমলা। ক'রছ কি হতভাগ্য, এখনি মহাত্মা মাতুলের পদে নতজানু হও।

অরি। এই দেখুন মাতুল, এই দেখুন বুটারাজ, আমার শক্তিও আছে, ভক্তিও আছে।

বিমলা। বুটারাজ! আপনাকে দেখিনি। আমি এমনি অভাগিনী, পুত্র-বিয়োগেও অনার্দ্রলোচনে কেবল জাতির মর্য্যাদা রক্ষার উপায় অনুসন্ধান ক'র্‌ছি। বিশেষতঃ আপনার অবস্থা চিন্তা ক'র্‌লে আমার শোক ক'র্‌বার অবসর থাকে না। তথাপি মহাভাগ, আমি রমণী! নিরুদ্ধ অশ্রু আমার দৃষ্টিশক্তি অবরোধ ক'রে রেখেছে। আপনি আমাকে আর আমার অনুরোধে এই বুদ্ধিহীনকে ক্ষমা করুন। আর মহারাজ এই বিষম সঙ্কটসময়ে যাতে মর্য্যাদার সহিত আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পারেন, তার উপায় করুন।

সুচেত। আমাদের ব'ল্‌বার কিছু নেই রাণী। আমি সত্যবদ্ধ হয়ে এ জীবন আপনার মহান্ স্বামীর নামে উৎসর্গ ক'রেছি। যখন এতদিন সত্যের অপলাপ করিনি, তখন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তা আর ক'র্‌ব না। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ঘরে ফিরে মহারাজকে সান্ত্বনা দিন।

বিমলা। তা হ'লে বলি, আজ প্রাসাদ থেকে তিন কুমারী অন্তর্হিত হয়েছে। যাও অরিসিংহ, যে কোন উপায়ে পার, কেতু, রেবা ও সুরার সন্ধান কর। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই অবস্থাতেই তাদের বন্দিনী ক'রে পুর প্রবেশ করাও।

[বিমলার প্রস্থান।

সুচেত। যাও অরিসিংহ—মহারাজের মুখচেয়ে তোমার সমস্ত দুর্ব্বলতা বিস্মৃত হলুম। রেবাকে যদি আন্‌তে পার, তা'হলে রেবা তোমার।

অরি। ঠীক আনব—বুটারাজ ঠীক আনব। মামা! শক্তি দেখলে, ভক্তি দেখলে,—এইবারে এই অধমাধমকে আশীর্ব্বাদ কর। মনে মনে আশীর্ব্বাদ চ'লবে না। হুঁ হুঁ করে আশীর্ব্বাদও চ'লবে না। একবার স্পষ্ট ক'রে বল—আশীর্ব্বাদ। যেন রেবাকে এনেই আপনার চরণে নিক্ষেপ ক'র্‌তে পারি।

সুরজ। রেবাকে যদি বধূ ক'র্‌তে পার, তাহ'লে সে তোমার মাতুলের পক্ষেও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

অরি। বস্ এই কথাই আমি শোনবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলুম।

সুরজ। আসুন রাজা, মন্ত্রণার জন্য মহারাজ সমস্ত সামন্তদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে আমার উপর আদেশ দিয়েছিলেন। আপনিই প্রথম নিমন্ত্রিত।

অরি। নে আয়—সমস্ত পলটনকে এই রাত্রেই সজাগ ক'র্‌বি আয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

মূলরাজ।

তীক্ষ্ণদৃষ্টে করিছে দর্শন।
বালকের বিলোলনয়ন
এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি কোথা পেলে?
দৃষ্টি যদি পাছু রেখে গেল—
সন্তানের কোমল কটাক্ষ
সংগোপনে করিয়া আশ্রয়
সে যদি আমার চক্ষু সবলে বিঁধিল,
কোথায় মরিল তন্মুন্নায়?

(বিমলার প্রবেশ)

রাণী। শোক ক'র্‌বার কি তোমার উপায় আছে? যদি তোমার পুত্র অন্য কর্তৃক হত না হ'ত, আমিই তাকে বিনাশ ক'র্‌তুম। সে যুবক আমাকে পুত্র হত্যার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। তাকে আশীর্ব্বাদ কর।

বিমলা। উপায় থা'কলেও এ হতভাগিনীকে বিধাতা পুত্রশোকে চক্ষুজল ফেলবার অবসর দিলে না। জ্বলন্ত পুত্রশোক মর্য্যাদার চাপে প'ড়ে নিভে গেল।

মুল। মর্য্যাদা—বারাহারাণীর মর্য্যাদা! সে ত নিত্য উর্দ্ধমুখে শৈলমস্তকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'র্‌ছে।

বিমলা। মহারাজ! আপনাকে বলিনি। আপনার অবস্থা দেখে ব'ল্‌তে সাহস করিনি। কিন্তু না ব'ল্‌লে আর চলে না।

মুল। কি বল?

বমলা। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞ। আমি বুদ্ধি দিতে আসিনি।

মুল। বাগাড়ম্বরের সময় নেই রাণী—শীঘ্র বল।

বিমলা। প্রজা 'প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা' ক'রে চীৎকার ক'র্‌ছে।

মুল। এই কথা ব'ল্‌তে তুমি সাহস করনি? এ কথাতে নূতন শোনবার কি আছে? অন্ধকারের গহ্বর থেকে অজস্র প্রতিহিংসার ধ্বনি উঠ্‌ছে,—শুনতে পাচ্ছনা? এতে নূতন কথা শোনবার কি আছে?

বিমলা। মহারাজ—কেতু—

মুল। কেতু কি? কেতুকেও মেরে ফেলেছে? চুপ ক'রে রইলে কেন—বল—বল—বল—

বিমলা। অধীর হ'লে কি ক'রে ব'ল্‌ব মহারাজ!

মুল। অধীর নই—অধীর নই—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা। বল—বল—বল। তবু দাঁড়িয়ে রইলে। কেতুকেও মেরে ফেলেছে? সন্তান ব'লে বস্তু আমার আর কিছু রইল না।

বিমলা। দোহাই মহারাজ, অধীর হবেন না!

মুল। বাপ্‌ ব'লে আদর করা ঘুচে গেছে। মা ব'ল্‌তেও নেই!—বল—

বল—বল—এখনও ব'লছনা। শোন রাণী, এবারে আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না। আর না তোমার মুখে উত্তর শুনতে হয়, তার ব্যবস্থা ক'রব।

বিমলা। আমাকে কা'টবেন ?

মূল। নিশ্চয়—এখনি।

বিমলা। তা যদি পারেন, তাহ'লে বুঝবো, এ কালরাত্রিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভরাত্রি। রাজা, দীপশিখা থেকে নদীর স্রোতে অন্ধকার ছুটে আসছে। তোমার প্রাসাদের প্রতিরন্ধ্র অন্ধকারে ভ'রে গেছে। সে প্রলয় আঁধার-মাখা স্তব্ধ বায়ু আমি আর গ্রহণ ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনা। রাজা আমাকে হত্যা কর। এখনি—কাল বিলম্ব ক'র না।

মূল। কেতুও ম'রে গেল!

বিমলা। ম'রে গেলে আমি আপনার কাছে ম'র্‌তে চাইতুম না।

মূল। সেকি!

বিমলা। প্রভাতে অভাগিনী গৃহত্যাগ ক'রেছে। এখনও পর্য্যন্ত ঘরে ফেরেনি।

মূল। তা হ'লে সেত ম'রেই গেছে।

বিমলা। না।

মূল। তবে ?

বিমলা। সে একটা অজ্ঞাত-কুলশীল নেশাখোরের অনুসরণ ক'রেছে।

মূল। হুঁ! তা হ'লেইত শোকের গতির মুখ ফিরে গেল! তা এ কথা এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে ব'ল্‌তে এলে।

বিমলা। কখন ব'ল্‌ব ? এ অবস্থা জানবারও আমি সময় পাইনি। সন্দেহও করিনি—সিংহকন্যা শৃগালের আশ্রয়লাভে লোলুপ হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।

মূল। এ রাত্রিতে আমি কি ক'রুতে পারি?

বিমলা। যদি তাকে ফেরাতে হয়, তাহ'লে এই রাত্রিতেই ফেরাতে হবে। নইলে মহারাজ, প্রভাতে পুত্রের সঙ্গে প্রিয়তমা কন্যারও মৃত্যু ঘোষণা করুন।

মূল। তুমি এই কথা ব'লুলে?

বিমলা। আজ রাত্রি অতিক্রম ক'রে যদি সে পাপিষ্ঠা গৃহে ফিরে আসে, তাকে কন্যা ব'লে স্বীকার ক'র্‌বেন না। এখনও দুর্ঘটনার ঝঞ্ঝাটে বাড়ীতে তার খোঁজ হয়নি। সে ঘরে আছে কি না আছে, এখনও লোকে জানে না। কিন্তু কা'ল প্রভাতে এ কথা কারও অবিদিত থা'কৃবে না।

মূল। রাণী! তুমি আমায় তিরস্কার কর।

বিমলা। তিরস্কার—স্নেহ মমতাময় স্বামীকে অকারণ কেন তিরস্কার ক'র্‌ব মহারাজ! বরং তিরস্কারযোগ্যা আমি। আমি হতভাগিনীর দুরভিসন্ধি বুঝতে পারিনি। প্রাতঃকালে এক নেশাখোর তাকে অসম্মান দেখিয়েছিল। নগরে শাস্তি দেবার যোগ্য পুরুষ ছিলনা ব'লে আমি সাহায্য প্রার্থনার জন্য বুটারাজ-কন্যাকে সাধু দেবিদাসের কাছে পাঠিয়েছিলুম। ইত্যবসরে অভাগিনী আপনার এক অশ্ব গ্রহণ ক'রে রাজপুরী থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

মূল। সে যে সেই নেশাখোরের অনুসরণ ক'রেছে, তা কেমন ক'রে জানলে?

বিমলা। তার অনেকক্ষণ অনুপস্থিতিতে ভীত হয়ে সুরাকে অনুসন্ধানে পাঠিয়েছিলুম। সে দেখে এসেছে। এসেছে ব'লুছি কেন, এসে কর্ত্তব্য পালনের জন্য আমাকে দেখা দিয়ে চ'লে গেছে।

মূল। কোথায় গেছে জাননা?

বিমলা। বোধ হয় সে আত্মহত্যা ক'র্‌তে গেছে।

মূল। আত্মহত্যা ক'র্‌তে গেছে! মানে কি রাণী?

বিমলা। মহারাজ! মৃত পুত্রের জন্য শোক ক'র্‌ব কি! পুত্র যে ছিল, তাও ভুলে গেছি। সেই নেশাখোরের কাছে আজ সমস্ত বারাহা জাতি পরাজিত। কেতুর অসম্মান ক'রেছিল ব'লে সুরা এক লৌহদণ্ড তুলে তাকে প্রহার ক'র্‌তে গিয়েছিল। সে দুর্ব্বৃত্ত সেই লৌহদণ্ড অম্লান বদনে বক্র ক'রে তার গলায় মালা ক'রে দিয়েছে।

মূল। বল কি! তাকে মুক্ত করাতে পা'র্‌লে না!

বিমলা। আপনার অন্তঃপুর-রক্ষীদের মধ্যে কেউ সে দণ্ড সরল ক'র্‌তে পা'র্‌লে না! মনের দুঃখে আমার অজ্ঞাতসারে সে রাজগৃহ পরিত্যাগ ক'রেছে।

মূল। দেবিদাসকে রেবা আনতে গেল—দেবিদাস এলো না?

বিমলা। কোথায় দেবিদাস? রেবাও ফেরেনি, দেবিদাসও আসেন নি।

মূল। বটে! ভাল, রাণী! তোমার কন্যাকে যদি পাই, তা'হলে তাকে আমি কেটে ফেল্‌তে পারি?

বিমলা। কুলত্যাগিনীর যোগ্য শাস্তিই বটে। কিন্তু কন্যাস্নেহে আপনি পাগল। আপনি কি তা পা'র্‌বেন?

মূল। তেজস্বিনী! সত্যসত্যই তোমার কথায় আমি পুত্রশোক বিস্মৃত হলুম। যাও—বিশ্রাম ত নেই, তবু বিশ্রামের নাম নিয়ে, মৃত পুত্রের চিতানলে নিজের শোকানল অঞ্জলি দাও। আমি নিজেই কন্যার অনুসন্ধানে চ'ল্‌লুম। এ গুহ্য কথা নিজের কাণে দ্বিতীয়বার তুলতে সাহস হ'চ্ছে না। (বিমলার প্রস্থান) বেশ—বেশ—বেশ! পুত্র শোকাতুরার চীৎকারে আর আমার পুরুষত্ব আবৃত হবার ভয় নেই। এখন আমি যা ইচ্ছা তাই হ'তে পারি। কঠোর হ'তে চাইলে

এই পলিতকেশ বৃদ্ধ তুষার-শির নীরস হিমালয় শৈলকে কঠোরতায় পরাস্ত ক'র্তে পারে। কিন্তু কি হব ? কে ও ?

(দেবিদাসের প্রবেশ।)

একি সাধু দেবিদাস ? প্রভু! আপনার নিষেধ-বাক্য অমান্য করার ফল আমি হাতে হাতে পেয়েছি

দেব। রাজা!

মূল। হতভাগ্যকে তিরস্কার কর প্রভু! আমি সেই জন্যই আপনার কাছে যাচ্ছিলুম।

দেবি। আপনাকে যেতে হবে না রাজা, আমি এসেছি। তিরস্কার ক'র্বার আর আমার অধিকার নেই। রাজা! আমি নিজেই তোমার কাছে শাস্তি নিতে এসেছি।

মূল। এ কি কথা ব'ল্ছ সন্ন্যাসী ?

দেবি। আমি বিদ্রোহী।

মূল। বল কি ? এ যে আমি দেখলেও বিশ্বাস ক'র্তে পা'র্ব না।

দেবি। বেশ রাজা, সঙ্গে এস—দেখ।

মূল। কি দে'খ্‌ব ?

দেবি। আমার কার্য্য।

মূল। কি ক'রেছ সন্ন্যাসী ?

(সুচেতসিংহের প্রবেশ)

দেবি। আমাকে আর ব'ল্‌তে হবে না মহারাজ, আমার কার্য্যের সাক্ষী ভাগ্যবশে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। বুটারাজ! আমি যা বিদ্রোহিতার কার্য্য ক'রেছি, আপনি তা মহারাজকে শুনিয়ে দিন।

সুচেত। আমাকে আর ব্রহ্মহত্যার ভাগী ক'র্‌বে কেন সন্ন্যাসী, তুমি নিজে বল।

দেবি। আমি ব্রাহ্মণ নই।

মূল। তুমি ব্রাহ্মণ নও!

দেবি। না মহারাজ—ক্ষত্রিয়।

মূল। ভট্টি?

দেবি। ভট্টি।

মূল। নরাধম বৃদ্ধ! ক্ষত্রিয় হ'য়ে তুমি ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ ক'রেছ?

দেবি। কি করি্ মহারাজ, আপদ্ধর্ম্ম। আপনি তখন ভট্টিকুল নির্ম্মূল ক'র্‌তে বদ্ধপরিকর। প্রাণরক্ষার অন্য উপায় না পেয়ে দেবীর শরণাপন্ন হ'য়েছিলুম।

মূল। কি ক'রেছ?

দেবি। এইবারে বল বুটারাজ!

সুচেত। শোন সন্ন্যাসী, তোমাদের কাছে পরাস্ত হ'য়েছি ব'লে, তোমার আদেশ পালন ক'র্‌ছি। মহারাজ! ইনি আমাদের পুত্রঘাতী যুবককে দেবী-মন্দিরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যে সকল সর্‌দার তাকে বন্দী ক'র্‌তে মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছিল, ইনি সে সকলকেই সংহার ক'রেছেন।

মূল। শেষোক্ত কার্য্যের জন্য আমি তোমাকে অপরাধী ব'ল্‌বনা দেবিদাস। কিন্তু বারাহার শত্রুকে মন্দিরে আশ্রয় দিয়েই তুমি বিদ্রোহিতা ক'রেছ। তার শাস্তি!

দেবি। যা আপনার অভিরুচি।

মূল। ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ ক'রে তুমি ধর্ম্মের নামে প্রতারণা ক'রেছ। তুষানলই তোমার যোগ্য শাস্তি।

দেবি। যা মহারাজের অভিরুচি।

মূল। প্রহরী! এই ছদ্মবেশী ভট্টিকে এখনি শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

সুচেত। মহারাজ!

মূল। পরাস্ত নির্বীর্য্য লাঙ্গাই! এখনি এ স্থান পরিত্যাগ কর। এ স্বাধীনতার কেন্দ্রে তুমি দাঁড়াবার যোগ্য নও! নাও—বন্দী কর!

[সুচেতসিংহের প্রস্থান।

দেবি। বন্দী আপনি করুন রাজা! অথবা আপনার স্থানযোগ্য কাউকে আদেশ করুন! ক্ষুদ্র সেপাইকে অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে দেব না!

মূল। দেবে না!

দেবি। কিছুতেই না। প্রহরীরা কাছে আসতে না আসতে, আপনি অস্ত্রে হাত দিতে না দিতে, আমি আপনাকে হত্যা ক'র্‌ব। আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'র্‌তে চান, এই নিন্ মহারাজ, দুই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।

মূল। কে তুমি?

দেবি। এক সময় ঈশ্বরী রাও আমার অভিধান ছিল।

মূল। যা তোরা চ'লে যা।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

(অগ্নিসিংহের প্রবেশ)

অগ্নি। এই যে আমিই সব কাজ শেষ ক'র্‌ছি। এ পাষণ্ড সাধু ব'লে আমি মন্দিরে প্রবেশ করিনি। নইলে কি সে পাষণ্ড চক্ষে ধূলি দিয়ে পালিয়ে যায়, না এই দুরাত্মাই এতক্ষণ জীবিত থাকে! আর তুষানল

কেন মহারাজ, এখনি আপনার সুমুখে নরাধমকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে রক্তের বাড়বানল ক'রে দিই।

(জগমল্লের প্রবেশ)

জগ। আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা,
তব ভব মূল ভেদ ভ্রমনাশা।

ভববন্ধন—ভববন্ধন! এস বঁধু, আর একবার প্রেমালিঙ্গন করি। ভববন্ধন—ভববন্ধন—

অরি। ওরে বাবা! মহারাজ! দানব দানব—রক্ষে করুন।

(মূলরাজের পশ্চাতে গমন)

মূল। একি ধরাদেবার ছল ক'রে আমাকে গোপনে হত্যা ক'র্‌তে এলে নাকি ঈশ্বরীরাও?

দেবি। আমার নামই এ নীচ কার্য্যের বিরোধী, রাজা।

মূল। তা'হলে ত আপনি আমাকেও পরাস্ত ক'র্‌লেন রাও!

দেবি। না মহারাজ! বিশবৎসর তোমার দত্ত অন্নে আমি জীবন ধারণ ক'রেছি। সেই অন্নরসেই এ বাহু পুষ্ট। এ বাহু কখন ও অন্নের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে না। বিশেষতঃ এ বিংশবর্ষের দেবী-আরাধনায় আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার জাতি নাই। আমি না ভট্টি, না বারাহা, না লাঙ্গাই, সকলেই আমার সমান আত্মীয়। অধর্ম্ম শাসনই আমার ধর্ম্ম। অধর্ম্ম পালন আমার ধর্ম্ম নয়।

মূল। তা'হলে আমি কি ক'র্‌ব?

দেবি। বন্দী করুন।

মূল। তোমাকে বন্দী ক'র্‌তে যে আমার শৃঙ্খল নাই।

দেবি। আমি দেখছি, আছে রাজা। তবে সে শৃঙ্খলে বন্দী করা আপনার অভিরুচি।

মূল। কই দেখিয়ে দাও।

দেবি। আসুন।

জগ। আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা—

[অরিসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরি। যা শালা আতম্। রাজা আর সন্ন্যাসীর মাঝখানে প'ড়ে তরোয়ালটা ধ'র্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম। নইলে তোমার আতম্ এখনি খতম্ ক'রে দিয়ে দিতুম।—যাক, আমি ভবিষ্যতের রাজা এটা ঠিক হ'য়ে গেল। আর রেবা প্রাপ্তিটেও একেবারে মীমাংসা হয়ে গেল। এখন রেবা—কোথা রেবা—কোথা রেবা? রেবা পুরীতে নেই। তবে সে কোথা গেল—কোথা গেল?

চতুর্থ দৃশ্য।

বৃক্ষাদিবেষ্টিত চামার-পল্লী পথ।

(দেবিদাস ও ছদ্মবেশী মূলরাজের প্রবেশ)

দেবি। এই স্থানে এই তরু-অন্তরালে ক্ষণেক অপেক্ষা করুন মহারাজ! এ অপবিত্র পল্লীতে আপনাকে প্রবেশের জন্য অনুরোধ ক'র্‌তে আমার সাহস নাই।

মূল। এই চর্ম্মকার-পল্লীতে কেন নিয়ে এলে দেবিদাস?

দেবি। এই স্থানেই আমার মা অবস্থান ক'র্‌ছেন।

মূল। এই অপবিত্র স্থানে তনুরায়-মহিষী?

দেবি। বিশ বৎসর।

মূল। শোন দেবিদাস। আমার দেওয়ান তোমাকে উপলক্ষ ক'রে বিচক্ষণ মালী ব'লেছিল। ব'লেছিল—সে আমার উদ্যান-তরুর সঙ্গে তার গাছ-গুলি এমন কৌশলে মিশিয়ে দিয়েছে যে, তাদের অনুসন্ধান ক'রে উন্মূলিত ক'র্‌তে গেলে, আমার বাগানের সমস্ত গাছ উন্মূলিত ক'র্‌তে হবে। এখন দেখছি, দেওয়ানের কথা ঠিক নয়। মালী বিচক্ষণ নয়, মর্য্যাদা-বোধহীন। আমার রাণী যদি কমলাবতীর অবস্থা প্রাপ্ত হ'ত, তা হ'লে সে পুত্রকে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে নিজেও তাতে ঝাঁপ দিত,—তবু এ মূত্রপুরীতে পাদক্ষেপ ক'র্‌ত না। দেওয়ান ভুল বুঝেছে। মালী গাছ আমার বাগানে রোপণ করেনি। পুরীষাধারে রোপণ করেছে। আর এই জন্যই বুঝতে পা'রছি, ভট্টি নির্ম্মূল হয়নি। এখানে যে গাছ জন্মাবে, সে গাছ অস্ত্রের দ্বারা স্পর্শ ক'র্‌তেও বারাহা ঘৃণা করে। তোমার বন্ধনের শৃঙ্খল কি আমি বুঝেছিলুম দেবিদাস। সে শৃঙ্খল দিয়ে তুমি বদ্ধ হবার বাসনা পরিত্যাগ কর। আমার কন্যা যদি মস্তিষ্কের বিচলনে সমস্ত মর্য্যাদা ভুলে যায়, তথাপি সে এরূপ পল্লীতে কখন প্রবেশ ক'র্‌বে না। দেবিদাস! আমি প্রেমবশে চিরশত্রু ভট্টিকে আত্মীয় ক'র্‌তে প্রস্তুত, কিন্তু বারাহার চির অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা নাশ ক'র্‌তে প্রস্তুত নই।

দেবি। তা'হলে আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?

মূল। তুমি মুক্ত। তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌লুম ব'লে মুক্ত নও। তোমার অঙ্গস্পর্শে বারাহার শৃঙ্খল অপবিত্র হ'বে ব'লে তুমি মুক্ত।

দেবি। তাহ'লে আমাকে এই স্থান থেকে বিদায় দিন।

মূল। যাও! তুমি জাতির অতীত হওনি দেবিদাস। জাতির সর্ব্বনিম্ন-স্তরে প্রাণভয়ে আত্মাকে চাপা দিয়েছ।

দেবি। যদি আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হই?

মূল। প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে হবে কেন বৃদ্ধ! অন্য কোন বীরের সঙ্গে সংগ্রামে তুমি যদি উপস্থিত হও, শিখণ্ডীর আবির্ভাবের মত, তোমাকে দেখেই আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌ব।

দেবি। রাজা - নমস্কার।

মূল। প্রণাম বল। তুমি প্রতিনমস্কারের যোগ্য নও।

(দেবিদাসের প্রস্থান।

(সুজন ও কেতুর প্রবেশ)

সুজন। মা! আর আমি যাব না। ওই দূরে মন্দির-প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে।

মূল। তাইত! একি! আমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি! না—না—এ যে দংষ্ট্রাকরাল মুখ নিয়ে কঠোর সত্য আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে আসছে!

কেতু। কেন যাবে না?

সুজন। আমি ও শ্রীমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী নই। আমি ভট্ট হ'য়েও অস্ত্র ধ'র্‌তে জানি না।

কেতু। তবে তুমি তোমার সহচরকে ছেড়ে দিলে কেন?

সুজন। আমি ছেড়ে দিইনি। আমার কথায় যখন বুঝলে যে, তুমি নিরাপদ, তখন আমাকে ছেড়ে চ'লে গেল।

কেতু। তুমি অর্ব্বাচীনের কাজ ক'রেছ ব্রহ্মচারী। এখানে যদি কোন বারাহা এসে আমাকে বন্দিনী করে?

মূল। কেউ ক'র্‌বে না চামারনী! বারাহা হীন নয়। সে এ চামার-পল্লীতে পা দেবে না।

কেতু। যাও ব্রহ্মচারী, আমি নিশ্চিন্ত।

সুজন। চামারণী! কে তুমি সন্ন্যাসী?

কেতু। পরিচয় জা'ন্‌বার জন্য বৃথা সময় নষ্ট ক'র না। যাও। আমার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ কর। অস্ত্র-পরিচয়-হীন ভট্ট! রাণীকে রক্ষার ধৃষ্টতা আর দেখিয়োনা।

সুজন। না, আর ক'র্‌ব না। তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে চ'ল্‌লুম।

[সুজনের প্রস্থান।

মূল। সাবধান! এ ঘৃণিত পল্লীতে পরিচয়ের নাম উত্থাপন করিস্‌নি। অভাগিনী! মরণের জন্য প্রস্তুত হ'।

কেতু। সর্ব্বদাই মরণের জন্য প্রস্তুত আছি! তবে চামারণীর হত্যায় এ পবিত্র হস্ত কলুষিত ভাবতে আমি প্রস্তুত নই। তোমার দৃষ্টিতে আমি চামারণী হ'তে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি মহান্ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। যাও সন্ন্যাসী, আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তোমার সঙ্গে অচিরে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।

মূল। সন্তুষ্ট হ'লেম।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কুটীর।

কমলা ও চর্ম্মকার-পত্নী।

চ, প। কে একটা মেয়ে তোর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায়।

কমলা। আমার সঙ্গে—এখানে? কেমন দেখ্‌লি?

চ, প। সে তুই দেখ—আমাদের কি চোখ আছে, তা দেখব? তা

থা'কলে কি এই বিশ বছর চোখে চোখে রেখেও তোকে দেখতে পাই নি? সে ছুড়ী বুঝি তোরই মতন কেমন একটা কি!

কমলা। বেশ, নিয়ে আয়।

[চর্ম্মকার-পত্নীর প্রস্থান।

বোধ হয় ভগিনী আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসছে। না—না, এ কি! এ-ও কি সম্ভব? ভাগ্যলক্ষ্মী আত্মহারার মত আমার অনুসন্ধানে এই গৃহে প্রবেশ ক'র্‌বে।

(কেতুর প্রবেশ)

কেতু। দেবি! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

কমলা। এ দীনার ঘরে কে মা তুমি?

কেতু। আপনার পুত্রবধূ।

কমলা। পুত্রবধূ!—বিবাহ হ'ল ক'বে?

কেতু। বিবাহ আপনার অনুমতি সাপেক্ষ।

কমলা। তবে পুত্রবধূ ব'ল্‌ছ কেন? পুত্রবধূ হ'তে এসেছ বল।

কেতু। হয়েছি। ক্ষত্রিয়-কন্যা পণে বদ্ধ। আপনার পুত্রকে বরণ করা ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই।

কমলা। কি পণ ক'রেছিলে?

কেতু। যদি আপনার পুত্র আজকার আহেরিয়ার উৎসবে আমার পাণি-প্রার্থী রাঠোর-রাজপুত্রকে পরাজিত ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লে আমি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ ক'র্‌ব।

কমলা। আমার পুত্র কি রাঠোর-রাজকুমারকে পরাস্ত ক'রেছে?

কেতু। শুধু রাঠোর-রাজকুমারকে কেন? তিনি অশ্বারোহণে সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাইকে পরাস্ত ক'রেছেন। আর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বারাহা-লাঙ্গাই এবং রাঠোর রাজপুত্রকে সংহার ক'রেছেন।

কমলা। তুমি কি নিজের চক্ষে দেখেছ ?

কেতু। অরণ্যের ভিতর যুদ্ধ, দেখব কেমন ক'রে ? জেনেছি।

কমলা। সে বীর আমার পুত্র, তুমি জানলে কেমন ক'রে ?

কেতু। আপনারই পুত্র।

কমলা। আমার পুত্রকে তুমি দেখেছ ?

কেতু। আজ প্রাতঃকালে একবার দেখেছি।

কমলা। কি রকম দেখেছ ?

কেতু। প্রভাতে তাকে নির্ব্বীর্য্য—নেশাখোর দেখেছিলুম। দেখে ঘৃণা ক'রেছিলুম।

কমলা। কে তুমি ?

কেতু। ক্ষত্রিয়-নন্দিনী।

কমলা। তা বুঝেছি। তবু পরিচয় জানতে চাই।

কেতু। ক্ষত্রিয়-কন্যা কি যথেষ্ট পরিচয় নয় ?

কমলা। হ'ত, যদি রাজপুত্রের কথা উত্থাপন না ক'র্ত্তে। মা! আমি রাণীর অহঙ্কার নিয়ে এই ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান ক'র্ছি। পূর্ণ পরিচয় না পেলে আমার পবিত্র কুলে তোমাকে গ্রহণ ক'র্ত্তে পা'র্ব না।

কেতু। বারাহাপতি মহাত্মা মূলরাজ আমার পিতা।

কমলা। তা হ'লে আমার পুত্র তোমার ভ্রাতৃ-হত্যা ক'রেছে বল ?

কেতু। শুধু ভ্রাতা! আমার একমাত্র সহোদর।

কমলা। ভ্রাতৃঘাতী জেনেও বরণ ক'র্ত্তে এসেছ।

কেতু। মা! সুখী নই। কিন্তু কি ক'র্ব, ক্ষত্রিয়কন্যা, পণে বদ্ধ—ভঙ্গ ক'র্ত্তে পা'র্লুম না।

কমলা। তুমি রমণী-রত্ন! কিন্তু তথাপি মা, আমি তোমাকে গ্রহণ ক'র্ত্তে পা'র্ব না।

কেতু। কি অপরাধে গ্রহণ ক'র্‌বে না ?

কমলা। তোমার কোন অপরাধ নেই—বিধি-বিড়ম্বনা।

নেপথ্যে দেবরায়। মা !

কমলা। (নেপথ্যাভিমুখে) বাইরে ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর।—যাও মা, পুত্র আ'স্‌তে না আ'স্‌তে এই পথ অবলম্বনে কুটীর ত্যাগ কর।

কেতু। ভ্রাতৃঘাতী জেনেও বরণ ক'র্‌তে এসেছি। এ জেনেও তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে চাও !

কমলা। এই যে ব'ল্‌লুম মা, বিধাতা নিজে বাহু প্রসারে তোমাদের মিলন-পথ রোধ ক'রেছে।

কেতু। বিধাতা রোধ করেনি। রোধ করেছে তোমার ভীরুতা। এই কুটীরে বিশ বৎসরের সঞ্চিত অন্ধকারে ভট্টিনীর সাহস ডুবে গেছে। বুঝতে পা'র্‌ছি, তুমি আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে গ্রহণ ক'রতে সাহস ক'র্‌ছ না।

কমলা। সাহস ক'র্‌ছি না ?

কেতু। নিশ্চয়। অথবা ক্ষত্রিয়-কন্যার পণের মর্ম্ম তুমি জাননা। শুধু পণের মর্য্যাদা রাখতে দুর্ব্বিষহ ভ্রাতৃশোক হৃদয়ে বহন ক'রেও আমি এই উন্মত্ত ভ্রাতৃঘাতীর অনুসরণ ক'রেছি। এ জেনেও তুমি আমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে চাও ! তাহ'লে কি বুঝ্‌ব ? তুমি কখন ক্ষত্রিয়-কন্যা নও, হীন অনার্য্য-নন্দিনী।

নেপথ্যে দেবরায়। মা !

কমলা। এইবারে এস দেবরায়। মা ! ক্ষত্রিয়-কন্যার পণ বুঝি কিনা, এখনি তোমার কাছে পরীক্ষা দিই। ক্ষত্রিয়-কন্যার হৃদয় আছে কি না, তুমিও আমার কাছে পরীক্ষা দাও। তেজস্বিনীর বাক্য শুনলুম। তেজস্বিনীর কার্য্য দেখ্‌তে ব্যাকুল-নেত্রে তোমার পানে চেয়ে রইলুম।

কেতু। (স্বগত) তাইত! এ হেঁয়ালী কথা যে বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না।

কমলা। চঞ্চল হয়োনা মা! এস, আমার দক্ষিণে দাঁড়াও। তুমি আমার প্রার্থনীয়া পুত্রবধূ। তোমার সঙ্গে আমি হারানো রাজ্য ফিরে পেয়েছি।

(দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। মা মা! তুমি রাজার কন্যা রাজার রাণী। কিন্তু আমি একান্ত মূর্খ। কি কইব, কথা যোগাচ্ছে না।

কমলা। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি। তুমি কি রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রতে এসেছ?

দেব। প্রতিষ্ঠা আমি ক'রেছি? এ কথা ব'ল না মা! আমি ক'রেছি ব'ল্‌লে মিথ্যা হয়। প্রতিষ্ঠা তুমিই ক'রেছ। কেমন ক'রে ক'রেছ, তা তুমি জান। বিশ বৎসর এই পাতার ঘরে, চির অমাবস্যার অন্ধকারে—আলোক-রাজ্যের রাণী, তুমি কেমন ক'রে আপনাকে ঢেকে রেখেছিলে ব'লতে পার? সে পণের গৌরব আমি বুঝি না। শুধু যন্ত্রের মতন তোমার শক্তিতে চলাফেরা ক'রে এলুম। আমি ক'রেছি, তুমি সমস্ত জেনে শুনে আমাকে এ কথা ব'লনা। ক'রেছ তুমি। আজ তোমার গৌরব স্মরণ ক'রে পিতার তনোটের ভাঙ্গা বুক আবার ফুলে উঠেছে। বড়ই দুঃখে তুমি তনোটের পাশ থেকে চ'লে এসেছ। সে দুঃখ আমি সহ্য ক'রতে পারিনি। এস মা, এই রাত্রিশেষে একবার তনোটের বুকে পদধূলি দাও। তনোট-পতি আমি, তোমায় নিতে এসেছি।

কমলা। এখনও কিছু বিলম্ব আছে দেবরায়। তবে একথা তোমাকে বলি, আমি এতদিন শুধু রাজার নন্দিনী, রাজার রাণী ছিলুম—কিন্তু আজ আমি মহিমাময় রাজার জননী। দেবরায়! হৃদয়ের বেদনার

অনেক উপশম হয়েছে। তবে এখনও একটু বাকী আছে। যা ক'রেছ, আগে তারই যোগ্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

দেব। একি! এ কে?

কেতু। আমাকে চিনতে পা'র্‌ছ না?

দেব। একে কোথায় পেলে মা? কেমন ক'রে পেলে মা?

কমলা। তুমি যে কার্য্য ক'রেছ, তার যোগ্য উপহার দেবার জন্য বিধাতা এটিকে আগে থেকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই নাও রাজা, উপহার নাও। উপহার নাও, কিন্তু গ্রহণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমার একটা আবেদন শোন। ভট্টিকুল-রাণী, স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও শোন।

দেব। একি ব'ল্‌ছ মা!

কমলা। আমি ব'ল্‌ছি না। শ্মশানগত ভট্টিজাতি তাদের মর্ম্মবেদনার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভট্টিনায়ককে শোনাবার জন্য এই অধরোষ্ঠের মধ্যে আবেদন নিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছে। তাদের রাজা—তাদের রাজা—একদিনমাত্র তাঁকে পেয়েছিলুম। সেই একদিনের পতি-পদসেবার ফলে আমি সম্রাট্ জননীর গর্ব্ব নিয়ে এই পর্ণ কুটীরে অবস্থান ক'রছি। সন্তান তুমি—আমি আর অধিক ব'ল্‌তে পা'র্‌লুম না। তোমার অস্তিত্বেই আমার সতীত্ব-গর্ব্ব নির্ভর ক'রছে। আবেদন—আবেদন।

দেব। বল মা, বল।

কমলা। শাখামাত্র ছেদন ক'রেছ। কিন্তু বিষবৃক্ষের মূল উৎপাটন ক'র্‌তে পারনি। যে দুরাত্মার জন্য বাসর ঘরেই একরূপ আমি মহানুভব স্বামী হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি, আমার পুত্রাধিক অগণ্য ভট্টি বীর সন্তানকে হারিয়েছি, সেই দুরাত্মাকেও তাদের সঙ্গে বধ ক'রতে পারনি।

দেব। কে সে?

কমলা। মূলরাজ। র'স ক্ষত্রিয়-কন্যা, চঞ্চল হয়োনা—এখনও আমার বক্তব্য আছে।

দেব। বুঝেছি। তাহ'লে আমার সমস্ত কাজই বাকী আছে।

কমলা। এতদিন তুমি শুদ্ধমাত্র একটা হীনা দরিদ্রার পুত্র ছিলে। আজ তুমি বীরাগ্রগণ্য তনুরায়ের বংশধর। স্বামী! গুরু! এই দেখ—স্বর্গ-থেকে ধ্যানস্তিমিত নেত্র মুক্ত ক'রে একবার দেখ—তোমার পুত্র ও পুত্র-বধূর উপর আমি তোমার ও তোমার জাতি নাশের প্রতিশোধের ভার অর্পণ ক'রলুম। এস ভট্টিকুলবধূ, স্বামীর হস্ত স্পর্শ কর। এই তোমার বিবাহ। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শুনে রাখ, যদি, হে ক্ষত্রিয়নন্দিনী, যদি এ কুটীর-বাসিনীকে আর কখন তুমি দেখ্‌তে চাও, তাহ'লে তোমার শ্বশুর-হন্তার মুণ্ড আমাকে উপহার প্রদান কর।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগর-প্রান্ত।

জগমল ও দেবিদাস।

জগ। আমাদের রাজা তোমাকে নেবে না, বারাহার রাজা তোমাকে ছোঁবে না। মূলরাজ যখন তোমার বিদ্যা টের পেয়েছে, তখন দেবী-মন্দিরে আর তুমি ঢুকতে পা'র্‌বে না। তা হ'লে এখানে আর মিছে পা ঘ'সছ কেন, বনে চল।

দেবি। বনে যাবার জন্য ত পা বাড়িয়ে রেখেছি। যাবার উপায় থা'কলে এখনি চ'লে যেতুম।

জগ। কেন মহারাজ, পায়ে শৃঙ্খল বেধেছে নাকি?

দেবি। বিষম। এ শিকল যে কি ক'রে ছিঁড়ব, বুঝতে পা'র্‌ছি না।

জগ। বল কি প্রভু!

দেবি। এই ত ব'ল্‌লুম জগমল। বারাহারাজের মনীষা দেখে আমি বিস্মিত হ'য়েছি। আমি বুঝতে পা'র্‌ছি না। কি ক'রে দেবরায়কে তার পিতৃ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌ব।

জগ। এ যে হেঁয়ালীর কথা কইছ প্রভু! মূলরাজ ত তোমাকে মুক্তি দিয়েছে।

দেবি। সেই মুক্তিই আমার অদৃষ্টে, চরণের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে পরিণত হ'য়েছে। মূলরাজ রাণী কমলাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে গিয়ে ফিরে এলো। রাণী অপবিত্র পল্লীতে অবস্থান ক'রছেন ব'লে সেখানে প্রবেশ ক'র্‌লে না। সেই অপবিত্র পল্লীর সঙ্গে আমার সংস্রব আছে ব'লে আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌লে। আমি যে তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌ব, সে উপায়ও রাখলে না। পাকে প্রকারে আমাকে নিরস্ত্র ক'র্‌লে। আর রাজাকেও সহায়হীন ক'র্‌লে।

জগ। তা তুমি না থাকলে রাজা সহায়হীন হ'ল বই কি!

দেবি। শুধু আমি, এক মুহূর্ত্তে দেবরায়ের দশ সহস্র বীর-সেনা নিরস্ত্র অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গেল।

জগ। বল কি গুরু মহারাজ! দশ হাজার বীর-সেনা?

দেবি। আমাদের রাজা এই এক রাত্রির মধ্যে কি ক'রেছে দেখবে জগমল?

জগ। তুমি ব'ল্‌লেই দেখা হ'ল।

দেবি। না, দেখ্‌তে হবে। দেখে রাজাকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে। দশ হাজার চর্ম্মকার রাজাকে রক্ষা ক'র্‌তে কোমর বেঁধেছে—কিন্তু মূলরাজের কৌশলে এই মাত্র তোমাকে ব'ল্‌লুম জগমল—একেবারে অকর্ম্মণ্য।

জগ। রাজার তারা কোন উপকার ক'রতে পা'র্‌বে না?

দেবি। তাদের উপকার ক'রবার উপায় নেই। কেন নেই—এখনি—বুদ্ধিমান তুমি—বুঝতে পা'র্‌বে।

(দেবরায় ও রুইদাসের প্রবেশ)

দেব। বারাহার রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান ক'র্‌তে পারি?

রুই। খুব পারবি রাজা। এখনি যা। তোকে সিংহাসনে বসিয়ে তবে আমরা হাঁড়িয়া খেয়ে মাদল দেব।

দেব। তোদের কাজ হাসিল হ'য়েছে ?

রুই। বারাহাদের নেমন্তন ক'রে ফিরতে না ফিরতে যেটুকু বাকী, সব শেষ হ'য়ে যাবে।

দেব। শীঘ্র যাও—শেষ কর। (রুইদাসের প্রস্থান) কে তোমরা ?

দেবি। রাজা!

দেব। ঠাকুর মহারাজ তুমি ? আবার তুমি ফিরে এলে কেন ?

দেবি। বারাহারাজ আমাকে বন্দী ক'র্‌লে না।

দেব। বৃদ্ধ ব'লে দয়া ক'রে ছেড়ে দিলে ?

দেবি। না—ঘৃণা ক'রে।

দেব। তুমি ঠাকুর, তোমাকে ঘৃণা!

দেবি। ভট্টিরাজের কাছে আমি ঠাকুর। কিন্তু বারাহাপতির কাছে আমি কুক্কুর হ'তেও ঘৃণ্য। গৃহ অপবিত্র হবে ব'লে তিনি আমাকে বন্দী ক'র্‌লেন না। অস্ত্র অপবিত্র হবে ব'লে হত্যা ক'র্‌লেন না। তার সঙ্গে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'রব, তারও উপায় নেই। রাজা ব'লেছেন যে, যদি অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধকালে আমি উপস্থিত হই, তা হ'লে ভীষ্মের শিখণ্ডী দর্শনের মত তিনি অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌বেন।

দেব। এত অপবিত্র তুমি কিসে হ'লে ঠাকুর মহারাজ ?

দেবি। কিসে যে হলুম, তাই জানতে আমি ভট্টিরাজের কাছে আবেদন ক'রতে এসেছি। রাজা আমি ভট্টি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভট্টির—ভট্টি-রাজের দাসত্ব অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজার জীবন রক্ষায় তার বিচার মীমাংসা ক'রবার অবকাশ থাকে না। মহারাজ! তুমি যখন জননী-গর্ভে, তখন তোমাকে রক্ষা ক'রবার কোনও উপায় দেখতে পাইনি ব'লে, আমি তোমার জননীকে চর্ম্মকার-গৃহে স্থান দিয়েছিলুম।

দেব। বুঝতে পেরেছি।

দেবি। সেই চর্ম্মকার সংস্পর্শ জা'ন্‌তে পেরে রাজা আমাকে ঘৃণায় প্রত্যা-খ্যান ক'রেছেন।

দেব। আমার যে যুদ্ধের একমাত্র সহায় চামার! বারাহাজাতি চামারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে না?

দেবি। না।

দেব। তা হ'লে ত আমি চোখের পালটে মুলতান জয় ক'রতে পারি?

দেবি। পার। কিন্তু রাজা তুমি ভট্টি। ভগবান্ বাসুদেব তোমার বংশের মূল।

দেব। ঠাকুর মহারাজ! আমি তা ক'র্‌ব না।

দেবি। আমি নিশ্চিন্ত হলুম?

দেব। নিশ্চিন্ত হও। মা মাথায় বিষম ভার দিয়েছে। কি হবে তা জানি না, তবু আমি চামার নিয়ে যুদ্ধ ক'র্‌ব না।

দেবি। তা হ'লে অনুমতি কর, বিদায় হই মহারাজ।

দেব। যাও সন্ন্যাসী, তোমরা চ'লে যাও। আমার যা ক'রেছ, এখন তা ভাবতে গেলে আমার হাত পা অচল হ'য়ে যাবে। তোমার উপদেশ মাত্র সার। আমি রাজা—তুমি প্রজা। যাও সন্ন্যাসী, তুমি চ'লে যাও। তোমাকে আর তোমার সহচরকে আমি সন্তুষ্টমনে বিদায় দিচ্ছি।

দেবি। তোমার মঙ্গল হ'ক মহারাজ!

জগ। রাজা! আমি তোমার সেবা ক'র্‌তে পারি?

দেব। বৃদ্ধ সাধু! তুমি আমার কি সেবা ক'রবে?

জগ। বৃদ্ধ হ'লেও আমি বৃদ্ধ ভট্টি। যে কাজে আমাকে হুকুম ক'রবে।

দেব। এত দিন কি ক'রতে?

জগ। এই মহাত্মার সেবা ক'রতুম।

দেব। তাই কর।

দেবি। রাজমাতার রক্ষী করনা কেন রাজা?

দেব। আগে তার প্রয়োজন ছিল -এখন ত সে ভয় তুমিই দূর ক'রে দিলে সন্ন্যাসী। চর্ম্মকার-পল্লীতে বারাহা প্রবেশ ক'রবে না।

দেবি। চ'লে এস জগমল।

দেব। তবে এক কাজ ক'রতে পার?

জগ। আদেশ কর।

দেব। মাকে সেখান থেকে তনোটে নিয়ে আসতে পার? এর পর যে বারাহারা ব'লবে, আমার মা নীচ গৃহে আশ্রয় নিয়েছে ব'লে আমরা তাকে ধ'রতে পারিনি, এ কথা তাদের ব'লতে দিতে আমার ইচ্ছা নেই।

দেবি। যাও—এখনি যাও। রাজমাতাকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর।

[দেবিদাস ও জগমলের প্রস্থান।

দেব। আমার আর ভাবনা কি? সকালে ছিলুম পরিচয়হীন নেশা-খোর। দেখতে দেখতে রাজা হলুম। অন্তহীন গহ্বর থেকে অদৃষ্ট আমাকে কাঁধে ক'রে এক লাফে পাহাড়ের মাথায় তুলে দিলে। ধাপে ধাপে তুলে দিতে তার তর্ সইল না। আবার যদি পড়ি, যেখানের মানুষ সেখানে ফিরে যাব। যখন উপরে ওঠবার ধাপের হিসেব রাখিনি, তখন নীচে নামবার হিসেব ক'রতে মাথা খরাব কেন? হয় ত একেবারে চূর্ণ হ'য়ে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাব।- তা হ'লে চল্ দেব-রায়, চল্। তুই নিজেই রাজা, নিজেই মন্ত্রী—নিজেই নিজের রাজত্ব। মাঝখানে যে দু'একটা বন্ধু-বান্ধব জুটেছিল, অদৃষ্ট এক ফুঁয়ে তাদের স্বপ্নের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। দেখতে পেলেও আর তাদের ধ'রতে পা'রব না। তবে আর কি, চ'লে চল্—দুত্তরায়! রাজারায় তোকে বারাহা-রাজের সঙ্গে দেখা ক'রতে হুকুম ক'রেছে। চ'লে চল্—চ'লে চল্।

(কেতুর প্রবেশ)

কেতু। কেন রাজা, তুমিই কি তোমার সব? আমি কি কেউ নই?

দেব। তুমি—তুমি! তাই ত! আমার এ সঙ্কল্পের সময়ে তুমি কোথা থেকে এলে? তুমি যে ভিন্ন পথে যাবে ব'লেছিলে?

কেতু। শুধু 'তুমি তুমি' ক'রছ কেন রাজা? রাণী বল।

দেব। রাণী—রাণী? হাঁ, আমি যদি রাজা, তুমি রাণী। কিন্তু কতক্ষণ—কতক্ষণ?

কেতু। যতক্ষণ তুমি রাজা, ততক্ষণ আমি রাণী। তার পর সর্ব্বক্ষণ সহধর্ম্মিণী। তাই ভিন্ন পথে যেতে যেতে তোমার সঙ্কল্প-মুখে আমি উপস্থিত হ'য়েছি। সস্ত্রীক ব্রতের সঙ্কল্প না ক'রলে সহধর্ম্মিণীর প্রতি যে অত্যাচার হয় রাজা!

দেব। ঠিক—ঠিক—ঠিক! তোমাকে দেখেছি,—পেয়েছি। নেশার চোখে দেখেছি। কেমন ক'রে পেয়েছি জানিনা। এখন দেখে নেশা আসছে—সঙ্কল্প স'রে যাচ্ছে—মূর্খ আমি, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রবার কথা পাচ্ছি না। ঠিক—ঠিক—ঠিক! রাণী। আমি রাজা—কাজেই তুমি রাণী।

কেতু। শুধু রাণী নই। আমার রাজা যখন নিজেই নিজের অধীশ্বর, তখন আমি রাণী, গৃহিণী, সচিব, সখী, শিষ্যা, দাসী। রাজার সমস্ত রাজকোষের ভাণ্ডারী আমি। এখন বল রাজা, কি সঙ্কল্প ক'রেছ। শুনে, আমি আবার আমার পথে চ'লে যাই।

দেব। যাবে?

কেতু। যাব না? বল কি রাজা! আমার শ্বশ্রূদেবীর কাছে তোমার সঙ্গে সমান অংশে কার্য্যের ভার পেয়েছি। আমি যাব না?

দেব। তোমাকে দেখে আমার বড় আহ্লাদ হ'চ্ছে।

কেতু। আর তোমাকে দেখে আমার বড় দুঃখ হ'চ্ছে। তুমি সঙ্কল্প ভুলে যাচ্ছ। তুচ্ছ রমণীকে দেখে ভট্টি কখন আত্মহারা হয় না। ভট্টির দেবতা, বংশের ধাতা, যদুকুল-পতি বহু রমণীর বেষ্টন মধ্যেও কখন আত্মহারা হননি। কি সঙ্কল্প ক'রেছ বল।

দেব। বারাহারাজের মুণ্ড নেবার যা আয়োজন ক'রেছিলুম, তা এক সাধুর এক কথায় পণ্ড হ'য়ে গেছে।

কেতু। কি আয়োজন ক'রেছিলে?

দেব। ওঃ! সে কি আয়োজন! পণ্ড না হ'লে রাণী, এখনি আমি বারাহারাজের মুণ্ডপাত ক'র্‌তে পা'রতুম। কিন্তু তা হ'ল না। বিধাতার ইচ্ছায় হ'ল না—বিধাতার ইচ্ছায় আমি ভট্টি। সেই জন্য এক জনের এক কথায় আমার দশ হাজার সৈন্যের হাত বন্ধ হ'য়ে গেল। এখন আমি একা। সৈন্য গেছে, আত্মরক্ষার আয়োজন পণ্ড হয়েছে—মাটীর ভিতরে ঢাকা আমার বাপের ঐশ্বর্য্য একবার জ্বল্ জ্বল্ ক'রে আমার পানে চেয়ে আবার মাটীতে মুখ লুকিয়েছে। তাই আমি নিজেই নিজের দূত হ'য়ে রাজাকে আহ্বান ক'র্‌তে চ'লেছি।

কেতু। রাজার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'র্‌বে?

দেব। তা ছাড়া আর উপায় কি আছে! রাজার কাছে পাঠাতে পারি, এমন লোক কেউ নেই।

কেতু। তা ব'লে তুমি রাজার কাছে যাবে কেন?

দেব। কে যাবে?

কেতু। এইত আমি এসেছি।

দেব। তুমি যাবে?

কেতু। নিশ্চয় যাব। মুখ পানে আবার কি দেখ্‌ছ? ভয় হ'চ্ছে, আমি পা'র্‌বো না? মনে রেখ আমি ভট্টিকুলেশ্বরী।

দেব। ঠিক ব'লেছ রাণী—তুমিই ভট্টিকুলেশ্বরী—ভট্টিকুলের মর্য্যাদা এখন তোমারই হস্তে। তুমিই ভট্টিরাজের প্রতিনিধি হ'য়ে দাম্ভিক বারাহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর।

(রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। কেল্লা তৈরী - দেখ্‌বি রাজা!

দেব। না ভাই, এখন দেখব না। এই তোমাদের রাণী? যদি ভগবান্ দিন দেন ত একেবারে রাণীকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে দেখ্‌বো।

[প্রস্থান।

রুই। এই রাণী! বাঃ! বাঃ! আয় রাণী—আয়। আয় চামার-চামারণী! তোদের রাণীকে এগিয়ে নিবি আয়।

(চামার-চামারণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

রেতের ঘুম ফেল্‌নু মুছে চোখে দিয়ে পাণি।
আঙ্গিনাতে চেয়ে দেখি মোদের ঘরে রাণী॥
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো, মরা গাঙ্গে বাণ।
চামড়া ভরা কুঁড়ে ঘরে কোথায় দেব স্থান॥
গতর ভরা কাজ দেব, ইতর জেতের ভাষা।
মুখে দুটী মিষ্টি কথা, হৃদের ভালবাসা॥
সিঙ্গিচামের আসন আছে, আয়রে ছুটে আনি।
মোদের ঘরের কাঙ্গালিনী, সকল দেশের রাণী॥

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগরের উপকণ্ঠ।

মূলরাজ।

মূল। যাক্, এইখান থেকেই ফিরি। আর অগ্রসর হ'তে কি জানি কেন প্রাণ চাচ্ছে না। কন্যা কোথায় আশ্রয় নিয়েছে বুঝতে পেরেছি। আমার কন্যা বংশমর্য্যাদা নষ্ট ক'র্‌বে না বিশ্বাসে তার সন্ধানে এসেছিলুম। মর্য্যাদা অটুট রেখেছে যখন জা'নলুম, তখন আর অনুসরণের প্রয়োজন কি? অবস্থার পরিবর্ত্তনে আজ আমাকে আমার সৌভাগ্যের সঙ্গেও লড়াই ক'রতে হচ্ছে। যাক্ ক্লান্ত বার্দ্ধক্যে এ রণসাধ মৃত্যুর আবাহন। জীবন মরণ পরস্পরে সন্ধি ক'রেছে। আর না—আমি সর্ব্বস্বান্ত। কেতু! কেতু! ফিরে আয়। কটু ক'য়েচি—মর্ম্মে ঘা দিয়েছি—তবে আমি বৃদ্ধ—সর্ব্বস্বান্ত অতি বৃদ্ধ। একি! কেতু? না না! কে—কে? রেবা! ভট্টিশক্তি-ধ্বংসকারী বারাহালাঙ্গাই কি শেষকালে দু'দুটো কন্যার আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে!

(অন্তরালে গমন)

(রেবার প্রবেশ)

গীত।

আমি আঁধারে আপনা করিনু অন্ধ
সে আঁধার হ'ল আলা,
দিনের আলোক উঠিল ফুটিয়া
আজি এ রজনী বেলা।
দুখ ছিল যত সুখে গেল মিশি
সুধার উৎস ঝরে দশদিশি,

হৃদয়ে ডুবিল হৃদয় বেদনা
ঘুচিল শতেক জ্বালা—
পথের মাঝারে অজানা রতনে
পরিনু গলায় মালা ॥
পবনে সুষমা আসিছে ভাসিয়া,
অযুত আলোক উঠিছে জ্বলিয়া,
সঙ্গীত ঝরে রসনা বহিয়া
এ যে গো নূতন মেলা।

রেবা। তাই ত! এত বড় একটা সম্বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু যার সঙ্গে সম্বন্ধ, তার সঙ্গে তো আর দেখা হ'ল না। দেখার বড় ইচ্ছা জেগে উঠেছে। পরিচয় ক'র্‌বার সাধ হ'য়েছে। সে জানে সে চিরমুক্ত ব্রহ্মচারী। কিন্তু বিধাতা সংগোপনে তার পশ্চাতে যে পাহাড়ের ভার বেঁধে দিয়েছে তা সে জানেনা। ব্রহ্মচারী নিজের আশ্রমে অটল আসনে ব'সে আছে। সুতরাং তার বদ্ধাবস্থা সে এখনও বুঝতে পা'র্‌ছে না। একবার আসন ছেড়ে উঠলে, একবার দু'পা ইচ্ছামত চ'লতে চেষ্টা ক'র্‌লেই এ বাঁধাটার মাহাত্ম্য সে বুঝতে পা'র্‌বে।

(সুজনের প্রবেশ)

বা' বা! একি! আমার একি ভাগ্য! স্মরণ মাত্রেই! সতী-শিরোমণি, আমাকে যে রত্ন হাতে তুলে দিয়েছে, সে রত্ন যে আমি অন্যমনস্কে আঁচলে বেঁধেছি। এদিক ওদিক খুঁজতে যাব কেন? আঁচল টানলেই যে তাকে হাতে পাব। ব্রহ্মচারী! প্রণাম।

সুজন। কে তুমি?

রেবা। নিকটে এস—ওখান থেকে কে আমি ব'ল্‌লে কি বুঝবে? দেখ দেখি চিনতে পার কি না! চিনতে পা'র্‌ছ না?

সুজন। তাই ত! অভ্যন্তরস্থ সমস্ত শক্তি এক মুহূর্ত্তে কেমন ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল!

রেবা। চিনতে পা'র্‌ছ না?

সুজন। সমস্ত বাক্‌শক্তি কই? হৃদয়ের কোন গুহায় লুকুলো?

রেবা। ও! আমার ভুল হয়েছে। তুমি ব্রহ্মচারী। বোধ হয় তুমি আমার মুখ দেখনি।

সুজন। দেখেছি।

রেবা। তাই বল। তবে অমন ক'রে জুজুর মত মুখ বুজে দাঁড়িয়ে র'য়েছ কেন? এই নির্জ্জন দেশ, তার ওপর এই অন্ধকার। আমি বালিকা, বিষম চুপে আমার প্রাণে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ যে। (হস্তধারণ) দেখ দেখি, আরও কাছে এসে দেখ। ভয়ে 'দেখেছি' ব'লছ, কি সত্য ব'লছ বুঝতে পা'রছিনা। এইবারে বল, দেখেছ কিনা। আবার চুপ ক'র্‌লে কেন?

সুজন। এই হাত আমার মণিবন্ধ বেষ্টন ক'রেছিল। এই শিরীষ-কুসুম-কোমলহস্ত আমি সবলে আকর্ষণ ক'রেছিলুম।

রেবা। বস্ (হস্তত্যাগ) তা'হলে বুঝতে পেরেছি, তুমি আমাকে চিনেছ। এইবারে কোথায় যাচ্ছ, তুমি যেতে পার।

সুজন। কোথায় যাব?

রেবা। কোথায় যাচ্ছিলে?

সুজন। ব'ল্‌লে ত তুমি বুঝবে না।

রেবা। খুব বুঝবো।

সুজন। আমার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে।

রেবা। কেন?

সুজন। তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে।

রেবা। অস্ত্র ধ'র্‌তে জাননা ব'লে? মুখের দিকে চাচ্ছ কি?

সুজন। তুমি কি অন্তর্য্যামিনী?

রেবা। বিদায় গ্রহণ ক'রে কোথায় যাবে?

সুজন। কোথায় যাব বল।

রেবা। দেবী-মন্দিরে ফিরে যাও।

সুজন। সেখানে আর আমি প্রবেশের অধিকারী নই।

রেবা। বল কি?

সুজন। সে দেব-বাঞ্ছিত আশ্রম থেকে একমুহূর্ত্তে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি।

রেবা। না, না—তুমি ফিরে যাও ব্রহ্মচারী।

সুজন। রাজকুমারী!

রেবা। রেবা বল।

সুজন। ব'ল্‌ব?

রেবা। ভাল না লাগে ব'লনা।

সুজন। রেবা, অনেক দূরে চ'লে এসেছি। এতদূর যে, আমার আশৈশব অধিষ্ঠিত ঋষিকুটীর আর আমি দেখতে পাচ্ছিনা। সেখানকার তরুগাত্রে প্রতিফলিত সংযম-মন্ত্রের অক্ষর আর আমি প'ড়্‌তে পা'র্‌ছি না।

রেবা। আস্‌তে কতদিন লাগল?

সুজন। একমুহূর্ত্তে। এই নির্জ্জন অমাঢাকা প্রান্তরে আমি পরিত্যক্ত। প্রাতঃকালে যখন তুমি হাত ধ'রেছিলে, তখন আমার চিত্তবিকার হয়নি। সারাদিন একমুহূর্ত্তের জন্ত তুমি আমার মনে উদিত হওনি। রেবা! আজন্ম সত্যাশ্রয় ক'রে আছি, তোমাকে মিথ্যা কথা বলিনি।

রেবা। তা'হলে তুমি আসনি। আমিই তোমাকে হাতে ধ'রে এক প্রচণ্ড

টানে দূরে নিক্ষেপ ক'রেছি। তাইত! তা'হলে ত তোমার বড়ই অনিষ্ট ক'র্‌লুম ব্রহ্মচারী!

সুজন। আর আমায় ব্রহ্মচারী ব'লনা।

রেবা। বার বার ব'ল্‌ব; আমার জন্য যে তোমার ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হবে, আমি সে কলঙ্ক মাথায় বহন ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। তুমি সত্যাশ্রয়ী— তোমার সঙ্গে আমার রহস্য করা উচিত হয় না। তা'হলে শোন, আমরা উভয়েই উভয়ের অজ্ঞাতসারে কর্ম্মবশে পতি-পত্নীর ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছি।

সুজন। কি ব'ল্‌লে রেবা?

রেবা। ব্যাকুল হ'য়োনা—একমুহূর্ত্তের দৃষ্টির ছলনায় আত্মহারা হ'য়োনা। আমি প্রভাতে এক প্রয়োজনে তোমার হাত ধ'রেছিলুম। ক্ষত্রিয়-নন্দিনী হ'য়েও আমি তার ফল বুঝতে পারিনি। আমার পরমারাধ্যা এক সতী, আমার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মচারী, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।

সুজন। রেবা! আমার জীবন ধন্য!

রেবা। যদি আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝে থাক'—তা'হলে ধন্য। সংসার কি বস্তু তা তুমি জাননা। নবীন সন্ন্যাসী! চিরশান্তিময় আশ্রম পশ্চাতে রেখে সংসারের দ্বারে প্রথম পা দিয়েছ। তার ভিতরে কি আছে, এখনও তা জাননা। প্রবেশদ্বারের তোরণ-সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে আলোক আছে কি অন্ধকার আছে, তোমার চক্ষু এখনও তা নির্ণয় ক'র্‌তে পারেনি।

সুজন। তুমি কি জান?

রেবা। অন্ততঃ তোমার চেয়ে জানি। আমি ঐশ্বর্য্যে লালিত হ'য়েছি, তাতে আকাঙ্ক্ষার অনেক লীলা দেখেছি, শুনেছি। যাঁর হাতের তুলিকাস্পর্শে

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংসারচিত্র শত সহস্ররূপে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মচারী, আমি তাঁর প্রতিনিধি।

সুজন। রেবা!—

রেবা। চুপ! কে আ'সছে!

(রুইদাস ও কেতুর প্রবেশ)

কে তোমরা? তাইত তুমি? অসম্ভব—অসম্ভব! আমি কি ঠিক দেখ্‌ছি!

কেতু। আমি ও কি ঠিক দেখছি—

রেবা। সঙ্গে এ কে? এ চর্ম্মকারের সঙ্গে কোথা যাচ্ছ? ঠিক বল—ঠিক বল। তোমাকে দেখে আমার মাথা ঘুরছে। ঠিক বল—

(দেবরায়ের প্রবেশ)

তাইত রাজা—রাজা! তুমি? ভাগ্যবতী বুঝতে পেরেছি।—তার পর? কোথায় চলেছ রাণী?

দেব। আমার দূত হয়ে রাজার কাছে চলেছে।

রেবা। কিসের দূত?

দেব। আমি বারাহারাজের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌ব।

রেবা। তা রাণীকে পাঠাচ্ছ কেন?

দেব। আর আমার পাঠাবার কে আছে?

রেবা। বেশ, একে সঙ্গে পাঠাচ্ছ কেন?

রুই। আমাদের রাজারই দূত। আমাদের ত দূত নয়। আমাদের রাণী। রাজা রাণীকে একলা ছেড়ে দিলে ব'লে আমরা ছা'ড়ব কেন?

রেবা। দূত অবধ্য, কিন্তু দূতের সহচর অবধ্য নয়— তা জান?

দেব। ফিরে এস রুইদাস, রাণীকে একা যেতে দাও।

রুই। কাটে আমাকে কাটবে, আমি মাকে একলা যেতে দেব না রাজা!

রেবা। একা যাবে কেন। সঙ্গে যাবার লোক এইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দেব। ওকেও ত মেরে ফে'ল্‌তে পারে?

রেবা। মরে ভট্টি ম'র্‌বে। এ কার্য্যে ভট্টিরই প্রাণ দেবার অধিকার। দোহাই রাজা, চর্ম্মকারকে তোমার দূতের সঙ্গী ক'রে তোমার ও বারাহা-রাজের মর্য্যাদায় আঘাত ক'রোনা।

সুজন। রাজা! মায়ের সঙ্গে যেতে আমাকে আদেশ কর।

দেব। রুইদাস, ভাই চ'লে এস।

[দেবরায় ও রুইদাসের প্রস্থান।

রেবা। যাও, প্রভু, সঙ্গে যাও।

কেতু। কি দৌত্য নিয়ে যাচ্ছি, তা তুমি জাননা।

রেবা। আমার তা জানবার দরকার নেই! সে তুমি জান, আর রাজা জানেন!

কেতু। আমায় আশীর্ব্বাদ কর!

রেবা। আশিস্‌ মূর্ত্তি ধ'রে তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। এর চেয়ে আশিস্‌ আর কি আছে!

সুজন। দেবি, ফি'র্‌ব কি না ফি'র্‌ব জানিনা—

রেবা। অবশ্য ফি'র্‌বে।

সুজন। কেমন ক'রে ফি'র্‌ব? ও চর্ম্মকারের চেয়ে আমার অবস্থা ত বড় ভাল বুঝ্‌ছি না। ওর তবু পরিচয় আছে, আমার পরিচয় নেই।

রেবা। শ্বশুরের নাম ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না, আর পরিচয়ের সম্পূর্ণ সুযোগ থাকতেও যখন তুমি পরিচয় পাওনি, তখন ব'ল্‌বার প্রলোভন সত্ত্বেও নিবৃত্ত হলুম। তথাপি শোন—আমার যতটুকু ব'ল্‌বার অধিকার, আমি তোমাকে ব'ল্‌ছি। তুমি রাজোয়ারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলীরাজপুত্র।

সুজন। চল মা ভট্টিরাণী, বারাহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

[কেতু ও সুজনের প্রস্থান।

(মূলরাজের প্রবেশ)

মূল। বুটারাজকুমারী!

রেবা। কে আপনি?

মূল। বিস্মিতা হ'য়োনা মা! সন্ন্যাসী তোমার শ্বশুর, সন্ন্যাসী তোমা স্বামী, আর আমার বেশ দেখে বুঝতে পা'রছ, বোধ হয় আমিও সন্ন্যাসী। আমি সৌভাগ্যবশে এখানে এসে প'ড়েছিলুম। এসে তোমাদের সমস্ত কথোপকথন শুনেছি, শুনে সন্তুষ্ট হ'য়েছি, তুমি বারাহা-ভট্টির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছ।

রেবা। (নতজানু হইয়া) মহারাজ!

মূল। রেবা! বর গ্রহণ কর।

রেবা। মহান্ বারাহারাজ! আমি আর কিছু চাইনা। কেবল হতাবশিষ্ট বারাহা-লাঙ্গাইয়ের কল্যাণ চাই।

মূল। তথাস্তু।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

বিমলা ও সুরা।

সুরা। মুক্ত কর, মহারাণী! মুক্ত কর।

বিমলা। কেউ খুলে দিতে পা'রলেনা।

সুরা। কই, সেই সময় থেকে এখনও পর্য্যন্ত যে বারাহা-লাঙ্গাইকে দেখেছি, তাকেই ধ'রেছি। কেউ এ গলার শিকল খুল্‌তে পা'র্‌লে না।

বিমলা। রাজাকে দেখিয়েছিস্ ?

সুরা। লাঙ্গাইরাজা পা'রলে না। বারকতক খোলবার চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লে, সুরা! বারাহা-লাঙ্গাইয়ের চরণের নিগড় তোর গলায় উঠেছে। তোমাদের ভবিষ্যৎ রাজা খুলে দেওয়া দূরে থাক, বারকতক টানাটানি ক'রে আমাকে রহস্য ক'র্‌লে।

বিমলা। তাইত সুরা, আমার স্বামী যে অতি বৃদ্ধ।

সুরা। মা! পররাজ্যলোলুপ শত্রু ত বৃদ্ধ ব'লে রাজাকে দয়া ক'র্‌বে না। বৃদ্ধ রাজা পাছে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হন, দারুণ শোকের উপর আমাকে মুক্ত ক'রতে অপারগ হ'য়ে মনঃক্ষোভে পাছে মারা পড়েন, এই ভয়ে তাঁকে দেখাইনি।

বিমলা। কি আর ব'লব মা, আশীর্ব্বাদ করি, এই শৃঙ্খলই তোর বহুমঙ্গলের কারণ হ'ক। অপেক্ষা কর, প্রাতঃকালে সমস্ত সামন্ত সর্দার দরবারে সমবেত হবে। কা'ল—কা'ল—কা'ল আমাদের সকলের ভাগ্যের মীমাংসা হবে। মা! জাতিকে লজ্জার হাত থেকে নিস্তার ক'র্‌তে কিছুক্ষণ গোপনে অবস্থান কর। আর দেখাস্‌নি, আর দেখাস্‌নি—পুত্র-শোকাগ্নি প্রচণ্ড শিথায় চোখে এসে উপস্থিত হ'চ্ছে, চ'লে যা মা, চ'লে যা।

[বিমলা ও সুরার প্রস্থান।

(মূলরাজের প্রবেশ)

মূল। তীক্ষ্নদৃষ্টি ঢেকেছি মরণে,
আবদ্ধ করেছি শ্বাস মৃত্যুর প্রাচীরে,
প্রাণ-বহ্নি নির্ব্বাপিত তুষার শীতল —
তবু কেন হতভাগ্য! হাসি খল খল ?

চলে যা চলে যা প্রেত,

ফিরে যা ফিরে যা যমপথে।

(উঠিয়া) তাইত, এ কার সঙ্গে কথা কইলুম? সত্য না স্বপ্ন? স্বপ্ন না সত্য?

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। এই যে, এই যে! কখন এলেন মহারাজ? আমি হাঁ ক'রে পথ পানে চেয়ে ব'সে আছি। আপনি কোন দিক দিয়ে এলেন?

মূল। দিক্ নির্ণয় ক'র্‌তে পারিনি রাণী, তবে আমি এসেছি। এসে তোমার প্রতীক্ষা ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাণী! আমি দেহে, বাসনায়, মানসে—ত্রিবিধ শরীরে ক্লান্ত হ'য়েছি।

বিমলা। আপনি যে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?

মূল। কইছিলুম—কিন্তু কার সঙ্গে কইছিলুম? হুঁ—নিজের সঙ্গে কইছিলুম। রাণী! এ পৃথিবীতে আমার অবস্থার যোগ্য ব্যক্তি এক আমি আছি। কথা কইতে, পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌তে, তীব্র তিরস্কারে জর্জরিত ক'র্‌তে আমার সমকক্ষ একমাত্র আমি। সেই আমাকে একটু তিরস্কার ক'র্‌ছিলুম।

বিমলা। মহারাজ!

মূল। ভয় পেয়োনা রাণী, ভয়কে আরক্তিম চক্ষে বিভীষিকা দেখাও। ভয়ে অভিভূত হবার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ব'ল্‌ব—ব'ল্‌ব—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, সময়ান্তরে ব'ল্‌ব।

বিমলা। কেতুকে পেলেন না?

মূল। পেলুম—ছুঁলুম না।

বিমলা। ভয় পেতে নিষেধ ক'র্‌ছেন। তবে ভয় দেখাচ্ছেন কেন মহারাজ? কি হয়েছে স্পষ্ট ক'রে বলুন।

মূল। সে সেই নেশাখোরকে আশ্রয় ক'রেছে!

বিমলা। দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ—ও কথা ব'ল্‌বেন না।

মূল। শুধু কি তাই রাণী! সে নেশাখোর চর্ম্মকারের অন্নভোক্তা।

বিমলা। তাকে পেয়ে জীবিত রেখে এলেন?

মূল। অপবিত্র হবার ভয়ে তার অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ ক'রাতে পারিনি।

বিমলা। তাহ'লে আমি তার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করাই?

মূল। পার, এখনি কর। আমি পা'র্‌লুম না।

বিমলা। বুঝ্‌তে পেরেছি—মমতায় আপনার হাত কেঁপে গেছে। আপনি শীঘ্র বলুন, সে হতভাগিনী কোথায় আছে!

মূল। অপেক্ষা কর, সে নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আ'স্‌ছে।

বিমলা। না—না—কিছুতেই তা ক'র্‌তে দেব না। তার পূর্ব্বেই তাকে মেরে ফেল্‌বো। যার জন্য বংশমর্য্যাদা ডুবে যায়, আমি সে মেয়ের মুখ দর্শন আর ক'র্‌ব না! গুপ্ত শত্রুতে ছেলে মেরেছে। আমি নিজে মেয়েকে হত্যা ক'রে বংশের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেল্‌ব।

(সুরজমলের প্রবেশ)

মূল। দেওয়ান, সংবাদ কি?

সুরজ। মহারাণী এখানে থাকতে ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না রাজনীতির কথা।

মূল। রাণী, ক্ষণেক বিশ্রাম কর।

বিমলা। শুন্‌তে পাব না?

সুরজ। আমার কাছে পাবেন না! [বিমলার প্রস্থান।

মূল। এসেছে?

সুরজ। এসেছে।

মূল। একাকিনী? না, সঙ্গে লোক আছে?

সুরজ। লোক আছে।

মূল। চামার ?

সুরজ। না মহারাজ, ব্রহ্মচারী। দেবিদাসের শিষ্য।

মূল। ধূর্ত্ত ধূর্ত্ত! নিরীহ ব্রহ্মচারীকে তাই কন্যার সঙ্গে পাঠিয়েছে। ব্রহ্মচারী জানে না, কেতুর সঙ্গে আমার পরিণাম কি!

সুরজ। জানে।

মূল। জানে ?

সুরজ। জানে এবং আমিও তাকে বুঝিয়ে ব'লেছি।

মূল। তার এত সাহস ?

সুরজ। মহারাজ! তাহ'লে এইবারে আপনাকে ব'লব। আমি তার নিকট থেকে অনুমতি পেয়েছি। সেই যুবক ব্রহ্মচারীই আপনার পুত্রহন্তাকে অস্ত্র দিয়েছিল।

মূল। বেশ, তাকে নিয়ে এস! (সুরজের প্রস্থান) এক দিকে বীরত্বের আকর্ষণ, অন্যদিকে জাতিরক্ষার প্রলোভন। তাইত, তনুরায়, ছায়াময় দেহ নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে, তাতো জ'ানতুম না! হায়! কেন তাহ'লে তার ক্ষণভঙ্গুর স্থূল শরীর কাপুরুষের অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ড ক'রেছিলুম। তার ফলে আজ বিশ বৎসর পরে নবাঙ্কুরিত শক্তির উত্তেজনায় তার দেহের প্রতি ছিন্নাংশ আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রতে আসছে। এক ক্ষুদ্র বালক মূর্ত্তিতে সে আবার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী কেন—আমাকে হারিয়েছে। এইবারে শেষ যুদ্ধ—বারাহা অথবা ভট্টি! এ আমার সযত্ন প্রতিষ্ঠিত মুলতানে, আমার সর্ব্ব মমতার এই একমাত্র আবাস-মন্দিরে কে প্রবেশ ক'রে আধিপত্য ক'রবে ? বারাহা অথবা ভট্টি—তাইত! এ দুয়ের মাঝখানে কি কেউ নাই ?

(সুরজ ও সুজনের প্রবেশ)

সুজন। আছে মহারাজ। শুধু গর্ব্বান্ধ হ'য়ে আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। মহারাজ! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

মূল। তুমি?

সুজন। তনোটেশ্বর আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। আমি সেই দূতের সঙ্গে এসেছি।

মূল। তনোটেশ্বর! তনোটত ভূগর্ভে!

সুজন। গর্ভবাস চিরকাল থাকে না মহারাজ! তনোট ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে।

মূল। তোমার পরিচয়?

সুজন। ভট্টি।

মূল। ভট্টি হ'য়ে তুমি রাজনীতি জাননা?

সুজন। কিছু না।

মূল। তা হ'লে তনোটেশ্বর তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে।

সুজন। কেন মহারাজ?

মূল। দূত অবধ্য। কিন্তু দূতের সহচর অবধ্য নয়।

সুজন। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। মৃত্যু সম্ভব জেনেও এসেছি। আমি আপনার পুত্র হত্যার কারণ। আপনার পুত্রহন্তাকে আমি অস্ত্র দিয়েছি।

মূল। তা হ'লে অনুতপ্ত হ'য়ে এসেছ?

সুজন। কিছুনা। তাদের রাজপুত্র জ্ঞানে বধের জন্য অস্ত্র দিইনি। কতকগুলো পশু একজন অস্ত্রহীন নিরীহকে আক্রমণ ক'রেছিল দেখে তার আত্মরক্ষার সাহায্য ক'রেছি। আমার অস্ত্রশিক্ষা থা'কলে, আমিই তাদের হত্যার চেষ্টা ক'র্‌তুম।

মূল। তাহ'লে ব'ল্‌তে চাও, তুমি অপরাধী নও?

সুজন। আমি ব'ল্‌ব কেন—আপনিই বলুন।

মূল। তুমি রাজদ্রোহী।

সুজন। ভট্টি, বারাহার প্রজা নয়।

মূল। প্রজা না হও, বারাহার অন্নভোক্তা।

সুজন। বারাহার একটা তণ্ডুলকণাও আমি মুখে তুলিনি।

মূল। তুমি মিথ্যাবাদী।

সুজন। অস্ত্র ধ'র্‌তে জা'ন্‌লে আমি এর যথাযোগ্য উত্তর দিতুম।

মূল। তুমি মিথ্যাবাদী নও?

সুজন। জ্ঞানতঃ এ বয়স পর্য্যন্ত আমি মিথ্যা কথা কইনি মহারাজ?

মূল। আজ ক'য়েছ?

সুজন। কই—

মূল। তুমি কি স্বেচ্ছায় এসেছ? আমার মুখের পানে চাইছ কেন? অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর।

সুজন। মহারাজ! শাস্তি দিন। আমি সত্য গোপন ক'রেছি। আমি নিজের ইচ্ছায় চালিত হয়ে আসিনি।

মূল। এখনও সত্য গোপন ক'র্‌ছ।

সুজন। আমি এক রমণীর প্রেরণায় এসেছি।

মূল। এখনও গোপন ক'র্‌ছ।

সুজন। সে রমণী নিজমুখে ব'লেছে, সে আমার সহধর্ম্মিণী।

মূল। আর তুমি? তুমি কিছুই বলনি? অমনি অমনি তাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছ?

সুজন। মহারাজ! আমি মিথ্যাবাদী।

মূল। তাহ'লে তুমি আর স্বাধীন ব্রহ্মচারী নও?

সুজন। ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়েছে।

মূল। বুঝতে পেরেছ, শৈলশিখরের উচ্চতা থেকে এক মুহূর্ত্তে কত দূর নেমে গেছ ?

সুজন। মাটীতে প'ড়ে গেছি মহারাজ ?

মূল। আরও গোপন ক'রেছ ? শুধু কি তুমি ভট্টি ? আর কি তুমি কোনও পরিচয় পাওনি ?

সুজন। মহারাজ ! আমি ভূগর্ভে প্রোথিত হ'য়ে গেছি।

মূল। যদি শুধু গুরুর প্রসাদান্নভোজী জেনে নিশ্চিন্ত থা'ক্‌তে, তাহ'লে ব্রহ্মচারী, তুমি তোমার গুরুর মত বারাহাও নও—ভট্টিও নও। তুমি জাতির অতীত—চিরস্বাধীন। কিন্তু তুমি পিতৃপরিচয়-প্রার্থী—ভিখারী। রাজোয়ারার শ্রেষ্ঠবলীর পুত্র ! যদি তোমার পিতা আমার অন্নভোক্তা হয় ?

সুজন। মহারাজ, তাহ'লে আমি বারাহা—বিদ্রোহী বারাহা। মহারাজ ! পিতৃপরিচয়ের ভিখারী আমি, গুরুর কাছে পরিচয় পাইনি। তিনি আমাকে পরিচয় খুঁজে নিতে আদেশ ক'রেছেন। বলুন মহারাজ, আমার পিতা কে। দেখতে অনুমতি দেন, দেখবো। না দেন, শুধু শুনিয়ে দিন। শুনিয়ে আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা প্রদান করুন।

মূল। বেশ, তাহ'লে তোমার সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে এস। তুমি বারাহা নও—ভট্টি। অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন তোমাতে দেখলে তোমাকে বারাহা বাক্যও উচ্চারণ ক'র্‌তে দিতুম না। যাও। সত্বর যাও। কিন্তু যেতে যেতে শুন, যদি তাকে আনতে না পার, তাহ'লে বন্দীরূপে আমার কাছে ফিরে আস্‌বে। দেওয়ান ! দূত কই ?

[সুজনের প্রস্থান।

সুরজ। আর দেওয়ানকে কেন মহারাজ ! আপনি স্বয়ং দূতের অনুসন্ধান করুন। একবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে আপনার কার্য্যে বাধা

দিয়েছি। দিয়ে আমি অনুতপ্ত। বুদ্ধির অভিমান নিয়ে আপনার মন্ত্রিত্ব ক'র্‌বার ধৃষ্টতা আর আমার নাই।

মূল। বেশ, তুমি দেবিদাসের সন্ধান কর।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

বিমলা।

বিমলা। পুত্র গেছে, কন্যা—সেও বুঝি গেছে।
অযোগ্যে আশ্রয় যদি লয়
অধিক সে মরণ হইতে।
যে তরু আশ্রয় ক'রে গরবিণী আমি
এখনো তা আছে।
যাক্‌ ফল, যাক্‌ পুষ্প,
পুণ্যময় আশ্রয় পাদপ
যদ্যপি জীবিত রয়,
সর্ব্ব রহে জীবিত আমার।

(মূলরাজের প্রবেশ)

কি বলিতে প্রতিশ্রুত,
শীঘ্র মোরে বল মহারাজ!

মূল। শুন রাণী, পুত্রশোকে, কন্যা অদর্শনে,
প্রতিহিংসা পরিমাণ উপায় চিন্তনে

রুদ্ধ কক্ষে অনিদ্রায়
ভ্রমিতেছিলাম নরেশ্বরী।
কর্ত্তব্য করিয়া স্থির,
শ্রান্ত ক্লান্ত শোকার্ত্ত অধীর
বিশ্রাম লইতে দেবি,
যেই আমি শয্যাপরে করেছি শয়ন,
অমনি কি ভীষণ দর্শন—
যেমন সম্মুখে তুমি—
জীবিতের পূর্ণ সাক্ষিরূপা—
এই মত—ঠিক এই মত
দেবি! ভীষণ কবন্ধ এক
শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াল।

বিমলা। বল কি বল কি মহারাজ!

মূল। স্কন্ধোপরি শূন্য মুণ্ড হাসে খলখল,
শূন্য দন্ত বিকাশে বিকল,
শূন্য চক্ষু স্ফুলিঙ্গ বর্ষিল।
বলে, এ কবন্ধে কভু
কোথা কি দেখেছ মূলরাজ?"
নির্ভয়ে, হৃদয় ধ'রে সুধাইনু তারে
"কে তুই, কে তুই প্রেত?"
শূন্যমুখে উঠিল উত্তর—
"প্রেত নহি বীরবর!
তোমার বীরত্ব মূর্ত্তি বিম্বিত হইয়া
এইমত ভেসেছে আকাশে।

করহ স্মরণ—
ভীমারণ্যে কৌতুকে ঘেরিলে
অন্ধকারে মুণ্ড অপহৃলে।
ভেবেছিলে
কেহ না বুঝিবে বীর বীরত্ব তোমার,
এ সংসার মুণ্ডচুরি মর্ম্ম না বুঝিবে,
তনুরায় আর না ফিরিবে।
অন্ধ আঁখি করি উন্মীলন
দেখ চেয়ে শূন্যস্কন্ধে রক্ত বিস্ফুরণ।
কৌতুক দেখিতে ফিরে
বিংশ বর্ষ পরে
আবার এসেছি আমি তোমার সকাশে।
দাও মূলরাজ, নাহি সহে কালব্যাজ
এ কবন্ধে মুণ্ড তার দাও ফিরাইয়া।"

বিমলা। স্থির হ'ন—স্থির হ'ন মহারাজ!

মূল। আবার সে খলখল হাস
আবার সে দন্তপাঁতি ভীষণ বিকাশ।
বলিল ভীষণ স্বরে—
শতধা হৃদয়তন্ত্রী বিচ্ছিন্নকারিণী
গৃহমধ্যে তুলে প্রতিধ্বনি
বলিল ভীষণ স্বরে—
"চেয়ে দেখ শ্যালক-প্রধান
শ্বশুরের অপহৃত মুণ্ড ফিরে ল'তে
হাতে থালা পুত্রবধূ আসিছে আমার।"

চেয়ে দেখি,—যথার্থই রাণী—
ঠিক যেন—ঠিক যেন—

বিমলা। বলিবার নাহি প্রয়োজন—
বিশ্রাম—বিশ্রাম লহ রাজা।

মূল। এইত বিশ্রাম—
চেয়ে দেখি হাতে লয়ে থালা—
যথার্থ দেখেছি—
নিশ্চয় উন্মুক্ত ছিল আঁখির পলক—
ছিল বহু দূরে,
সন্নিকটে এলো ধীরে ধীরে—
হাতে তার থালা—

বিমলা। সে প্রেতের পুত্রবধূ!

মূল। পুত্রবধূ—কিন্তু ঠিক যেন—
যেন কেন? স্থির দেখিয়াছি—রাণী!
সে তোমার একমাত্র প্রিয় কন্যা কেতু।

বিমলা। স্বপ্ন—মোহ—মিথ্যা—মায়া—
শোকদগ্ধ জাগ্রতের ধূমাচ্ছন্ন স্মৃতি।
মহারাজ! মহারাজ!—

মূল। কি দেখিছ রাণী?

বিমলা। নহে দৃষ্টি—
সংক্রামক স্বপ্ন মোহ
আচ্ছন্ন করিল মোর জ্ঞান!
এ নয় এ নয় তোর স্থান—
নিজ রাজ্যে চ'লে যা প্রেতিনী।

(থালা হস্তে কেতুর প্রবেশ)

কেতু। পিতা!

মূল। আচ্ছন্ন জগত জাগরণে
মায়া যদি তার অভিধান—
যা ধরণী, অনন্ত ঘূর্ণন সাথে লয়ে
এই দণ্ডে স্বপ্নরাজ্যে কর্‌লো প্রয়াণ।
কোথা হ'তে এলি কেতু, হাতে কেন থালা?

বিমলা। বারাহাপতির
উচ্চ বংশ গর্ব্ব যত
রসাতলে করি নিমজ্জন
সারা দিবানিশি কোথা ছিলি সর্ব্বনাশী!
মৃতা তোরে ক'রেছিনু স্থির
তবে কেন জীবিতার মত
রাত্রিশেষে গৃহ মধ্যে পশিলি প্রেতিনী?

কেতু। ক্ষত্রিয় রমণী তুমি—
এ বিশ্বাস আছে মোর সতী—
প্রেতিনী তোমার গর্ভে না লয় আশ্রয়।
ছাড় ভয়,
শ্রেষ্ঠ-কুল-জাত-বীরে স'পিলে হৃদয়,
কুলগর্ব্ব রমণীর
উঠে উচ্চ অনন্ত আকাশে,
কভু না প্রবেশে রসাতলে।
যে গর্ব্ব আমার,
সে গর্ব্বে জাতির অধিকার।

কোথা হ'তে আসি, কেন আসি,
এ অপূর্ব্ব ধাতুপাত্র কেন মোর করে,—
এখনি বলিব নররাজ,
কিন্তু পূর্ব্বে তার,
শুনাইব মম নিবেদন,
যথার্থ উত্তর তার কর অঙ্গীকার ।

মূল । কর প্রশ্ন, যদি জানি
উত্তর শুনিবে সত্য বালা ।

কেতু । কভু কি সতীরে কোন
অকাল-বৈধব্য তুমি ক'রেছিলে দান ?

মূল । ক'রেছিনু দান ।

কেতু । বধেছিলে ধর্ম্মযুদ্ধে স্বামীরে তাহার ?

মূল । ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থহীন বচন বিন্যাস,
যেখানে যে ভাবে তার উঠে প্রতিধ্বনি,
সেখানে সেরূপ মূল্য তার ।
অন্ধকার অরণ্যের সহায় লইয়া
বহু সৈন্যে জাল বিরচিয়া
বধেছিনু রাত্রিযোগে এক নৃপতিরে
চিরশত্রু বারাহার ।

কেতু । ভাগ্যবশে আমি পিতা পুত্রবধূ তাঁর ।

বিমলা । চুপ কর্ অভাগিনী –
পুনরায় একথা বলিলে
আমি নিজ হাতে
কঠোর শৃঙ্খলে তোরে করিব বন্দিনী ।

মূল। না—না—মুক্তা তুমি।
চিরমুক্তা নন্দিনী আমার।
জীবিত থাকিতে আমি
বিধি তোরে না পারিবে করিতে বন্দিনী।
তারপর কি বক্তব্য শীঘ্র বল মোরে।
হয় রাত্রি অবসান—
বৃদ্ধকালে বংশনাশ – ঘেরেছে নিরাশ
অসমর্থ জীবন বহনে—
সূর্য্যোদয়ে এ রাজ্যের সামন্ত সম্মুখে
বারাহার সিংহাসনে
ভবিষ্যৎ অধিকার করিব বিধান।
বক্তব্য কি শীঘ্র বল মোরে।

কেতু। ভাগ্যবশে পণের বন্ধনে
ভ্রাতৃহত্যাকারী-বীরে
করিয়াছি পতিত্বে বরণ।

মূল। বুঝিয়াছি—
অযোগ্য-আশ্রয় তুমি লহ নাই কেতু।

বিমলা। যদি সে পামর
গুপ্তভাবে পুত্রগণে বধ করে রাজা ?

মূল। গুপ্তভাবে তিন বীর ক্ষত্রিয় সংহার
আপনি বিধাতা নাহি পারে।
শোকার্ত্তের মরম লইয়া
বৃথা প্রশ্ন করনাকো রাণী।
তারপর ?

কেতু। তারপর আপনার মহৎ সম্মুখে
যৌতুক ভিক্ষায় পিতা
দাঁড়ায়েছে ভট্টিকুলবধূ!

মূল। ভট্টিকুল যদুকুল—জাতিশ্রেষ্ঠ এ ভারতে,
ভুবনপাবন নারায়ণ
ভূভার-হরণ অভিলাষে
যে পবিত্র কুলে
নরদেহ করেছেন অঙ্গীকার,
সে কুলে আশ্রয় ল'য়ে
দুর্জ্জয় এ বারাহা জাতিরে
পবিত্রতা করেছ প্রদান।
পুত্র মোর যে মর্য্যাদা দিয়াছে ডুবায়ে
তুমি তারে করেছ উদ্ধার।
তারপর?

কেতু। তারপর—বলিতে হতেছে ভয়—

বিমলা। স্বামী মোর মহৎ হইতে মহত্তর,
নির্ভয়ে শুনাও ভাগ্যবতী।

কেতু। বড়ই বিকট মূল্যে কিনেছি আশ্রয়।

বিমলা। বারাহাপতির কন্যা
তুচ্ছ অন্য রমণীর মত
হীনপণে সে কেন যাইবে পতিকুলে।
ভীতা কেন—শীঘ্র বল,
হউক সে বিকট কঠোর
শীঘ্র বল, কি পণ চেয়েছে তব স্বামী।

কেতু। নহে স্বামী, শ্বাশুড়ী আমার—

মূল। রাজ্যপণ ?

কেতু। নহে।

মূল। সমস্ত সম্পদ মোর ?

কেতু। নহে।

মূল। বারাহার স্বাধীনতা ?

কেতু। নহে পিতা ! সে মর্য্যাদাময়ী
জানে – কারে বলে স্বাধীনতা।
বিংশবর্ষব্যাপী ভীম দরিদ্রতা-ব্রতে
কুটীর আঁধারে নব জননী আমার
সন্তর্পণে রেখেছে লুকায়ে
ভট্টির সর্ব্বস্বধন তীব্র স্বাধীনতা।

মূল। জননী আমার !
জননী তোমার
গর্ব্বোন্নত এই মুণ্ড
যৌতুক কি করেছে প্রার্থনা ?

কেতু। পিতা—পিতা ! মহান্ বারাহারাজ !
কণ্ঠরুদ্ধ দিতে গো উত্তর।
শ্বশ্রূরে আমার যেন ক'রনা দোষিণী।
স্নেহময়ী অশ্রু-পরিপুরিত ঈক্ষণে
শুদ্ধমাত্র নির্ব্বন্ধে আমার,
যৌতুক লইতে কর করেছে প্রসার।
বারংবার করেছে নিষেধ মোরে।
মধুর করুণাপূর্ণ স্বরে

বারংবার বলিয়াছে
ফিরিয়া আসিতে মোরে পিতার আশ্রয়ে ।
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী জ্ঞানে,
সতীত্বের পূর্ণ অভিমানে
ফিরি নাই আমি ।
মহারাজ ! অনার্য্য-নন্দিনী যদি আমি
বল মোরে, ফেলে দিই থালা ।
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী যদি আমি—

মূল । ক্ষত্রিয় নন্দিনী তুমি—হাতে রাখ থালা ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দুর্গপ্রাকার।

রেবা।

রেবা। আর কি! ব্রহ্মাস্ত্র হাতে পেয়েছি। বারাহারাজকে বন্দী ক'রেছি। এখন যেখানে ব'সব, সেইখানেই আমার রাজত্ব। তাইত! ওরা কারা? অন্ধকারে পা টিপে টিপে এইদিকে আ'সছে। এরা কি ভট্টিসৈন্য? না, তাহ'লে ওরা এমন চোরের মতন আ'সবে কেন?

(রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। মা! রাজার সঙ্গে যাবার হুকুম পেলুম না ব'লে কি, রাজার রাজ্যি রক্ষারও হুকুম পাব না?

রেবা। কারা ওরা?

রুই। আবার কারা! চোর বারাহা। মুখে এক বলে; কাজে আর করে।

রেবা। খুব পাবে।

রুই। আমরা কি রাজার কেউ নই ?

রেবা। তোমরাই রাজার সব। আমি রাজার অন্য আত্মীয় গ্রাহ্য করিনা। রুইদাস! তুমি রাজার কেল্লা রক্ষা কর।

রুই। বস্। তাহ'লে তুই এখানে বোস্ ত মা! আমরা তোকে নিয়েই লড়াইয়ের পত্তন করি। বোস্ মা, বোস্। আমি ঘুমন্ত বাঘগুলোকে জাগা'তে চ'ললুম।

[রুইদাসের প্রস্থান।

রেবা। তাইত! এ যে অন্ধকারে আবার এক নূতন আলো ফুটে উ'ঠল! যাক্, এখন আর ভা'ববার সময় নেই। ব'সতে ব'লেছে—বসি।

(অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি। বা বা! কি ভাগ্য—আমার কি ভাগ্য! মেঘ না চাইতে জল! রাজার হুকুমে চামার বেটাকে খুঁজতে এলুম, মাঝখান থেকে রেবা পেয়ে গেলুম! কি ভাগ্য—কি ভাগ্য!

রেবা। কে তুমি ?

অরি। বা রেবা, বা! এই অন্ধকারে এই জনমানবশূন্য দেশে তুমি অবলা—এক্‌লা – বা রেবা, বা!

রেবা। কেও, অরিসিংহ ? তুমি এমন সময় এখানে!

অরি। হাঃ হাঃ। বিধাতা—বিধাতা – যাকে শাদা কথায় প্রজাপতি বলে। নির্ব্বন্ধ রেবা, নির্ব্বন্ধ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আমাকে এখানে এনে ফেলেছে।

রেবা। তোমার কথা আমি বুঝতে পা'রছি না।

অরি। তুমি কি জান না, রাজা আজ কি ক'রতে তোমাকে মূলতানে আনিয়েছিলেন ?

রেবা। কি ক'রতে বল।

অরি। পুত্রবধূ ক'রবেন ব'লে।

রেবা। এই তোমার কাছে প্রথম শুনলুম।

অরি। তা রাজার পুত্র ত হয়ে গেছে। এখন ভ্রাতুষ্পুত্র আমি। এখন সিংহাসন আমার, আর—আর—সবও আমার, কাজেই মহারাজ আর বুটারাজ উভয়েই পরামর্শ ক'রে তোমাকে আগেই আমাকে উচ্ছগ্‌গু ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তোমাকে বিবাহ ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প।

রেবা। সঙ্কল্প ত্যাগ কর অরিসিংহ, আমার বিবাহ হয়ে গেছে। রাজ্যেশ্বরী হওয়া আর আমার অদৃষ্টে নেই।

অরি। আক্ষেপ ক'রনা—আক্ষেপ ক'রনা।

রেবা। আনন্দ ক'র্‌ছি দেখতে পাচ্ছ—আক্ষেপ কোথায় দেখলে?

অরি। ও সব দুঃখের হাসি। তোমার প্রাণটার ভেতর কি ক'রছে, আমি সব বুঝতে পা'রছি। নাও, এস।

রেবা। আমার যাবার উপায় নেই।

অরি। এই যে উপায় আমি করছি।

রেবা। কি, বল প্রয়োগে নিয়ে যাবে নাকি?

অরি। ভালোয় ভালোয় না গেলে, তাই ক'রতে হবে বইকি।

রেবা। বলিস্ কি মূর্খ!

অরি। সাবধান রাজকুমারী! মর্য্যাদা রেখে কথা কও। তোমার বাপের আর সে অবস্থা নেই। বারাহা-রাজের আমি আছি। বুড়ো বুটারাজের কেউ নেই।

রেবা। কেউ নেই—আমি আছি। আমি তোমার মত দশটা বারাহা যুবরাজের মুণ্ডপাত ক'রতে পারি।

অরি। বেশি তেজ দেখিয়ো না রেবা! এখনও আমি মান রাখছি। বাড়াবাড়ি ক'রলে চুলের মুঠী ধ'রে নিয়ে যাব।

রেবা। আমিও মান রাখছি, বাড়াবাড়ি ক'রলে পদাঘাতে এখান থেকে দূর ক'রে দেব।

অরি। তবেরে পাপিষ্ঠা! (রেবাকে ধরিতে উদ্যত)

রেবা। সাবধান বারাহা কুকুর—ছুঁস্‌নি। এখনি ম'রবি, এখনি ম'রবি। ছুঁসনি—ছুঁসনি।

(সুজনের প্রবেশ এবং অরিসিংহের হস্তধারণ)

সুজন। হতভাগ্য মূর্খ হীন সরদার, তলোয়ারে হাত দিয়েছ কি ম'রেছ।

অরি। বটে, দেখ্‌বি। (বংশীধ্বনি)

(বারাহা সৈন্যগণের প্রবেশ)

ধর্‌—বাঁধ্‌—এই বদ্‌মাইসকে আর ঐ পাপিষ্ঠাকে।

সুজন। রেবা, আমার পশ্চাতে এস। তুমি ব'লেছ, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলীর পুত্র। এখনই তোমার বাক্যের মীমাংসা হ'ক।

রেবা। থাম ব্রহ্মচারী, কুকুর মারা তোমার ধর্ম্ম নয়। (বংশীধ্বনি)

(রুইদাস ও সঙ্গী চামারগণের প্রবেশ এবং "মার মার" ধ্বনি)

অরি। ওরে বাবা, এরা আবার কারা রে!

বারাহাগণ। দলে ভারি, জাল গুটো—জাল গুটো!

[অরিসিংহ ও বারাহাগণের প্রস্থান এবং রুইদাস ও তৎসঙ্গিগণের অনুসরণ।]

সুজন। তাইত—একি রেবা! একি বারাহারাজের আচরণ! তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রতে আমাকে পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ নীচতা অবলম্বন ক'রেছে।

রেবা। তা হ'লে তো ভালই হয়। বারাহা ধ্বংসের আর বিলম্ব হয় না।

(সুরজমলের প্রবেশ)

সুরজ। এক হতভাগ্যের নীচ আচরণের জন্য মহানুভব রাজার প্রতি দোষারোপ ক'রো না দেবি! মহাত্মা ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্র! বারাহারাজ তোমাকে তাঁর কন্যার বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

সুজন। রেবা, এই আমার পূর্ণ পরিচয়!

রেবা। আমি ভিখারী দেবিদাসের পুত্রবধূ, ব্রহ্মচারী আমার স্বামী, আমি অত বড় সম্পর্কের ধার ধারি নি।

সুজন। দেবিদাস, ঈশ্বরীরাও, গুরু, পিতা—একি আলোক! চক্ষু যে অন্ধ হ'য়ে গেল!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগর-প্রান্ত।

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

সরস অরুণ বরণে—
এস উষারাণী এস উষারাণী
মৃদু মন্থর চরণে।
সম্মুখে ছুটে চলে আঁধিয়ার
পিছনে আসিছে আলো,

উজ্জ্বল রাগে সিন্দুর বিন্দু,
কতই সাজিবে ভালো।
কলরবে পাখী করে আবাহন
সভয় হরষে কাননে।

দেব। আজ তোমরা এত উল্লাস ক চ্চ কেন? কি হ'য়েছে তোমাদের?

নাগরিকা। তা জানি না। রাজার আদেশে উৎসবের আয়োজন হ'য়েছে।

দেব। বল কি?

১ম নাগ। রাজা সমস্ত প্রজার মধ্যে ঘোষণা ক'রেছেন, যে আজ বিমর্ষ থা'কবে, সে বারাহা নয়।

দেব। রাজার পুত্র ম'রেছে—পুত্র ম'রেছে কেন বংশ লোপ হয়েছে। এতেও রাজা প্রজাকে উল্লাস ক'রতে আদেশ দিয়েছে?

(মূলরাজের প্রবেশ)

মূল। ওকে প্রশ্ন ক'রছ কেন? প্রশ্ন আমাকে কর। যাও তোমরা।

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

শোন যুবক, আজ বারাহা-রাজগৃহে তা'র পুত্রহন্তা অতিথি। তা'রই অভ্যর্থনার জন্য এ উৎসবের আয়োজন।

দেব। বুঝেছি রাজা! এ আপনার আহেরিয়া উৎসবেরই একটা অংশ। সিংহশিশু স্বেচ্ছায় জালে প'ড়েছে, তাই শীকারীদের এই উল্লাস। কিন্তু নির্ব্বোধেরা জানেনা—যে এ পাশ ছিন্ন ক'র্তে সিংহ-শিশুর অধিক বিলম্ব হবে না। দেখ্তে দেখ্তে এই উল্লাস ঘোর বিষাদে ঢেকে যাবে।

মূল। তোমার এ উত্তরে বিস্মিত হই নাই যুবক। বারাহার মহত্ত্ব বোঝা অনার্য্যের কর্ম্ম নয়। তুমি তোমার চামার পালক-পিতার অন্নের মর্য্যাদা রেখেছ।

দেব। সাবধান রাজা। ভট্টির মর্য্যাদা রেখে কথা কও। এ অস্ত্র বারাহা-রাজের মুণ্ড গ্রহণের জন্যই আমার হস্তে উঠেছে।

মূল। নিরস্ত্র বৃদ্ধ দেখে বুঝি। বাঃ—বাঃ—আর্য্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখা'চ্চ! এ জন্য নিশ্চয়ই ভট্টিবীর তনুরায় স্বর্গ হ'তে তাঁর উপযুক্ত বংশধরের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'রছেন।

দেব। (অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া) রাজা রাজা! ঠিক ব'লেছ—আমি চামার। ঐ অস্ত্র নিয়ে আমাকে হত্যা কর। আমি তোমার বন্দী।

মূল। তা যে ক'রবার উপায় নেই, ভট্টি-বীর। তোমাকে মেরে ফে'ললে আমার একমাত্র কন্যা বিধবা হবে।

দেব। সে কি! কে আপনার কন্যা?

মূল। যে তোমার সহধর্ম্মিণী। তনুরায়-পুত্র! কেতু—আমার অনার্য্যা নয়—ক্ষত্রিয়-নন্দিনী। সে অযোগ্য পাত্রে আত্ম সমর্পণ করে নি। তুমি আমার জামাতা, তোমাকে যৌতুক দান না ক'রে আমি ঋণী হ'য়ে আছি। নাও ভট্টিবীর। অস্ত্র তুলে নাও। তোমার বাঞ্ছিত যৌতুক গ্রহণ ক'রে আমাকে ঋণমুক্ত ক'রবে এস।

[মূলরাজের প্রস্থান।

দেব। রাজা! রাজা! কি ব'ললে। ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। এ কঠোর সত্যের ভার আমি সহ্য ক'রতে পা'র্‌ছিনা। আমার সর্ব্বস্ব যায়—মায়ের আদেশ, পিতার ঋণ—সব ভেসে যায়!

(কেতুর প্রবেশ)

কেতু। কিছু যাইনি রাজা—চল।

দেব। বারাহারাজকুমারী, এ কি ক'রেছ? তুমি এত বড় তেজস্বিনী তা ত বুঝ্‌তে পারিনি। দেবি! আমি মূর্খ বটে, কিন্তু পশু নই। তোমার সর্ব্ব শরীর কেঁপেছিল কেন, এখন বুঝতে পার্‌ছি। যাও, নিশ্চিন্ত

হ'য়ে তুমি পিতার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় নাও। আমি বনের মানুষ, বনে ফিরে যাই। মায়ের কাছে আর আমার ফেরা হ'ল না। আমার পরম হিতৈষী চর্ম্মকারদের সে দেবতার পরিশ্রমও ব্যর্থ হ'ল—সেখানেও আর আমার ফেরা হ'ল না।

কেতু। নিশ্চয় ফেরাব—গর্ব্বের সঙ্গে ফেরাব। ভট্টিরাজ! তুমি অনার্য্য-নন্দিনীকে চরণে স্থান দাওনি।

দেব। তাইত! এত বড় আঘাত সহ্য ক'রে তুমি হাসি-মুখে আমাকে তোমার অবস্থায় অন্ধ ক'রে রেখেছ!

কেতু। বারাহার কন্যা ব'লে সহ্য ক'র্‌তে পেরেছি, ভট্টির পত্নী ব'লে হাসি মুখে মেখেছি—ব্রতধারিণীর পুত্রবধূ ব'লে সঙ্কল্প ধ'রে রেখেছি। নাও—চল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-পার্শ্ব।

কমলা ও রেবা।

কমলা। বারাহার উল্লাস প্রবল—
চারিদিকে কোলাহল।
চারিদিকে উঠিয়াছে
পুত্রের বন্ধন কথা।
অপঘাত মৃত্যু কথা না উঠিতে কানে
চ'লে যাই আকাঙ্ক্ষিত দেশে—

পতি মোর আছেন যেখানে অপেক্ষায়।
নির্জ্জন অরণ্য পার্শ্ব
নিশ্চিন্ত গমনে যোগ্যপথ।
শুষ্ককাষ্ঠ করি আহরণ
শীঘ্র জ্বাল চিতানল রেবা।
আসে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা সনে আসে অন্ধকার।
আলোক চলেছে পরপারে,
অনুস্মৃতি করিব তাহার।
বিলম্বে হারাব পথ—
শীঘ্র জ্বাল—শীঘ্র জ্বাল চিতানল।

রেবা। ক্ষণেক অপেক্ষা কর রাণী।
বিংশ বর্ষ জেগে আছ
কঠোর সঙ্কল্প ধ'রে বুকে।
তবে আজ কল্পনায়
হতাশার ম্লানমূর্ত্তি করিয়া রচনা
এত শীঘ্র অবসাদ আন কি কারণ?

(জগমলের প্রবেশ)

কমলা। কি সংবাদ জগমল?

জগ। কথা সত্য—কুমার হয়েছে বন্দী।
সভামধ্যে হতেছে বিচার।
বারাহার হাহাকার
মুহূর্ত্তে উল্লাসে পরিণত।

কমলা। কি কর্ত্তব্য মোর
পার কি বলিতে মহাভাগ?

(সুচেতের প্রবেশ)

সুচেত। হতভাগ্য পিতা যদি
কর্ত্তব্য তোমারে বলে
শুনিবে কি তেজস্বিনী ?

কমলা। পিতা ! পিতা !
দরশে জ্বলিল শোকানল—
চিতানল শীতল তুলনে—
মরিতে চ'লেছি আমি—
মৃত্যুকালে গুরুপাদ পবিত্র পরশ
ভাগ্যে ছিল —ধরিনু-মস্তকে।
ল'য়ে যাও এ পবিত্রা তনয়ারে।

সুচেত। অসম্পূর্ণ কার্য্য রেখে দিব না মরিতে।
বিংশ বর্ষ পরে পেয়েছি তোমারে,
দ্বন্দ্ব করে উল্লাস বিষাদ।
মথিত হতেছে তাহে এ বৃদ্ধ হৃদয়।
কহিতে সময় নাই।
অপূর্ব্ব বীরত্ব-স্ফূর্ত্তি দেখায়ে নন্দন
বন্দী এবে—
বন্দী জেতা—বারাহা বিস্মিত।
নিস্তব্ধ বসেছে রাজসভা।
দেখাইতে তাই—
লইতে এসেছি আমি।

রেবা। মিনতি আমার রাণী,
পিতৃ-আবাহন ক'রনা হেলন !

তব স্তন্য অমিয় শকতি
দেখিতে জেগেছে অভিলাষ।

কমলা। চল রেবা!
বধ্য পুত্র-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
মৃত্যু তার করিবে দর্শন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা।

সুচেত ও সামন্তগণ।

১ম, সা। কি বুটারাজ! আপনিও কি বারাহা-লাঙ্গাইয়ের অস্তিত্ব রক্ষার বিরোধী?

সুচেত। বারাহা-লাঙ্গাইয়ের মর্য্যাদা রা'খতে আমি নিঃস্ব হয়েছি,—আমি বিরোধী!

সকলে। বস্—আর ব'লতে হবে না।

(সুরার প্রবেশ)

সুরা। ধিক্ বারাহা—ধিক্! তোদের জীবনে ধিক্! তোরা চোরের মতন কেবল ঘুমন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে জানিস্। বীরের সম্মুখে আর মাথা তুলে দাঁড়াস্ নি। হেঁট কর্—মুণ্ড হেঁট কর্। আর তোদের রাজা ভবানীর পায়ে তার মুণ্ড নিবেদন ক'রে দিক্।

(গর্‌ধনের প্রবেশ)

গর্‌। কি—কি?—কি খবর? গলার মালা এখনও অটুট দেখ্‌ছি যে!

সুরা। এই যে—এই যে! ভিতরের শক্তি না বুঝে শুধু উপরের আবরণ দেখে তোমার যে অপমান ক'রেছি, তার যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি। এখন তুমিই দয়া ক'রে আমাকে মুক্ত কর। অপমানে লাঞ্ছনায়, যাতনায়, আমি মৃতপ্রায় হ'য়েছি। অনুতপ্ত—শরণাগত—আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর।

গর্। এতগুলো বারাহার মধ্যে কেউ মুক্ত ক'র্‌তে পার্‌লে না?

সুরা। বারাহাকে ধিক্।

(মূলরাজ ও সুরজমলের প্রবেশ)

মূল। কেন বালা, বারাহা জাতির নিন্দা ক'র্‌ছ?

সুরা। নিন্দা ক'র্‌ব না। হতভাগ্যেরা শক্তিহীন। বীরত্ব চুরি ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করে। এ রাজ্যে এমন একটাও শক্তিশালী নেই যে, এই বক্র লৌহদণ্ডটাকে সোজা ক'র্‌তে পারে।

মূল। তুই মিথ্যা ব'লছিস্ পাপিষ্ঠা! কোন্ বারাহা পার্‌লে না?

সুরা। ক্ষুদ্র বারাহাত পা'র্‌লেই না। আজ মহারাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এই যে সমস্ত বারাহা সর্দ্দার এখানে সমবেত হ'য়েছে, এরাও পা'রলে না। শুধু পা'র্‌লে না নয় বৃদ্ধ, এরা আমার এই দুর্দ্দশায় যে যত পেরেছে, রহস্য ক'রেছে।

মূল। রাজা?

সুরা। "রাজা রক্ষা কর—রাজা রক্ষা কর" ব'লে প্রাসাদের পানে চেয়ে কাতরকণ্ঠে চীৎকার ক'র্‌লুম। পুত্রশোকের অছিলা ক'রে রাজা বাড়ীর ভিতরেই লুকিয়ে রইল। চীৎকারে বিরক্ত হ'য়ে প্রহরীরা আমাকে তাড়িয়ে দিলে।

মূল। চতুর্ভুজে—চিরদিন পরাজিতের মুণ্ডই উপহার নিয়েছ। দোহাই

মা! একদিন—শুদ্ধমাত্র এক দিন নিয়ম লঙ্ঘন কর, একটা জেতার মুণ্ড উপহার লও। আয় বালিকা, কাছে আয়। বারাহা জাতির নাম লোপের বিভীষিকা নিয়ে তুই আজ অতি কঠোর আয়স-শৃঙ্খল-মালিনী। আয়—বারাহা জাতি আছে কি গেছে, তোর শৃঙ্খল দিয়েই একবার পরীক্ষা করি!

মুক্ত হ'তে চলিয়াছি!
মুখ চেয়ে মুক্তিকামী ব'সে আছে প্রজা।
হে আর্য্যে! বন্ধন দিয়ো না আর তারে'।
সবার বন্ধন আজ সহস্র পীড়নে
এই মুক্ত বৃদ্ধদেহ করুক আশ্রয়।
মুক্ত হও ভক্ত প্রজা অধীনতা হ'তে।
আয়স-শৃঙ্খল হ'তে,—হে জননী!—
এই ক্ষুদ্র বালিকারে কর পরিত্রাণ।

(শৃঙ্খল মোচন)

গব্। ধন্য তুমি হে বৃদ্ধ মহান্!
রাজারে করেছ অগ্রে জয়,
সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য মানে পরাজয়।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিনু রমণীর কাছে,
যে বারাহা করিবে তাহারে মুক্ত
গললগ্ন লৌহমালা হ'তে,
করিব তাহার পদে শির অবনত।
সত্যাশ্রয়ী রাজপুত আমি।
লহ শির মহাত্মন্!
প্রভু বন্দী—বুঝিতে নারিনু—

কোন্ শক্তি বলে পরাস্ত করেছ তারে।
প্রভু সঙ্গে দাসে তার করহ গ্রহণ।

মূল। সত্যবদ্ধ তিন ভট্টিবীর—
চিরশত্রু বারাহার—
ভাগ্যফলে মিত্র আজি মম।
যদি মরি নিশ্চিন্তে মরিতে পারি।

মূল। সামন্ত, সর্দ্দার!
বারাহা লাঙ্গাই ভক্তপ্রজা!
অসংখ্য সংগ্রামে যারা
বর্ম্মরূপে ঘেরিয়া আমারে
সাগ্রহে করেছ জয়দান,
তোমাদের গর্ব্বরক্ষা জীবনে মরণে
একমাত্র আশাস্ত আমার।
যা কিছু কর্ত্তব্য আজি মোর,
শুনে রাখ সবে,
সে কর্ত্তব্য ধর্ম্মজ্ঞানে—
এ জাতির কল্যাণ সাধনে।

১ম, সা। সমস্ত বুঝেছি মহারাজ!

মূল। তাহ'লে নিশ্চিন্ত আমি?

সকলে। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত রাজা।

সুরজ। বারাহা বলিতে মূলরাজ,
মূলরাজ বলিতে বারাহা।
তোমারি মহত্বে রাজা,
বারাহা লাঙ্গাই এক জাতি।

মূল। আনহ দেওয়ান,

বারাহার ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারীরে।

(সুরজের প্রস্থান এবং দেবিদাস, সুজন ও দেবরায়কে লইয়া প্রবেশ)

এই লও সামন্ত সর্‌দার প্রজাগণ

বারাহার রাজ্য-অধিকারী।

(দেবরায়কে সিংহাসনে বসাইলেন)

হে বীর সজ্জন !

বারাহা-লাঙ্গাই-ভট্টি ত্রিশক্তি মিলনে,

তোমাদের প্রেম-আচ্ছাদনে,

একজাতি একপ্রাণ—একভাষা একগান

অটুট অব্যয় শক্তি হ'ক রাজস্থানে।

নিশ্চিন্ত ক'রেছ মোরে

নিশ্চিন্ত চলিনু আমি—

১ম, সা। কোথা মহারাজ ?

মূল। আর রাজা নহি আমি।

রাজা অভিধানে কেন

রসনারে কর প্রতারণা।

দেব। মহারাজ !

মূল। মূর্খ রাজা !

এ সভায় একমাত্র মহারাজ তুমি।

আমি দীন বৃদ্ধ প্রজা তব।

(প্রস্থানোদ্যত)

দেব। কি সজ্জন !

এ সভায় একমাত্র মহারাজ আমি ?

সুচেত। একমাত্র মহারাজ তুমি।

দেব। আদেশ আমার রাজাদেশ ?

সকলে। রাজাদেশ।

দেব। প্রাণপণে করিবে পালন ?

সুচেত। বারাহা লাঙ্গাই শুধু
রাজভক্তি করেছে সাধন—

সুরজ। নহে ভক্তি !
আজ তব লভিতে আসন
শোণিতে ভাসিত সিংহাসন।

দেব। শুন তবে আদেশ আমার
বন্দী কর এ মহাপুরুষে।

মূল। বুঝিয়াছি উদ্দেশ্য তোমার।
ভিক্ষা—ভিক্ষা রাজা—মুক্তি দাও।
সব দিছি—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাখিবারে !
ধর্ম্ম সত্য – সত্য মোর সার।
সত্যে মোর বন্দী করিয়ো না।

দেব। শির করি নত—শেষ ভিক্ষা চাই,—

মূল। পণ ভিক্ষা নাহি দিব।
অন্য যদি দেয় থাকে রাজা, বল,—
বিদায়ের পূর্ব্বে করি দান।

দেব। বিংশবর্ষ দেছে যারা বক্ষে মোরে স্থান
তাদের কল্যাণ—
হে ঋষি, কামনা করি আমি।

মূল। কল্যাণ—কল্যাণ—

আজি হ'তে তারা
জাতিমধ্যে হ'ল প্রতিষ্ঠিত।—
কি সাধু, অনার্য্য আমি?

দেবি। তোমার চরণ-স্পর্শে রাজা—
অনার্য্য ক্ষত্রিয় হয়—
ক্ষত্রিয় দ্বিজত্ব করে লাভ।

মূল। হে সাধু—বিদায়—
বারাহা-লাঙ্গাই-ভট্টি—
জীবনের কার্য্যশেষে লইনু বিদায়।
এস রাণী, ক্ষণ যায়—
লগ্ন শুভ – কর কন্যাদান।

[প্রস্থান।

(রেবা ও কমলার প্রবেশ)

কমলা। একি একি—রেবা!

রেবা। এই দেখ রাণী—
স্বাধীন-প্রকৃতি ভট্টি
কেমন হয়েছে বন্দী আজি।

কমলা। বুঝেছি সকলি রেবা।
দেবরায়! যদি পার, ফিরাও রাজারে।

দেব। এসেছ মা!
হতভাগ্য সন্তানের
মর্ম্মঘাতী জয় দেখিবারে—
এতক্ষণ পরে?
ফিরাও ফিরাও পর্ণশালা।

এই লও সিংহাসন—
এই লও—
সম্মুখে দক্ষিণে বামে আসন বেষ্টনে
মহাত্মা সন্তান অগণন ।
সব লয়ে জননী আমার
ক্ষুদ্র সেই পর্ণশালা দাও ফিরাইয়া ।

দেবি। এস তপস্বিনী
চৌরধরা রাজার জননী !
যদি পার, তুমি এসে ফিরাও রাজারে ।

কমলা। হে বারাহা, হেলাঙ্গাই !
নিবেদন সবারে শুনাই ।
মর্ত্তভূমে এ অপূর্ব্ব দেবসভা, মাঝে-
দেখিতে এসেছি আমি ক্ষত্রিয়-গৌরব ।
দেহ যার পরিচ্ছদ —
ক্ষণে ছিন্ন, ত্যক্ত অবহেলে ।

(বিমলার প্রবেশ)

ছুটিয়া এসেছে চলে দীন ভিখারিণী
মুষ্টি ভিক্ষা ল'তে আজি ত্রিবেণী সঙ্গমে।

নিমলা। এসেছ—এসেছ রাণী—
বিংশবর্ষ ব্রতধরা ক্ষত্রিয়-ঘরণী ?
ব্রত উদ্‌যাপনে, এই পুণ্যদিনে
দেবযজ্ঞে পূর্ণাহুতি করিতে গ্রহণ
তোমারে করেছি নিমন্ত্রণ। এস এস—

এই লও—প্রথম যৌতুক—সিংহাসন।
এই লও—দ্বিতীয় যৌতুক—

(অন্তরাল হইতে মুণ্ডসজ্জিত-পাত্রহস্তা কেতুকে আনায়ন)

কেতু। (দেবরায়ের সম্মুখে পাত্ররক্ষা)
বল' মা—বল' মা আমি ক্ষত্রিয়নন্দিনী!

কমলা। কি আর বলিব আমি বধূ!
যাঁর কুলে তুমি আমি ল'য়েছি আশ্রয়,
সেই নরোত্তম যদুপতি
ওই শূন্যে পাঞ্চজন্যে করেন নিনাদ,—
"তুমি—তুমি—তাঁরই কন্যা ক্ষত্রিয়নন্দিনী।"

যবনিকা পতন।
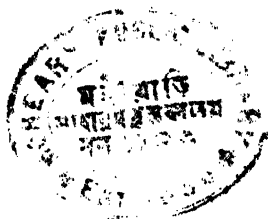
নূতন গ্রন্থ ! নূতন গ্রন্থ !! নূতন গ্রন্থ !!!

গিরিশচন্দ্র।

(৭০ সত্তর খানি হাফ্‌টোন চিত্র সম্বলিত)

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্য সহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।

যাঁহারা "গিরিশ-গীতাবলী" ক্রয় করিয়াছেন, "গিরিশচন্দ্র" লইয়া তাঁহারা নাট্যসম্রাটের গীতাবলী ও জীবনী সম্পূর্ণ করুন। কারণ, গিরিশ-বাবুর শেষ বয়সের নাটকাদির গান (আরও বহু দুষ্প্রাপ্য গীত সমেত) এবং নটগুরুর সম্পূর্ণ জীবনী 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে এই প্রথম বাহির হইল। এতদ্ভিন্ন মহাকবির অদ্ভুত জীবনের নানা প্রসঙ্গ, গল্প, যাবতীয় রচনাবলীর সময় নির্দ্দেশ প্রভৃতি নানা উপাদেয় বিষয় সন্নিবেশে গ্রন্থখানি সাধারণের বিশেষরূপ হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার উপর গিরিশচন্দ্রের নানা রসের ও বিবিধ অভিনয়-ভঙ্গির বহুল চিত্র প্রদানে অভিনয়-শিক্ষার্থীর ইহা পরম আদরের জিনিস হইয়াছে। কেবল গিরিশচন্দ্রের নহে,—বঙ্গ-নাট্য-শালার অধিকাংশ বিখ্যাত নট-নটীগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সহ ৭০ সত্তর খানি অভিনয়-চিত্র (character-photo) সংযোগে গ্রন্থখানি সুশোভিত। আপনি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠারম্ভের পূর্ব্বেই বন্ধু-মহলে ছবি দেখিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। যেরূপ উৎকৃষ্ট কাগজ—সেইরূপ ছাপা। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।